জানুয়ারি ২০২৬। বর্ষ ৩১। সংখ্যা ৩৫৩

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

পাঠক সেবায়
৩১
বছর

নির্ভরযোগ্য তথ্যে অবিরাম পথচলা

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

সূচিপত্র

জানুয়ারি ২০২৬

সাম্প্রতিক

০৪ • সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর
০৫ • তথ্যপ্রবাহ
০৮ • সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ
১০ • Recent Info Inquiry
১১ • নব-নিযুক্ত
১২ • অনন্তলোক
১৩ • পদক-পুরস্কার
১৪ • রিপোর্ট-সমীক্ষা
১৫ • দেশ পরিক্রমা
নতুন বাংলা ফন্ট জুলাই ও AI প্ল্যাটফর্ম
নতুন ডিজিটাল ওয়ালেট বাংলালিংক
ভুটানের প্রথম ট্রানজিট
মেট্রোরেলের অনলাইন রিচার্জ চালু
বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ
১৮ • ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
১৯ • ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সারকথা
২০ • অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
২১ • টাঙ্গাইল শাড়ির ইতিহাস
২২ • সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়
২৩ • বিশ্ব পরিক্রমা
উজবেকিস্তানে বৃহৎ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
তুরস্কের মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান
কঙ্গো ও রুয়ান্ডা শান্তি চুক্তি
ভারত
ইউরোপ
যুক্তরাষ্ট্র
৩০ • মহাকাশ-বিজ্ঞান
৩৯ • খেলাধুলা

প্রবন্ধ-ফিচার

৩৪ • মানবসম্পদ বিনিয়োগে শিক্ষার অবদান
৩৬ • Digital Currency The Future of Finance
৩৮ • Short Notes

প্রশ্ন সমাধান

৪৭ • সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও ২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৫১ • প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর
৫৭ • গণপূর্ত অধিদপ্তর
৫৯ • ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
৬১ • খাদ্য অধিদপ্তর
৬২ • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৬৪ • বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

চাকরি প্রস্তুতি

৬৫ • ৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি
৭০ • বিসিএস প্রিলিমিনারি মডেল টেস্ট
৭৯ • প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মডেল টেস্ট
৮২ • প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য চাকরির টিপস

বিশ্ববিদ্যালয়

৪২ • প্রশ্ন সমাধান
৮৫ • ভর্তি প্রস্তুতি

অন্যান্য আয়োজন

২৮ • উন্মুক্ত সমুদ্র চুক্তি কার্যকর
৩১ • আবিষ্কার : বৈদ্যুতিক বাতি
৩২ • সংস্থা : রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট
৪১ • ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ
৮৪ • বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি
৯০ • নতুন বছরে চাকরির প্রস্তুতি
৯১ • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী : রাখাইন
৯২ • জেলা পরিচিতি : কিশোরগঞ্জ
৯৪ • পুষ্টিবিদ হিসেবে ক্যারিয়ার
৯৫ • বিচিত্র বিশ্ব
পাদটীকা : মিসর ও দক্ষিণ আফ্রিকা

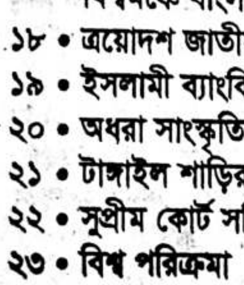

বিসিএস
ব্যাংক নিয়োগ
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিসহ
যেকোনো চাকরি
পরীক্ষার বিশেষ
সহায়িকা

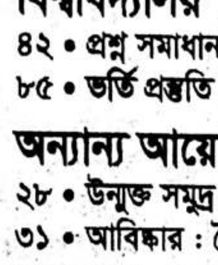

দুই যুগের
অভিজ্ঞতায়
সর্বশেষ
তথ্যসমৃদ্ধ
পূর্ণাঙ্গ
সাজেশন্স

পাওয়া যাচ্ছে জেলা-উপজেলার লাইব্রেরি ও পত্রিকার স্টলে

প্রফেসর'স প্রকাশন ● যোগাযোগ ও বিকাশ : ০১৩ ২৪ ২৫ ৪৬ ১৮, ০১৭ ১১ ১২ ০৭ ০১
professorsprokashon.com professorsprokashonbd OR order : 013 24 25 46 10

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে চালের চাহিদা কত টন?
উত্তর: ৩.৭ কোটি থেকে ৩.৯ কোটি টন।

প্রশ্ন: দেশের শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (DSE) প্রথম নারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক (MD) হিসেবে নিয়োগ পান কে?
উত্তর: নুজহাত আনোয়ার।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্যারাসুটিং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী দলটির নাম কী?
উত্তর: টিম বাংলাদেশ (Team Bangladesh)।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের প্রথম বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আবদুল করিম কবে মারা যান?
উত্তর: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫।

প্রশ্ন: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্যে উদ্বোধন করা ভোটের গাড়ির নাম কী?
উত্তর: সুপার ক্যারাভান।

প্রশ্ন: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ দেশের ৬১তম রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পায় কোন দল?
উত্তর: আমজনতার দল, প্রতীক প্রজাপতি।

প্রশ্ন: জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর Food Outlook November 2025 অনুযায়ী বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে কততম?
উত্তর: তৃতীয়।

প্রশ্ন: জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর Food Outlook November 2025 অনুযায়ী বাংলাদেশ চাল ভোগে কততম?
উত্তর: তৃতীয়।

প্রশ্ন: জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর Food Outlook November 2025 অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বে গম আমদানিতে কততম?
উত্তর: পঞ্চম।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান কে?
উত্তর: জুবায়ের রহমান চৌধুরী।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: সুদানের আবেই এলাকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের একটি ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা হয় কবে?
উত্তর: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫।

প্রশ্ন: মার্কিন-সিরীয় যৌথ সেনাবাহিনী সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের (IS) বিরুদ্ধে 'অপারেশন হোকিয়ে' শুরু করে কবে?
উত্তর: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫।

প্রশ্ন: ১২ হাজার বছর পর আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার কোন আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়?
উত্তর: হায়লি গুব্বিতে।

প্রশ্ন: আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল চীন কোথায় চালু করেছে?
উত্তর: চীনের সর্ব দক্ষিণের প্রদেশ হাইনান বন্দরে।

প্রশ্ন: উজবেকিস্তানের তাসখন্দে নির্মিতব্য হোয়াইট হাউসের চেয়ে ৭ গুণ বড় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম কী?
উত্তর: সেন্টার ফর ইসলামিক সিভিলাইজেশন (CISC)।

প্রশ্ন: চীন-আসিয়ান (AI)'র প্রথম স্টেশন চীনের কোন শহরে তৈরি হচ্ছে?
উত্তর: নাননিং শহর, গুয়াংজি ঝুয়াং; চীন।

প্রশ্ন: জার্মানির প্রকৌশলী মিকায়েলা বেন্টহাউস ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থায় (ESA) কর্মরত বিশ্বের প্রথম হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী হিসেবে মহাকাশ গমন করেন কবে?
উত্তর: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫।

প্রশ্ন: বিশ্বের কোন বৃহত্তম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনরায় চালুর করার উদ্যোগ নেয় জাপান?
উত্তর: কাশিওয়াজাকি-কারিওয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

প্রশ্ন: ধনকুবের জ্যারেড আইজ্যাকম্যানকে কততম নাসার পরবর্তী প্রধান হিসেবে অনুমোদন দেয় মার্কিন সিনেট?
উত্তর: ১৫তম।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় কবে?
উত্তর: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫।

প্রশ্ন: ২৪ নভেম্বর ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ভেনিজুয়েলার কোন সংগঠনকে 'বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন'-এর সদস্য ঘোষণা করেছে?
উত্তর: কার্টেল দে লস সোলেস নামক সংগঠনকে।

প্রশ্ন: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ সৌদি আরবের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'কিং আবদুলাজিজ মেডেল অব এক্সিলেন্ট ক্লাস' পান কে?
উত্তর: পাকিস্তানের সেনা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির।

প্রশ্ন: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ কানাডা কোন দেশকে সন্ত্রাসবাদী দেশের তালিকা থেকে বাদ দেয়?
উত্তর: সিরিয়াকে।

প্রশ্ন: ২৯ নভেম্বর ২০২৫ পোপ লিও প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক কোন মসজিদে যান?
উত্তর: নীল মসজিদ (দ্য ব্লু মস্ক) বা সুলতান আহমেদ মসজিদ; তুরস্ক।

প্রশ্ন: কুনেইত্রা অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ইসরায়েল অধিকৃত গোলান মালভূমি (সিরিয়া)।

প্রশ্ন: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ ইউরোপের কোন দেশে ৪০০ বছরের পুরানো ডাকবিভাগ বন্ধ হয়ে যাবে?
উত্তর: ডেনমার্কে।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: বাংলাদেশের কোন দল প্রথমবারের মতো সেন্ট্রাল এশিয়া ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন (CAVA) আয়োজিত উইমেন্স (CAVA কাপ-২০২৫)-এ অংশগ্রহণ করছে?
উত্তর: বাংলাদেশ জাতীয় নারী ভলিবল দল।

প্রশ্ন: অ্যাশেজ সিরিজে প্রথমবারের মতো দায়িত্ব পালন করেন এলিট প্যানেলের বাংলাদেশি কোন আম্পায়ার?
উত্তর: শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত।

প্রশ্ন: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
উত্তর: পাকিস্তান; রানার্সআপ ভারত।

তথ্য প্রবাহ

নভেম্বর মাসের বাকি অংশ

বাংলাদেশ • ২৪ নভেম্বর ২০২৫

— ঢাকা মহানগর আদালতে ই-পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম শুরু।

— সরকারি কলেজের মান উন্নয়ন ও শ্রেণি বিন্যাস নিশ্চিত করতে সেগুলোকে চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

— শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫-এর গেজেট জারি।

বাংলাদেশ • ২৫ নভেম্বর ২০২৫

— মেট্রোরেলের র‍্যাপিড পাস ও MRT Pass অনলাইন রিচার্জ প্রক্রিয়া চালু হয়।

— গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

আন্তর্জাতিক

— ইতালির পার্লামেন্টে ফেমিসাইড বা নারী হত্যার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র আইন পাস।

— নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধজাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য জাহাজবিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালায় পাকিস্তান।

বাংলাদেশ • ২৬ নভেম্বর ২০২৫

— ময়মনসিংহ, বরিশাল ও রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

— স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

আন্তর্জাতিক

— গিনি-বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে।

— দখলকৃত ইউক্রেনকে পুরোপুরি নিজস্ব সংস্কৃতি চালু করতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নতুন ডিক্রি স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশ • ২৭ নভেম্বর ২০২৫

— উপদেষ্টা পরিষদে 'রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) অধ্যাদেশ, ২০২৫', 'দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' ও 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন।

— উপদেষ্টা পরিষদ 'মানবপাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।

আন্তর্জাতিক

— নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (NRB) ভারতের তিনটি অঞ্চলের ছবিসহ নতুন ১০০ রুপির নোট প্রকাশ করে।

— বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আসামের বিধানসভায় 'আসাম প্রোহিবিশন অব পলিগ্যামি বিল ২০২৫' বিল পাস করে।

— ফ্রান্সের আল্পস পর্বতমালার ভার্সেস সামরিক ঘাঁটিতে স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহিনী গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

— গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়াদ মেট্রোকে পৃথিবীর দীর্ঘতম ট্রেন নেটওয়ার্কের স্বীকৃতি দেয়।

আন্তর্জাতিক • ২৮ নভেম্বর ২০২৫

— রাশিয়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গোষ্ঠী 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'কে (HRW) 'অবাঞ্ছিত সংস্থা' ঘোষণা করে।

— সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অটোপেনে স্বাক্ষরিত সকল নথি ও নির্বাহী আদেশ বাতিল করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বাংলাদেশ • ২৯ নভেম্বর ২০২৫

— ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি উপলক্ষে 'মক ভোটিং' আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন।

— উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ সভায় 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক

— অস্ট্রেলিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাকালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন অ্যান্টনি আলবানিজ।

বাংলাদেশ • ৩০ নভেম্বর ২০২৫

— সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসিকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

— দ্বাদশ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটের নিলাম ঢাকার হোটেল র‍্যাডিসন ব্লুতে অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক

— ভারতীয় শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের চিত্রকর্ম নিয়ে কাতারের দোহায় জাদুঘর উদ্বোধন।

টপ নিউজ

২৬ নভেম্বর : বিশ্বের প্রথম এক ডোজের ডেঙ্গু টিকার অনুমোদন দেয় ব্রাজিল।

৩০ নভেম্বর : সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

০১ ডিসেম্বর : সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংককে তফসিলি ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়।

০৩ ডিসেম্বর : বাংলা একাডেমির ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

০৪ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রথম প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন।

০৫ ডিসেম্বর : প্রথম ফিফা শান্তি পুরস্কার লাভ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

০৯ ডিসেম্বর : পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

: ইউনেস্কো বাংলাদেশের 'টাঙ্গাইল শাড়ি বুনন শিল্প' অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেয়।

১০ ডিসেম্বর : আনুষ্ঠানিকভাবে 'গোল্ড কার্ড' ভিসা চালু করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

১৫ ডিসেম্বর : দেশে গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল গঠন।

২০ ডিসেম্বর : বিশ্বের প্রথম হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী হিসেবে জার্মানির নারী মিকায়েলা বেন্টহাউস মহাকাশ ভ্রমণ করেন।

২২ ডিসেম্বর : যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (FDA) ওজন কমানোর জনপ্রিয় ওষুধ ওয়েগোভি-এর ট্যাবলেট অনুমোদন দেয়।

২৩ ডিসেম্বর : দেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।

মিসর গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৩

ডিসেম্বর

বাংলাদেশ ♦ ০১ ডিসেম্বর ২০২৫

— 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি।

— সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' (VVIP) ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি।

— জাতীয় বননীতি, ২০২৫-এর গেজেট প্রকাশ।

আন্তর্জাতিক

— ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়সংক্রান্ত উদ্যোগ Security Action for Europe (SAFE)-এ অংশ নিতে সম্মত হয় কানাডা।

বাংলাদেশ ♦ ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫

— নির্বাচন কমিশন 'জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি'-এর সহিত 'জাগপা' সংযোজন এবং দলের প্রতীক 'হুক্কা'র পরিবর্তে 'চশমা' নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি।

আন্তর্জাতিক

— ৪০ বছরেরও বেশি সময়ের পর প্রথমবারের মতো সরাসরি বৈঠক করে লেবানন ও ইসরায়েল।

বাংলাদেশ ♦ ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫

— উপদেষ্টা পরিষদে 'পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫' এবং 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক

— রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দুই দিনের সফরে ভারত পৌঁছান।

— মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও রুয়ান্ডা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

আন্তর্জাতিক ♦ ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫

— সিরিয়াকে সন্ত্রাসবাদে সহায়তাকারী রাষ্ট্রের তালিকা থেকে বাদ দেয় কানাডা।

— জার্মানির পার্লামেন্টে (বুন্ডেস্ট্যাগ) ১৮-১৯ বছর বয়সিদের ঐচ্ছিক সামরিক সেবা চালুর পক্ষে ভোটাভুটি হয়।

আন্তর্জাতিক ♦ ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫

— ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবলের ভেন্যু ও পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করে ফিফা।

— ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

— কাতারে ২৩তম দোহা ফোরাম শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫

— তিনটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট'-এর আত্মপ্রকাশ।

— 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২৫' প্রকাশ।

বাংলাদেশ ♦ ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫

— নির্বাচন কমিশন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চূড়ান্তভাবে ৮১টি দেশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষককে নিবন্ধন দেয়।

— Representation of the People Order (Second Amendment) Ordinance, ২০২৫ জারি।

— 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি।

আন্তর্জাতিক

— জাপানের উত্তর-পূর্ব উপকূলে ৭.৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত।

বাংলাদেশ ♦ ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫

— বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০২৫-এর গেজেট প্রকাশ।

বাংলাদেশ ♦ ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

— অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া।

— গেজেট প্রকাশ করে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩ কার্যকর করা হয়।

— পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা চালু করতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনাপত্তিপত্র পায় মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক।

আন্তর্জাতিক

— অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করে।

বাংলাদেশ ♦ ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

— ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা।

— বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের উদ্বোধন।

— বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

— দুই উপদেষ্টার পদত্যাগের পর উপদেষ্টা পরিষদে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন।

বাংলাদেশ ♦ ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

— নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতে মাঠে নামেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আন্তর্জাতিক

— আরব বসন্তের সূতিকাগার তিউনিসিয়ার বিরোধী দলীয় নেত্রী ও 'ফ্রি ডেসতুরিয়ান পার্টি'র (ফ্রি কনস্টিটিউশনাল পার্টি) সভাপতি আবির মুসিকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেয় দেশটির আদালত।

— থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল দেশটির পার্লামেন্ট ভেঙে দেন।

বাংলাদেশ ♦ ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫

— অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ফ্যাসিস্টদের দমনে দেশজুড়ে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২' নামে বিশেষ অভিযান শুরু করে যৌথ বাহিনী।

— সুদানের আবেইতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সন্ত্রাসীদের হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ সদস্য নিহত হন।

বাংলাদেশ ♦ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫

— প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ দেশের বিচারকদের উদ্দেশে বিদায়ি অভিভাষণ।

বাংলাদেশ ♦ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

— প্রজ্ঞাপন জারি করে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন ১০ম গ্রেডে (গেজেটেড কর্মকর্তা) উন্নীত।

— রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ও রিটেইনার নিয়োগের নতুন নীতিমালা প্রণয়ন।

— তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগ নতুন বাংলা ফন্ট 'জুলাই' ও বাংলা ভাষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর (AI) প্ল্যাটফর্ম 'কাগজ ডট এআই' (kagoj.ai) চালু করে।

আন্তর্জাতিক

— রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে শান্তিচুক্তির লক্ষ্যে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে বৈঠক অনুষ্ঠিত।

— ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে ৫ বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বাংলাদেশ • ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

—৫৫তম মহান বিজয় দিবস পালিত।

—গুলশান-২ থেকে প্রগতি সরণি পর্যন্ত সড়ক 'ফেলানী অ্যাভিনিউ' নামকরণের ফলক উন্মোচন।

আন্তর্জাতিক

—মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনিজুয়েলার মাদুরো সরকারকে 'বিদেশি সন্ত্রাসী' সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে।

বাংলাদেশ • ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫

—কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার মগবাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের প্রথম সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় জ্বালানি বিপণন ডিপোর উদ্বোধন।

—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক

—ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে অভিবাসন নীতি আরও কড়াকড়ি করার লক্ষ্যে আইন প্রণেতারা দুটি প্রস্তাব অনুমোদন করে।

—মিসরের সঙ্গে ৩৫০০ কোটি ডলারের একটি গ্যাস চুক্তি ঘোষণা করে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

বাংলাদেশ • ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

—গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ।

—ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

—উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নে বাংলাদেশের নতুন একটি দূতাবাস স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

আন্তর্জাতিক

—ভারতের সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় 'ভিবি-জি রাম জি বিল' পাস হয়।

—সিরিয়ার ওপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা স্থায়ীভাবে প্রত্যাহার করে যুক্তরাষ্ট্র।

—ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে নির্বিচারে গুলি এবং এমআইটির এক অধ্যাপককে হত্যার ঘটনায় গ্রিন কার্ড লটারি স্থগিতের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক • ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫

—বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ১৮তম রাষ্ট্রদূত হিসেবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে অনুমোদন দেয় মার্কিন সিনেট।

—ইউক্রেনের জরুরি আর্থিক চাহিদা মেটাতে ৯০ বিলিয়ন ইউরোর ঋণ দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।

—সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্টের (ISIL) বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ • ২০ ডিসেম্বর ২০২৫

—ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি চত্বরে দাফন।

আন্তর্জাতিক

—নতুন তোশাখানা মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড।

বাংলাদেশ • ২১ ডিসেম্বর ২০২৫

—পাবলিক ও শ্রেণি পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী ও শ্রুতিনির্ভর পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আরও সহজ ও ন্যায্য করতে নতুন নীতিমালা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

—আমজনতার দলকে চূড়ান্তভাবে নিবন্ধন সনদ দেয় নির্বাচন কমিশন।

আন্তর্জাতিক

—ডোনাল্ড ট্রাম্প লুইজিয়ানার গভর্নর জেফ ল্যান্ড্রিকে গ্রিনল্যান্ডের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেন।

বাংলাদেশ • ২২ ডিসেম্বর ২০২৫

—সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

—ভারতের নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন এবং ত্রিপুরার আগরতলায় সহকারী হাইকমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির ভিসা সেন্টার থেকে ভিসা ও কনস্যুলার সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক

—'ফুকোশিমা ট্র্যাজেডি'র জেরে ১৫ বছর বন্ধ রাখার পর ফের বিশ্বের বৃহত্তম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর প্রস্তুতি নেয় জাপান।

বাংলাদেশ • ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫

—জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ২২টি প্রকল্প অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক

—লিবিয়ার সেনাপ্রধান মুহাম্মদ আলী আহমেদ আল-হাদ্দাদ তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার কাছে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন।

বাংলাদেশ • ২৫ ডিসেম্বর

—বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

বাংলাদেশ • ২৭ ডিসেম্বর

—প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ অবসরে যান।

ডেনমার্কের চিঠি বিতরণের অবসান

৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ দেশটিতে ৪০০ বছরের পুরানো ডাকবিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। এদিন ডেনমার্কের ডাক বিভাগ 'পোস্টনর্ড' (PostNord) শেষবারের মতো মানুষের দ্বারে চিঠি পৌঁছে দেয়। ২৪ জুন ২০০৯ সুইডেনের Posten AB ও ডেনমার্কের Post Danmark ডাক পরিষেবা একীভূতকরণের মাধ্যমে পোস্টনর্ড কোম্পানি গঠিত হয়। ২০২৫ সালের শুরুতে এ কোম্পানি চিঠি বিতরণ বন্ধের ঘোষণা দেয়। কোম্পানিটি ১,৫০০ কর্মী ছাঁটাই করবে এবং ১,৫০০ লাল পোস্টবক্স সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য, ১৬২৪ সাল থেকে ডেনিশ পোস্টাল সার্ভিস চিঠি বিলি করে আসছে Post Danmark।

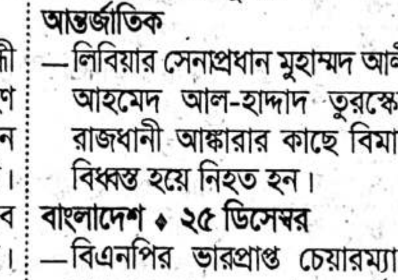

সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ

বাংলাদেশ

১. ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে কবে?
(ক) ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (খ) ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
(গ) ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (ঘ) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

২. 'গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয় কবে?
(ক) ২৩ নভেম্বর ২০২৫ (খ) ২৪ নভেম্বর ২০২৫
(গ) ২৫ নভেম্বর ২০২৫ (ঘ) ২৬ নভেম্বর ২০২৫

৩. 'সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয় কবে?
(ক) ২৯ নভেম্বর ২০২৫ (খ) ৩০ নভেম্বর ২০২৫
(গ) ১ ডিসেম্বর ২০২৫ (ঘ) ৩ ডিসেম্বর ২০২৫

৪. বাংলাদেশের প্রথম স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) জ্বালানি বিপণন ডিপোর কার্যক্রম শুরু হয় কোন জেলায়?
(ক) চট্টগ্রাম (খ) বাগেরহাট
(গ) চাঁদপুর (ঘ) কুমিল্লা

৫. 'ফেলানী অ্যাভিনিউ' কোথায় অবস্থিত?
(ক) গুলশান (খ) আজিমপুর
(গ) তেজগাঁও (ঘ) বনানী

৬. বর্তমানে দেশের মোট অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কতটি?
(ক) ৪টি (খ) ৫টি (গ) ৬টি (ঘ) ৭টি

৭. দেশের ষষ্ঠ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কোনটি?
(ক) জামালপুরের নকশিকাঁথা (খ) সিলেটের মনিপুরি শাড়ি
(গ) মিরপুরের কাতান শাড়ি (ঘ) টাঙ্গাইল শাড়ি বুনন শিল্প

৮. ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ দেশে আধুনিক ও দাপ্তরিক ব্যবহারের উপযোগী কোন বাংলা ফন্ট যাত্রা শুরু করে?
(ক) জুলাই (খ) আগস্ট
(গ) আবু সাঈদ (ঘ) ওসমান হাদি

৯. পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী পুলিশ কমিশন কত সদস্যবিশিষ্ট হবে?
(ক) ৪ (খ) ৫ (গ) ৬ (ঘ) ৭

১০. দেশে গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় কবে?
(ক) ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ (খ) ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
(গ) ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ (ঘ) ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫

১১. বর্তমানে দেশে সরকারি কলেজের সংখ্যা কতটি?
(ক) ৭০৮ (খ) ৭২০ (গ) ৭৩২ (ঘ) ৭৫০

১২. ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে কোন দেশের ট্রানজিট পণ্যের প্রথম পরীক্ষামূলক চালান খালাস হয়?
(ক) নেপাল (খ) ভুটান
(গ) পাকিস্তান (ঘ) আফগানিস্তান

১৩. বাংলাদেশের আশেপাশে অবস্থিত প্রধান টেকটোনিক প্লেটগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?
(ক) ইউরেশীয় প্লেট (খ) বার্মা প্লেট
(গ) ভারতীয় প্লেট (ঘ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট

১৪. সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি কবে তফসিলি ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত হয়?
(ক) ১ ডিসেম্বর ২০২৫ (খ) ২ ডিসেম্বর ২০২৫
(গ) ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ (ঘ) ৪ ডিসেম্বর ২০২৫

১৫. বর্তমানে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ৫৮টি (খ) ৬০টি (গ) ৬২টি (ঘ) ৬৩টি

১৬. বেসরকারি তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ৪৮টি (খ) ৪৯টি (গ) ৫০টি (ঘ) ৫১টি

১৭. বর্তমানে দেশে শরিয়াহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা কতটি?
(ক) ৪টি (খ) ৬টি (গ) ৮টি (ঘ) ১০টি

১৮. ইসলামী ধারার 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি' কার মালিকানাধীন?
(ক) বিদেশি (খ) সরকারি ও বেসরকারি
(গ) রাষ্ট্রীয় (ঘ) বেসরকারি

১৯. ২০২৫ সালে কতজন নারী বেগম রোকেয়া পদক লাভ করেন?
(ক) ২ জন (খ) ৩ জন (গ) ৪ জন (ঘ) ৫ জন

আন্তর্জাতিক

২০. র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF) কোন দেশের আধা সামরিক বাহিনী?
(ক) সুদান (খ) দক্ষিণ সুদান
(গ) মালি (ঘ) নাইজার

২১. সুদান ও দক্ষিণ সুদানের বিরোধপূর্ণ 'আবেই' অঞ্চলে জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তিরক্ষা মিশনের নাম কী?
(ক) UNAMID (খ) UNMISS
(গ) UNISFA (ঘ) MINUSCA

২২. ২০২৫ সালের অক্সফোর্ড ডিকশনারির বর্ষসেরা শব্দ কোনটি?
(ক) parasocial (খ) vibe coding
(গ) slop (ঘ) Rage bait

২৩. আকাশ থেকে আকাশে যুদ্ধের সক্ষমতা অর্জনকারী প্রথম মানববিহীন যুদ্ধবিমানের নাম কী?
(ক) MQ-9 Reaper (খ) Bayraktar Akıncı
(গ) X-59 Quesst (ঘ) Bayraktar KIZILELMA

২৪. Bayraktar KIZILELMA কোন দেশের মানববিহীন যুদ্ধবিমান?
(ক) তুরস্ক (খ) ইসরায়েল
(গ) ইরান (ঘ) রাশিয়া

২৫. গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের দাবি করা নতুন সীমানা কী নামে পরিচিত?
(ক) Read Line (খ) Zero Line
(গ) Yellow Zone (ঘ) Yellow Line

MCQ উত্তর

১.	ঘ
২.	গ
৩.	খ
৪.	ঘ
৫.	ক
৬.	গ
৭.	ঘ
৮.	ক
৯.	খ
১০.	গ
১১.	ক
১২.	খ
১৩.	ঘ
১৪.	ক
১৫.	ক
১৬.	ক
১৭.	খ
১৮.	গ
১৯.	গ
২০.	ক
২১.	গ
২২.	ঘ
২৩.	ঘ
২৪.	ক
২৫.	ঘ

মিসর ও সিরিয়া সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮

২৬. বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিষিদ্ধ করে করে কোন দেশ?
ক) জাপান খ) অস্ট্রেলিয়া
গ) সুইজারল্যান্ড ঘ) ফ্রান্স

২৭. বিশ্বের কোন দেশ প্রথম এক ডোজের ডেঙ্গুর টিকা অনুমোদন দেয়?
ক) ব্রাজিল খ) বাংলাদেশ
গ) নাইজেরিয়া ঘ) কাজাখস্তান

২৮. ২০২৬ সালের মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক) ৩ নভেম্বর খ) ৪ নভেম্বর
গ) ৫ নভেম্বর ঘ) ৬ নভেম্বর

২৯. পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রথম প্রধান কে?
ক) আয়াজ সাদিক খ) শেহবাজ শরীফ
গ) আসিফ আলী জারদারি ঘ) আসিম মুনির

৩০. ২৬ নভেম্বর ২০২৫ আফ্রিকার কোন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে?
ক) নাইজার খ) মৌরিতানিয়া
গ) বুরকিনা ফাসো ঘ) গিনি বিসাউ

৩১. ১ জানুয়ারি ২০২৬ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) কোন দেশ ইউরো মুদ্রা চালু করে?
ক) বুলগেরিয়া খ) রোমানিয়া
গ) পোল্যান্ড ঘ) সুইডেন

৩২. বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) কতটি দেশ ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করেছে?
ক) ২০টি খ) ২১টি গ) ২২টি ঘ) ২৩টি

৩৩. জাতিসংঘ ঘোষিত ২০২৬ সাল কোন বর্ষ?
ক) আন্তর্জাতিক রেঞ্জল্যান্ডস ও প্যাস্টোরালিস্ট বর্ষ
খ) আন্তর্জাতিক টেকসই উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবক বর্ষ
গ) আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ
ঘ) সবগুলো

৩৪. ২০২৬ সালের ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল কোনটি?
ক) স্ট্রাসবার্গ (ফ্রান্স) খ) বৈরুত (লেবানন)
গ) রাবাত (মরক্কো) ঘ) আক্রা (ঘানা)

সংস্থা প্রধান ও সদস্য

৩৫. ১ জানুয়ারি ২০২৬ G7'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ক) ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ (ফ্রান্স)
খ) জর্জিয়া মেলোনি (ইতালি)
গ) মার্ক কার্নি (কানাডা)
ঘ) সানে তাকাইচি (জাপান)

৩৬. ১ জানুয়ারি ২০২৬ ডি-৮-এর পরবর্তী মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ক) দিপো আলম (ইন্দোনেশিয়া)
খ) আয়হান কামেল (তুরস্ক)
গ) সোহেল মাহমুদ (পাকিস্তান)
ঘ) সৈয়দ আলী মোহাম্মদ মুসাভি (ইরান)

৩৭. ২৭ নভেম্বর ২০২৫ ইন্টারপোলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ক) খু বুন হুই (সিঙ্গাপুর) খ) মেং হংওয়েই (চীন)
গ) আহমেদ নাসের আল-রাইসি (আরব আমিরাত)
ঘ) লুকাস ফিলিপ (ফ্রান্স)

৩৮. ১ জানুয়ারি ২০২৬ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ক) ফিলিপ্পো গ্রান্ডি খ) বারহাম সালিহ
গ) শিগেরু ইশিবা ঘ) ঋষি সুনাক

৩৯. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) ১১টি মৌলিক কনভেনশন অনুমোদনকারী এশীয় দেশ কোনটি?
ক) ভিয়েতনাম খ) জাপান গ) বাংলাদেশ ঘ) ইরাক

৪০. আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য শক্তি সংস্থার (IRENA) বর্তমান সদস্য কত?
ক) ১৬৮টি খ) ১৬৯টি গ) ১৭০টি ঘ) ১৭১টি

৪১. ১৯ নভেম্বর ২০২৫ কোন দেশ IRENA'র ১৭১তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক) হন্ডুরাস খ) তানজানিয়া
গ) পাপুয়া নিউ গিনি ঘ) গুয়াতেমালা

৪২. ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কোন দেশ স্থায়ী সালিশ আদালতের (PCA) ১২৭তম সদস্য লাভ করবে?
ক) ইন্দোনেশিয়া খ) ইউক্রেন গ) সিরিয়া ঘ) আর্জেন্টিনা

রিপোর্ট

৪৩. বিশ্বের কোন দেশে বাঘের বসবাস সবচেয়ে বেশি?
ক) নেপাল খ) ইন্দোনেশিয়া গ) রাশিয়া ঘ) ভারত

৪৪. বাঘের বসবাসে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের কততম?
ক) দ্বিতীয় খ) পঞ্চম গ) অষ্টম ঘ) দশম

৪৫. বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক তেলের মজুত রয়েছে?
ক) সৌদি আরব খ) ইরান
গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) ভেনিজুয়েলা

ক্রীড়াঙ্গন

৪৬. ২০৩০ সালে ২৪তম কমনওয়েলথ গেমস ভারতের কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক) নয়াদিল্লি খ) কলকাতা গ) আহমেদাবাদ ঘ) চেন্নাই

৪৭. ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে কোন স্টেডিয়ামে?
ক) জিলেট স্টেডিয়াম খ) মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়াম
গ) মেটলাইফ স্টেডিয়াম ঘ) হার্ড রক স্টেডিয়াম

৪৮. ২০২৫ সালের ফিফা দ্য বেস্ট বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার কে?
ক) উসমান দেম্বেলে খ) আশরাফ হাকিমি
গ) হ্যারি কেইন ঘ) কিলিয়ান এমবাপ্পে

৪৯. ২০২৫ সালের ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন কোন দেশ?
ক) ব্রাজিল খ) ইতালি গ) অস্ট্রিয়া ঘ) পর্তুগাল

৫০. প্রথম ফিফা শান্তি পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক) ডোনাল্ড ট্রাম্প খ) জিয়ান্নি ইনফান্তিনো
গ) মুহাম্মদ ইউনূস ঘ) আলেকজান্ডার চেফেরিন

MCQ

উত্তর

২৬. খ
২৭. ক
২৮. ক
২৯. ঘ
৩০. ঘ
৩১. ক
৩২. খ
৩৩. ঘ
৩৪. গ
৩৫. ক
৩৬. গ
৩৭. ঘ
৩৮. খ
৩৯. গ
৪০. ঘ
৪১. খ
৪২. ক
৪৩. ঘ
৪৪. গ
৪৫. ঘ
৪৬. গ
৪৭. গ
৪৮. ক
৪৯. ঘ
৫০. ক

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : When was the online recharge system for Rapid Pass and MRT Pass officially launched?
Ans : On 25 November 2025.

Ques : On 15 December 2025, What is the name of the AI-based platform launched for the Bangla language?
Ans : Kagoj.ai.

Ques : For the first time which bank was established to provide loans to new micro-entrepreneurs and existing small enterprises?
Ans : Micro credit bank.

Ques : What is the name of the team of 54 skydrivers that participated in the parachuting display on the occasion of the Great 54th Victory Day?
Ans : Team Bangladesh.

Ques : 15 December, for which purpose is the Julai font designed?
Ans : For official and Institutional use.

Ques : Who has been confirmed by the Senate as the United States Ambassador to Bangladesh?
Ans : Brent T. Christensen 18th US ambassador.

Ques : On 13 December 2025, in which place six Bangladeshi peacekeepers were killed and eight wounded in a drone attack on a U.N. base?
Ans : In the Abyei region, Sudan.

Ques : What is the meaning of the Persian word 'Inquilaab'?
Ans : Revolution, change, or uprising.

Ques : When will the 13th National Parliamentary Election be held?
Ans : 12th February 2026.

Ques : Which road is officially named Felani Avenue, reviving the memory of Felani Khatun?
Ans : A stretch of road from Gulshan-2 to Pragati Sarani.

Ques : On which date did Sharif Osman Hadi die in Singapore General Hospital?
Ans : On 18 December 2025.

Ques : On 20 December 2025, the month of victory, which principal heroic warrior of the Liberation War passed away?
Ans : Bir Uttam A. K. Khandker.

Ques : What has UNESCO recognized as an intangible cultural heritage that is Bangladesh's sixth standalone registration?
Ans : Tangail saree weaving.

Ques : Who was nominated for the prestigious Human Rights Tulip Award 2025?
Ans : Sanjida Islam Tulee, founder of Maayer Daak.

Ques : On 1 December 2025, which country's transshipment crossed Burimari Land Port in Bangladesh for the first time?
Ans : Bhutan.

International

Ques : On 22 December 2025, what is the name of the world's largest nuclear power plant that Japan is set to resume operations after 15 years since the Fukushima disaster?
Ans : Kashiwazaki-Kariwa.

Ques : When did Russian President Vladimir Putin visit India after four years?
Ans : 4 December 2025.

Ques : In which country will Africa's first women's nursing university be established?
Ans : In Uganda.

Ques : On 30 December 2025, which country is going to stop postal service after 400 years?
Ans : Denmark.

Ques : On 10 December 2025, which immigration visa card did Trump launch with a $1million price tag?
Ans : 'Gold Card' immigration visa.

Ques : On 26 November 2025, what is the name of Brazil's approved world's first single-dose dengue vaccine?
Ans : Butantan-DV.

Ques : PayPal, a digital financial transaction platform, is an organization from which country?
Ans : United States (Established in 1998).

Sports

Ques : Who receives the first-ever FIFA Peace Prize from FIFA president Gianni Infantino?
Ans : US President Donald Trump.

Ques : Who has been named the men's player of the year at the FIFA Best awards in 2025?
Ans : Ousmane Dembélé (PSG).

Ques : Who won the FIFA Best Women's Player of the Year 2025 for the third consecutive time?
Ans : Aitana Bonmatí.

Ques : On 26 December 2025, which edition of the Bangladesh Premier League (BPL) will be held?
Ans : 12th Edition.

মিসরের অধিবাসীদের সরকারি ভাষায় বলা হয় মিসরীয় (Egyptians)।

দশদিগন্ত

নব-নিযুক্ত

বাংলাদেশ

উপদেষ্টা [বণ্টন ১১ডিসেম্বর ২০২৫]

- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় : ড. আসিফ নজরুল।
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় : আদিলুর রহমান খান।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় : সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

সচিব

- খাদ্য মন্ত্রণালয় : মো. ফিরোজ সরকার; দায়িত্ব গ্রহণ ১ ডিসেম্বর ২০২৫।
- সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী; দায়িত্ব গ্রহণ ১ ডিসেম্বর ২০২৫। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীকে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের প্রথম সচিব হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়।
- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ : ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক; নিয়োগ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫।

চেয়ারম্যান

- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন : রশিদুল হাসান; নিয়োগ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন : মকসুমুল হাকিম চৌধুরী; নিয়োগ ২১ ডিসেম্বর ২০২৫।

মহাপরিচালক

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর : মো. মাহমুদ হাসান; নিয়োগ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট : এ কে এম অলি উল্যা; নিয়োগ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি : এ বি এম মাহবুব আলমকে; নিয়োগ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
- ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর : আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন; নিয়োগ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) : নুজহাত আনোয়ার; নিয়োগ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫। DSE'র ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী এমডি।

আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্ট

- গিনি-বিসাউ : হোর্তা ইন্তা-আ না মান; দায়িত্ব গ্রহণ ২৭ নভেম্বর ২০২৫।
- বার্বাডোস : জেফরি বস্টিক; দায়িত্ব গ্রহণ ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

প্রধানমন্ত্রী

- গিনি-বিসাউ : ইলিদিও ভিয়েরা টে; দায়িত্ব গ্রহণ ২৮ নভেম্বর ২০২৫।
- চেক প্রজাতন্ত্র : আন্দ্রেজ বাবিশ; দায়িত্ব গ্রহণ ৯ ডিসেম্বর ২০২৫।
- টোঙ্গা : ফাতাফেহি ফাকাফানুয়া; দায়িত্ব গ্রহণ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।

মহাসচিব

- ডি-৮ : সোহেল মাহমুদ (পাকিস্তান); ১ জানুয়ারি ২০২৬।
- কালেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন (CSTO) : তালাতবেক মাসাদিকভ (রাশিয়া); ১ জানুয়ারি ২০২৬।

বিবিধ

- চেয়ারম্যান, G7 : ইমানুয়েল ম্যাখোঁ (ফ্রান্স); দায়িত্ব গ্রহণ ১ জানুয়ারি ২০২৬।
- প্রেসিডেন্ট, ইন্টারপোল : লুকাস ফিলিপ (ফ্রান্স); দায়িত্ব গ্রহণ ২৭ নভেম্বর ২০২৫।
- প্রশাসক, নাসা : জ্যারেড টি. আইজ্যাকম্যান; দায়িত্ব গ্রহণ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।
- মায়ামির প্রথম নারী মেয়র : আইলিন হিগিন্স; দায়িত্ব গ্রহণ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।
- সভাপতি, অক্সফোর্ড ইউনিয়ন : আরওয়া হানিন এলরায়েস, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ প্রথম ফিলিস্তিনি, প্রথম আরব মহিলা এবং প্রথম আলজেরিয়ান হিসেবে ছাত্র বিতর্ক সমিতি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন।

সম্মেলন-বৈঠক

কালেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন (CSTO)

সময়কাল : ২৭ নভেম্বর ২০২৫ ▌স্থান : বিশকেক, কিরগিজস্তান।

দোহা ফোরাম

আয়োজন : ২৩তম ▌সময়কাল : ৬-৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ▌স্থান : দোহা, কাতার।

২৬তম প্রধান বিচারপতি

২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ বাংলাদেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান জুবায়ের রহমান চৌধুরী। ১৮ মে ১৯৬১ তিনি বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা এএফএম আবদুর রহমান চৌধুরীও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ও বাংলা একাডেমির সভাপতি ছিলেন। ২৭ আগস্ট ২০০৩ জুবায়ের রহমান চৌধুরী অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগ পান। ২৭ আগস্ট ২০০৫ হাইকোর্ট বিভাগে তার নিয়োগ স্থায়ী হয়। ১৩ আগস্ট ২০২৪ আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন।

UNHCR'র হাইকমিশনার

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার নির্বাচিত হন ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারহাম সালিহ। ১ জানুয়ারি ২০২৬ তিনি ৫ বছরের জন্য ইতালির ফিলিপ্পো গ্রান্ডির স্থলাভিষিক্ত হবেন। ফিলিপ্পো গ্রান্ডি ১ জানুয়ারি ২০১৬ হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার ১০ বছরের মেয়াদ শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫। উল্লেখ্য, বারহাম সালিহ ২ অক্টোবর ২০১৮-১৭ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ইরাকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

অনন্তলোকে

এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার

(১ জানুয়ারি ১৯৩০-২০ ডিসেম্বর ২০২৫)

মুক্তিযুদ্ধের উপ-সর্বাধিনায়ক। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান বিমানবাহিনীর উইং কমান্ডার এবং পরবর্তীতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২১ নভেম্বর ১৯৭১ তিনি জেনারেল এম. এ. জি ওসমানীর ব্যক্তিগত ডেপুটি ইন চার্জ বা উপ-প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ পান। যুদ্ধের সময় তিনি নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে প্রথম বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (কিলো ফ্লাইট) প্রতিষ্ঠা করেন, যা সীমিত সম্পদ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করে। এছাড়াও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক মুহূর্তে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি প্রথম বিমানবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রাখার জন্য এ কে খন্দকার ১৯৭৩ সালে বীরউত্তম খেতাব এবং ২০১১ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

জীবন বৃত্তান্ত

পুরো নাম : আবদুল করিম খন্দকার • জন্মস্থান : রংপুর শহর • পৈত্রিক বাড়ি : পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার ভারেঙ্গা গ্রামে • পিতা : খন্দকার আবদুল লতিফ (ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) • মাতা : আরেফা খাতুন। **কর্মজীবন** ➢ অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার : ১৯৭৬-১৯৮২ • ভারতে হাইকমিশনার : ১৫ জুলাই ১৯৮২-২৫ জুলাই ১৯৮৬ • পরিকল্পনামন্ত্রী : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬-২২ মার্চ ১৯৯০ ও ৬ জানুয়ারি ২০০৯-১২ জানুয়ারি ২০১৪ • বিমান বাহিনী প্রধান : ৭ এপ্রিল ১৯৭২-১৫ অক্টোবর ১৯৭৫।

– তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান ছিলেন।
– তার লেখা '১৯৭১: ভেতরে বাইরে' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের আলোচিত একটি গ্রন্থ।
– তার নামে ঢাকার কুর্মিটোলা বিমান ঘাঁটির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকার'।

ওসমান হাদি

(৩০ জুন ১৯৯৩-১৮ ডিসেম্বর ২০২৫)

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখভাগের যোদ্ধা। ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তিনি রামপুরা এলাকার সমন্বয়ক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার আন্দোলন এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী সক্রিয় রাজনীতির জন্য আলোচনায় আসেন। তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ মসজিদ থেকে ফেরার সময় ঢাকার বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় হাদি গুলিবিদ্ধ হন। এরপর ১৮ ডিসেম্বরে ২০২৫ সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবন বৃত্তান্ত

পুরো নাম : শরীফ ওসমান বিন হাদি • **জন্মস্থান** : নলছিটি, ঝালকাঠি • **শিক্ষা** : রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় • পেশা : শিক্ষক, লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী • ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র : ১৩ আগস্ট ২০২৪-১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ • সমাধিস্থল : কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

– তার উল্লেখযোগ্য শ্লোগান 'জান দেবো জুলাই দেবো না'।
– ইনকিলাব শব্দটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ পরিবর্তন।
– ২০২৪ সালে তিনি সীমান্ত শরিফ ছদ্মনামে 'লাভায় লালশাক পুবের আকাশ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

♦ **জেমস সুমন (মৃত্যু : ২৮ নভেম্বর ২০২৫)** : জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী। তার প্রকৃত নাম গালিব আহসান মেহেদী। ১৯৯৭ সালে তার প্রথম একক অ্যালবাম 'আশীর্বাদ' প্রকাশিত হয়। ২০০২ সালে বিটিভির একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে প্রচারের পর সাড়া ফেলে 'একটা চাদর হবে' গানটি।

♦ **ধর্মেন্দ্র (৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫-২৪ নভেম্বর ২০২৫)** : বলিউডের 'হি-ম্যান' খ্যাত অভিনেতা, প্রযোজক এবং রাজনীতিবিদ। ১৯৬০ সালে 'দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে' সিনেমার মধ্য দিয়ে বলিউডে অভিষেক ঘটে। তার সুঠাম দেহ এবং অ্যাকশনের জন্য ভক্তরা তাকে ভালোবেসে 'হি-ম্যান' উপাধি দেয়। তার সন্তান সানি দেওল ও ববি দেওল— যারা দু'জনই সফল অভিনেতা। ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর ও দ্বিতীয় স্ত্রী হেমা মালিনী।

সংশোধনী

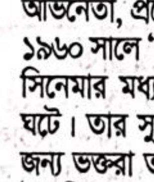

ডিসেম্বর সংখ্যার ১১নং পৃষ্ঠায় কামাল উদ্দিন সিদ্দিকীর ছবিটি হবে পাশের দেওয়া ছবি।

'তাহরির স্কোয়ার' অবস্থিত কায়রো, মিসর

পদক-পুরস্কার

HSBC এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড

৭ ডিসেম্বর ২০২৫ চার প্রতিষ্ঠানকে এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। সম্মাননা পাওয়া সব প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি খাতে অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পোশাক খাতের জন্য এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স পদক পায় ডিবিএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ফ্লামিংগো ফ্যাশনস, তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের সংযোগ শিল্প ক্যাটাগরিতে এনজেড টেক্সগ্রুপ। উদীয়মান ও অসনাতন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পায় আকিজ বশির গ্রুপের প্রতিষ্ঠান জনতা জুট মিলস ও সাদাত জুট ইন্ডাস্ট্রিস এবং সেবা খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি খাতে উদীয়মান প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড। উল্লেখ্য, এটি The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Bangladesh-এর নবম আয়োজন।

পাকিস্তান সেনাপ্রধানকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক

২১ ডিসেম্বর ২০২৫ সৌদি আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকে মর্যাদাপূর্ণ 'কিং আব্দুল আজিজ মেডেল অফ এক্সিলেন্স ক্লাস' প্রদান করেন। সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক এবং সহযোগিতা জোরদারে জেনারেল আসিম মুনিরের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের নির্দেশে তাকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড

১৭-২১ ডিসেম্বর ২০২৫ অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে ২৭তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড (IRO) অনুষ্ঠিত হয়। এবারের অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল একটি স্বর্ণপদক, ৬টি ব্রোঞ্জপদক ও ৪টি টেকনিক্যাল পদক অর্জন করে। বাংলাদেশ দলের পক্ষে ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরির সিনিয়র গ্রুপে স্বর্ণপদক অর্জন করেন আনন্দ মোহন কলেজের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল টিটু।

গণিত প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ জয়

২০২৫ সালে কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত 'অ্যাংকর ম্যাথেমেটিক্স প্রতিযোগিতায়' বাংলাদেশের তিন শিক্ষার্থী তিনটি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। শিক্ষার্থীরা হলেন— কিঞ্জল নাগ দিব্য, আজফার আমিন ইলহাম ও সাত্ত্বিক শেখর মণ্ডল।

বেগম রোকেয়া পদক

নারীশিক্ষা, নারী অধিকার, মানবাধিকার ও নারী জাগরণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে চারজন নারীকে রোকেয়া পদক ২০২৫ প্রদান করা হয়। ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেয়। বিজয়ীরা হলেন নারীশিক্ষা শ্রেণিতে (গবেষণা) রুভানা রাকিব, নারী অধিকার শ্রেণিতে (শ্রম অধিকার) কল্পনা আক্তার, মানবাধিকার শ্রেণিতে নাবিলা ইদ্রিস ও নারী জাগরণ শ্রেণিতে (ক্রীড়া) ঋতুপর্ণা চাকমা। এরপর ১৯৯৬ সাল থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ পদক প্রদান করা হয়। পুরস্কৃত প্রত্যেককে এককালীন চার লাখ টাকা, ১৮ ক্যারেট মানের পঁচিশ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক এবং একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমি পরিচালিত পুরস্কার

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ বাংলা একাডেমি পরিচালিত আটটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ২০২৫ সালে মোট ৯ জন এ পুরস্কার পান।

ক্যাটাগরি	বিজয়ী	অর্থমূল্য
মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার	অধ্যাপক মনসুর মুসা	১ লাখ
মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার	খসরু চৌধুরী	১ লাখ
মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার	সানাউল হক খান	১ লাখ
সা'দত আলী আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার	হাফিজ রশিদ খান	১ লাখ
অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার	তারিক আনাম খান	১ লাখ
আবু রুশ্‌দ সাহিত্য পুরস্কার	শিবব্রত বর্মন	১ লাখ
হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার	সফিক ইসলাম	৫০ হাজার
রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার	সুব্রত বড়ুয়া	২ লাখ
রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার	আনিসুর রহমান	১ লাখ

চ্যাম্পিয়নস অব দি আর্থ

'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' জাতিসংঘের পরিবেশ-বিষয়ক সর্বোচ্চ বার্ষিক সম্মাননা। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ২০০৪ সাল থেকে পরিবেশ বিষয়ে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই সম্মাননা প্রদান করে। প্রতি বছর নীতি নির্ধারণ, বিজ্ঞান, ব্যবসা ও সুশীল সমাজ। এই চার ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০২৫ সালের বিজয়ীরা হলেন— Pacific Island Students Fighting Climate Change (ভানুয়াতু), সুপ্রিয়া সাহু (ভারত), মরিয়ম ইসুফু (নাইজার) ও ইমাজন (ব্রাজিল)। — আজীবন সম্মাননা : ম্যানফ্রেডি ক্যালটাগিরোন (UNEP'র আন্তর্জাতিক মিথেন নির্গমন পর্যবেক্ষণাগারের প্রাক্তন প্রধান)।

রিপোর্ট-সমীক্ষা

Food Outlook

প্রকাশ : ১৩ নভেম্বর ২০২৫ । প্রকাশক : জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)।

প্রতিবেদন অনুযায়ী শীর্ষ দেশ—

পণ্য	উৎপাদন	আমদানি	রপ্তানি	ভোগ	
				মোট	মাথাপিছু
চিনি	ব্রাজিল	চীন	ব্রাজিল	ভারত	–
ধান	ভারত	ফিলিপাইন	ভারত	চীন	মিয়ানমার
ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	মেক্সিকো	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র	মেক্সিকো
গম	চীন	মিসর	রাশিয়া	চীন	তুরস্ক

♦ বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে তৃতীয়

♦ মাথাপিছু চাল ভোগে বাংলাদেশ দ্বিতীয় (১৮৭.৯ কেজি)

♦ চাল ভোগে বাংলাদেশ তৃতীয় (৪১.১ মিলিয়ন টন)

♦ বিশ্বে গম আমদানিতে বাংলাদেশ– পঞ্চম।

- FAO বছরে দুইবার Food Outlook প্রকাশ করে।

বাঘের বসবাসে শীর্ষ ১০ দেশ

দেশ	সংখ্যা	দেশ	সংখ্যা
ভারত	৩,১৬৭	ভুটান	১৫১
রাশিয়া	৭৫০	মালয়েশিয়া	১৫০
ইন্দোনেশিয়া	৪০০	বাংলাদেশ	১৪৬
নেপাল	৩৫৫	মিয়ানমার	২২
থাইল্যান্ড	১৮৯	চীন	২০

তথ্যসূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা অবস্থা জরিপ (HMSS)

প্রকাশ : ৩০ নভেম্বর ২০২৫ । প্রকাশক : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)। **প্রতিবেদন অনুযায়ী—**

♦ প্রতি এক হাজার জনে শীর্ষ ১০টি রোগের মধ্যে রয়েছে— উচ্চ রক্তচাপ (৭৮.২৮), পেপটিক আলসার (৬৩.৭৯), ডায়াবেটিস (৪৩.১৫), আর্থ্রাইটিস (৩৯.৭৫), চর্মরোগ (৩৭.২৩), হৃদরোগ (৩১.৩২), হাঁপানি (৩০.৯৪), অস্টিওপরোসিস (২২.৩০), হেপাটাইটিস (২২.৩০) এবং ডায়রিয়া (১৫.৮৯)।

♦ নারীদের ক্ষেত্রে গড় চিকিৎসা ব্যয় ২,৫৭৬ টাকা, পুরুষদের ২,৩৮৭ টাকা।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য

প্রকাশ : ২৫ নভেম্বর ২০২৫ । প্রকাশক : বিশ্বব্যাংক।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

♦ বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে মাসিক মাথাপিছু আয় ২,৭৫০ টাকা হলে নিম্ন দারিদ্র্যসীমা এবং ৩,৮৩২ টাকা হলে মোট দারিদ্র্যসীমা ধরা হয়।

♦ দেশে দরিদ্র ৩ কোটি ৬০ লাখ।

দারিদ্র্যের প্রবণতা (%) (২০১০-২০২২)			দারিদ্র্যের প্রক্ষেপণ (%) (২০২৩-২০২৫)	
সাল	দারিদ্র্য	চরম দারিদ্র্য	সাল	দারিদ্র্য
২০১০	৩৭.১	১২.২	২০২৩	১৮.৯
২০১৬	২৬.৪	৯.২	২০২৪	২০.৫
২০২২	১৮.৭	৫.৬	২০২৫	২১.২

দিবস : ডিসেম্বর

জাতীয়

১ : মুক্তিযোদ্ধা দিবস।

৩ : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। প্রতিপাদ্য—প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি।

৪ : জাতীয় বস্ত্র দিবস।

৯ : বেগম রোকেয়া দিবস।

১০: জাতীয় ভ্যাট দিবস। প্রতিপাদ্য— সময়মতো নিবন্ধন নিব, সঠিকভাবে ভ্যাট দিব।

১৪ : শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস।

১৬ : মহান বিজয় দিবস।

১৮ : বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট দিবস।

: জাতীয় প্রবাসী দিবস। প্রতিপাদ্য— দক্ষতা নিয়ে যাবো বিদেশ, রেমিট্যেন্স দিয়ে গড়ব স্বদেশ।

২০ : বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস।

আন্তর্জাতিক

১ : বিশ্ব এইডস দিবস। প্রতিপাদ্য— সব বাধা দূর করি, এইডসমুক্ত সমাজ গড়ি।

২ : আন্তর্জাতিক দাসত্ব বিলোপ দিবস।

৩ : আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস।

৪ : আন্তর্জাতিক ব্যাংক দিবস।

: একতরফা জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস।

৫ : বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস। প্রতিপাদ্য— সুস্থ নগরের জন্য সুস্থ মাটি।

: আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস। প্রতিপাদ্য—প্রত্যেকটি অবদানই গুরুত্বপূর্ণ।

৭ : আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল দিবস।

৯ : আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস। প্রতিপাদ্য— দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা : গড়বে আগামীর শুদ্ধতা।

: আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস।

১০ : বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। প্রতিপাদ্য— মানবাধিকার আমাদের প্রতিদিনের অপরিহার্য বিষয়।

১১ : আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস।

১২ : আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা দিবস।

: সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিবস।

১৪ : সকল প্রকার উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস।

১৮ : বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস।

: আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস।

২০ : আন্তর্জাতিক মানবিক সংহতি দিবস।

২১ : বিশ্ব বাস্কেটবল দিবস।

: বিশ্ব মেডিটেশন দিবস।

২৭ : আন্তর্জাতিক মহামারি প্রস্তুতি দিবস।

গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে দেশের আট বিভাগে আটটি গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১ ডিসেম্বর ২০২৫ জারি করা 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর ধারা ১৩-এ দেওয়া ক্ষমতাবলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগে পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এ ট্রাইব্যুনালগুলো গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত মামলার বিচারকাজ পরিচালনা করবে।

পুলিশ কমিশন

পুলিশকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত করতে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ার অনুমোদন দেয়। এরপর ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়। এর মাধ্যমে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ কমিশন গঠন করা হবে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের প্রধান থাকবেন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এর সদস্য হবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা (গ্রেড-১ এর নিচে নয়), অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা (গ্রেড-১ এর নিচে নয়), বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত) এবং মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে অন্তত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ। এ কমিশনের দায়িত্ব হবে পুলিশকে জনবান্ধব করা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বাহিনীকে আরও আধুনিকায়ন করা।

নতুন বাংলা ফন্ট জুলাই ও AI প্ল্যাটফর্ম

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগ নতুন বাংলা ফন্ট 'জুলাই' ও বাংলা ভাষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর (AI) প্ল্যাটফর্ম 'কাগজ ডট এআই' (kagoj.ai) চালু করে। 'কাগজ ডট এআই' বাংলা ভাষাভিত্তিক লেখালেখি, দাপ্তরিক নথি প্রস্তুত, ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ও কনটেন্ট তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে নতুন বাংলা ফন্ট 'জুলাই' দাপ্তরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা কম্পিউটার নির্ভর বাংলা লেখার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা সীমাবদ্ধতা দূর করতে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, প্রথম বাংলা ভাষাভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ এআই প্ল্যাটফর্ম 'কাগজ ডট এআই'।

সুইজারল্যান্ডের নতুন দূতাবাস

২ নভেম্বর ১৯৭২ থেকে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের বার্নে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেরই দূতাবাস থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের দূতাবাস না থাকায় জেনেভার স্থায়ী মিশনেই এতদিন ধরে জাতিসংঘ ও দূতাবাসের কাজগুলো সম্পন্ন হচ্ছিল। সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী ও কৌশলগত অংশীদার। এসব বিবেচনায় নিয়ে বার্নে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নে বাংলাদেশের নতুন একটি দূতাবাস স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। প্রাথমিকভাবে একজন রাষ্ট্রদূত, ফার্স্ট সেক্রেটারি, কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ দিয়ে দূতাবাসের কার্যক্রম শুরু হবে। এ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ৮৪ টি মিশন অফিস রয়েছে।

নতুন ডিজিটাল ওয়ালেট বাংলালিংক

পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (PSP) হিসেবে ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা চালু করতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনাপত্তিপত্র পায় মোবাইল ফোন অপারেটর বাংলালিংক। এর ফলে বাংলালিংকের গ্রাহকরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন করতে পারবেন। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ পাঠানো, রেমিটেন্স সেবা, বিদ্যুৎ ও সরকারি বিল পরিশোধ, অনলাইন কেনাকাটা ও দোকানদারকে অর্থ পরিশোধ এবং বেতন ও ভাতা বিতরণসহ সঞ্চয় ও বিমা কিস্তি পরিশোধের সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা। ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ বাংলালিংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ অনুমোদনের তথ্য জানায়। এর আগে মোবাইল অপারেটর রবিও একই ধরনের অনুমতি পায়। ফলে দুটি মোবাইল অপারেটর আর্থিক সেবা চালুর অনুমোদন পেল। PSP সাধারণত ই-ওয়ালেট বা ডিজিটাল ওয়ালেট সেবা নামে পরিচিত।

সরকারি কলেজের চার ক্যাটাগরি

ক্যাটাগরি	ছাত্র-ছাত্রী	অনার্সের বিষয়	মোট কলেজ
এ	৮০০০-এর বেশি	১০+	৮১
বি	৪৫০০-৭৯৯৯	৫+	৭৪
সি	৪৫০০-এর কম	১-৪	৪৪৬
ডি	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়	প্রযোজ্য নয়	১০৭
সর্বমোট			৭০৮

সূত্র : শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাহাঙ্গীরনগরের চার হলের নাম পরিবর্তন

৪ ডিসেম্বর ২০২৫ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি আবাসিক হলের নাম পরিবর্তন করা হয়।

পূর্ব নাম	বর্তমান নাম
শেখ হাসিনা হল	জুলাই-২৪ জাগরণী হল
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল	শহীদ ফেলানী হল
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল	শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক হল
শেখ রাসেল হল	নবাব সলিমুল্লাহ হল

বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) বিলুপ্ত করে 'বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠনের উদ্যোগ নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫' এর খসড়া প্রকাশ করে। ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে খসড়ার ওপর মতামত পাঠাতে অনুরোধ জানায় মন্ত্রণালয়।

কমিশন গঠন : অধ্যাদেশের খসড়ায় বলা হয়, একজন চেয়ারম্যান, আটজন কমিশনার এবং ১০ জন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হবে। চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়োগ পাবেন। চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা চার বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগ পাবেন। তারা প্রত্যেকে দ্বিতীয় মেয়াদে পুনর্নিয়োগের জন্য বিবেচিত হতে পারবেন। চেয়ারম্যান ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমপর্যায়ের পদমর্যাদা পাবেন, তবে তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী হবেন না। সে অনুযায়ী বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

খণ্ডকালীন সদস্য : খণ্ডকালীন সদস্য হবেন সরকার মনোনীত তিনজন— শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য এবং সচিব পদমর্যাদার নিচে নন এমন অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি। এছাড়া কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্য থেকে তিনজন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী সনদ প্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্য থেকে দুইজন এবং যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খণ্ডকালীন সদস্য মনোনীত হননি, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রথিতযশা অধ্যাপকদের মধ্য থেকে কমিশন মনোনীত দুইজন থাকবেন।

ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক

দেশে প্রথমবারের মতো 'ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয় সরকার। এ লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ 'ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া প্রণয়ন করে।

- ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারবে।
- ক্ষুদ্রঋণদানকারী বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওগুলো সদস্যদের কাছ থেকে সঞ্চয় হিসেবে আমানত নিতে পারে। তবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাংকের মতো আমানত সংগ্রহ করতে পারে না।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সামাজিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এ ব্যাংক।
- ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হবে ৩০০ কোটি টাকা। আর পরিশোধিত মূলধন হবে ১০০ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের ৬০% ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা-শেয়ার মালিকেরা দেবেন। বাকি ৪০% অর্থ জোগান দেবেন উদ্যোক্তারা।
- এ ব্যাংকের লভ্যাংশ ৪০% মালিকানার উদ্যোক্তারা ততটুকুই নিতে পারবেন, যতটুকু তারা বিনিয়োগ করেছিলেন।
- পরিচালনা পর্ষদ হবে সাত সদস্যের। তাদের মধ্যে তিনজন পরিচালক হবেন ঋণগ্রহীতা-শেয়ার মালিকদের মনোনীত। আর অন্য তিনজন হবেন শেয়ার মালিকদের (যাঁরা ঋণগ্রহীতা নন) মনোনীত। পদাধিকারবলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকও (MD) থাকবেন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

ভুটানের প্রথম ট্রানজিট

২০২৫ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভুটানের ট্রানজিট পণ্যের প্রথম পরীক্ষামূলক চালান খালাস হয়। ভুটানের প্রথম পরীক্ষামূলক ট্রানজিট পণ্যের চালানটি ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছায়। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২৬ নভেম্বর ২০২৫ কনটেইনারটি সড়কপথে বুড়িমারী স্থলবন্দর হয়ে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভুটানের উদ্দেশে যাত্রা করে। থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করা এই চালানে রয়েছে এবিটি ট্রেডিংয়ের আনা ফল, চকোলেট, জুস ও শ্যাম্পু। ২২ মার্চ ২০২৩ বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে Agreement on the Movement of Traffic-in-Transit and Protocol প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। ভুটান স্থলবেষ্টিত হওয়ায় দেশটিতে কোনো সমুদ্রবন্দর নেই। ফলে বাংলাদেশের মাধ্যমে পণ্য নেওয়ার এই উদ্যোগ। এর আগে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ভারতের ট্রানজিটের পরীক্ষামূলক তিনটি চালান খালাস হয়। ট্রানজিটের আওতায় ভারতের প্রথম চালানটি নেওয়া হয়েছিল ২০২০ সালের জুলাই মাসে। এরপর ২০২২ সালে ভারতের আরও দুটি পরীক্ষামূলক চালান খালাস করা হয়। এছাড়া মোংলা বন্দর দিয়েও পরিবহন হয়েছে দুটি চালান। ভারতের পাঁচটি পরীক্ষামূলক চালান পরিবহনের পর ২০২৩ সালের এপ্রিলে নিয়মিত ট্রানজিট চালুর স্থায়ী আদেশ জারি করেছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। তবে পরীক্ষামূলক চালানের পর নিয়মিত ট্রানজিট পণ্য পরিবহন শুরু হয়নি।

মিসরের সবচেয়ে বড় পিরামিড 'গিজার মহা পিরামিড বা খুফুর পিরামিড'

মেট্রোরেলের অনলাইন রিচার্জ চালু

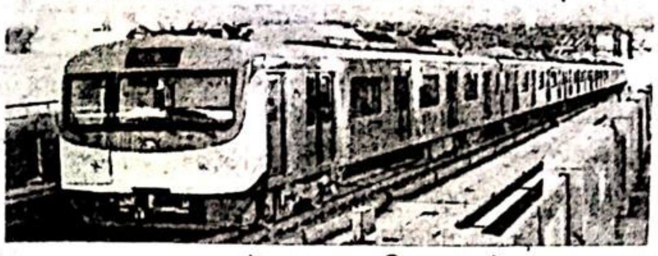

২৫ নভেম্বর ২০২৫ মেট্রোরেলের র‍্যাপিড পাস ও MRT Pass অনলাইন রিচার্জ প্রক্রিয়া চালু হয়। এর ফলে মেট্রোতে চলাচলের জন্য এখন থেকে ঘরে বসেই কার্ড রিচার্জ করা যাবে। ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, বিকাশ, নগদ, রকেটসহ সব ধরনের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এই কার্ড রিচার্জ করা যাবে। ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষের (DTCA) তৈরি নতুন ব্যবস্থায় প্রথমে ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপে নিবন্ধন করে লগইন করতে হবে। রিচার্জ অপশনে গিয়ে বেছে নিতে হবে র‍্যাপিড পাস নাকি এমআরটি পাস রিচার্জ করা হবে। এরপর ব্যাংক কার্ড বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের যেকোনো পেমেন্ট মাধ্যম নির্বাচন করে টাকা পরিশোধ করতে হবে। পেমেন্ট সফল হলে স্টেশনে স্থাপন করা নতুন যন্ত্রে কার্ড স্পর্শ করলেই রিচার্জ সম্পন্ন হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্পর্শ না করলে টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ফিরে যাবে। তবে ১০% সার্ভিস চার্জ কেটে রাখা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় শান্তিগঞ্জ মডেল

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO) সুকান্ত সাহা। ২৬ নভেম্বর ২০২৫ এ মডেল নিয়ে 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনীমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি' শীর্ষক সেমিনার করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করা এবং শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার বিষয়ে সৃজনশীল এই মডেলটি 'শান্তিগঞ্জ মডেল' নামে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়।

গুলশানে ফেলানী অ্যাভিনিউ

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (DNCC) গুলশান-২ থেকে প্রগতি সরণি পর্যন্ত সড়কটি 'ফেলানী অ্যাভিনিউ' নামকরণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ এই সড়কের নামফলক উন্মোচন করা হয়। ৭ জানুয়ারি ২০১১ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর সদস্যরা কিশোরী ফেলানী খাতুনকে গুলি করে হত্যা করে।

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ

■ জাতিসংঘের MVI'র স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ সদস্য

২০২৫ সালে জাতিসংঘের বহুমাত্রিক ভঙ্গুরতা সূচক বা Multidimensional Vulnerability Index (MVI)-এর স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য নির্বাচিত হন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (CPD) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন। বিশ্বের ১৫ জন বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে এই আন্তর্জাতিক প্যানেল গঠিত হয়। প্যানেলের সদস্যরা MVI'র ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, প্রয়োগ এবং বৈশ্বিক নীতি প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কাজ করবে। স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলটি বহুমাত্রিক ভঙ্গুরতা সূচকের সচিবালয় ও জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশনের সঙ্গে কাজ করবে। প্যানেলটি প্রতি তিন বছরে জাতিসংঘের MVI পর্যালোচনা করবে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতিগত উন্নয়নের সুপারিশ দেওয়া।

■ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য পর্ষদের সদস্য

২৪-২৫ নভেম্বর ২০২৫ ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে ১৯৭২ কনভেনশনের ২৫তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের নির্বাচনে বাংলাদেশ জয়লাভ করে। ২০২৫-২৯ মেয়াদে আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে বাংলাদেশ। এই নির্বাচনের ফলে বাংলাদেশ এ কনভেনশনের সদস্য পদের ৫৩ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

■ ILO'র তিন কনভেনশনে অনুসমর্থন

২৪ জুলাই ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) তিনটি কনভেনশন অনুসমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ২০ নভেম্বর ২০২৫ জেনেভায় ILO'র ৩৫৫তম গভর্নিং বডি অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে দলিল হস্তান্তর করা হয়। ফলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কনভেনশন তিনটির অনুসমর্থন কার্যকর হবে ২০ নভেম্বর ২০২৬। কনভেনশন তিনটি হলো— কনভেনশন ১৫৫ : পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা • কনভেনশন ১৮৭ : কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান উন্নয়ন • কনভেনশন ১৯০ : সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ।

■ যুক্তরাজ্যে প্রথম বাংলাদেশি উপাচার্য

২৫ নভেম্বর ২০২৫ অধ্যাপক ওসামা খান যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলসের উপাচার্য ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পান। এর মধ্য দিয়ে তিনি যুক্তরাজ্যের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে উপাচার্যের দায়িত্ব পেলেন। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি বর্তমান উপাচার্য বেন ক্যালভার্টের স্থলাভিষিক্ত হবেন। ওসামা খান বর্তমানে অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি ইউনিভার্সিটি অব সারে ও সোলেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক নেতৃত্বে ছিলেন।

মিসরের গিজার পিরামিড হলো প্রাচীন বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একমাত্র টিকে থাকা নিদর্শন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১১ ডিসেম্বর ২০২৫ প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ. এম. এম. নাসির উদ্দিন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা করেন। এর আগে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ বেতারে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ রেকর্ড করে।

নির্বাচনের তফসিল

নির্বাচনের তফসিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের একটি আইনি ঘোষণা। প্রার্থীরা তাদের প্রার্থিতার মনোনয়ন পত্র কত তারিখ জমা দেওয়া শুরু করতে পারবেন, মনোনয়ন পত্র নির্বাচন কমিশন কতদিনের মধ্যে বাছাই করবে, বাছাই প্রক্রিয়ায় যদি সেটি বাতিল হয়ে যায় তাহলে প্রার্থিতা প্রত্যাশী ব্যক্তি কতদিন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবে তার সময় বেঁধে দেয় কমিশন। যারা প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পাবে তাদের তালিকা কবে নাগাদ ছাপানো হবে, নির্বাচনি প্রচারণা কবে থেকে শুরু করা যাবে, কতদিন পর্যন্ত তা চালানো যাবে সেটির উল্লেখ থাকে তফসিলে। সাধারণত প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীক ঘোষণার সঙ্গে প্রচারণা শুরুর তারিখ সম্পর্কিত থাকে। নির্বাচন কত তারিখ হবে, কোন সময়ে শুরু হবে আর কোন সময় পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে তার বিস্তারিত এবং ভোটের পর ভোট গণনা কীভাবে এবং কোথায় হবে তারও পরিষ্কার উল্লেখ থাকে। এই পুরো বিষয়টির সমষ্টিকেই নির্বাচনের তফসিল বলা হয়।

মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন
২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

মনোনয়ন পত্র বাছাই
৩০ ডিসে. ২০২৫-৪ জানু. ২০২৬

আপিলের সময়
৫-৯ জানুয়ারি ২০২৬

আপিল নিষ্পত্তি
১০-১৮ জানুয়ারি ২০২৬

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ
২০ জানুয়ারি ২০২৬

প্রতীক বরাদ্দ
২১ জানুয়ারি ২০২৬

ভোট গ্রহণ
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। ফলে ৩৪ বছর পর আরেকটি গণভোট হচ্ছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট হবে সাদা-কালো আর গণভোটের ব্যালটের রং হবে গোলাপি। উল্লেখ্য, ৩০ মে ১৯৭৭ বাংলাদেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দ্বিতীয় গণভোট হয় ২১ মার্চ ১৯৮৫ এবং সর্বশেষ গণভোট হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

সর্বোচ্চ তিন আসনে প্রার্থী

'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৩ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো ব্যক্তি একই সময়ে তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থী হতে পারবেন না। ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ নির্বাচন কমিশন পরিপত্রে জারি করে। এতে আরও বলা হয় রাষ্ট্রীয় লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

বাগেরহাট ও গাজীপুরে পূর্বের আসন

১১ ডিসেম্বর ২০২৫ নির্বাচন কমিশন 'জাতীয় সংসদের পুনঃনির্ধারিত নির্বাচনি এলাকার (সংশোধিত) চূড়ান্ত তালিকা ২০২৫'-এর গেজেট প্রকাশ করে বাগেরহাটের সংসদীয় আসন সংখ্যা ৩ থেকে বাড়িয়ে পুনরায় ৪টি এবং গাজীপুরের আসন সংখ্যা ৬ থেকে কমিয়ে ৫টি করা হয়। এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ প্রকাশিত গেজেটে গাজীপুরে ১টি আসন বাড়িয়ে ৬টি এবং বাগেরহাটে ১টি আসন কমিয়ে ৩টি করা হয়েছিল।

মক ভোটিং

২৯ নভেম্বর ২০২৫ ঢাকার শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে 'মক ভোটিং' অনুষ্ঠিত হয়। মক ভোটিং (Mock Voting) হলো নির্বাচন কমিশনের একটি পরীক্ষামূলক ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া।

চার শ্রেণির ভোট পোস্টাল ব্যালটে

১১ ডিসেম্বর ২০২৫ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন করে গেজেট প্রকাশ করে। গেজেট অনুযায়ী, চার ক্যাটাগরির ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান করতে পারিবেন।

- সরকারি চাকরিরত কোনো ব্যক্তি যিনি তার নির্বাচনি এলাকা বা ভোটার এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকায় চাকরি সূত্রে বা সরকারি দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন।
- বাংলাদেশের কোনো জেলখানায় বা আইনি হেফাজতে আটক থাকা কোনো ব্যক্তি।
- কোনো ব্যক্তি, তিনি যে ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের অধিকারী সেই কেন্দ্র ব্যতীত, অন্য কোনো ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন।
- বিদেশে বসবাসরত কোনো বাংলাদেশি ভোটার।

– এজন্য তাদের 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপে নিবন্ধিত হতে হবে।

অর্থনীতি মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে পৃথিবীতে জনপ্রিয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। বিশ্বব্যাপী দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সারকথা

ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকিং বলতে ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা পরিচালিত ব্যাংকিং পদ্ধতিকে বোঝায়। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি ভিন্ন। সেখানে লাভ-লোকসান যেটাই হোক, দুই পক্ষই ভাগ করে নেয়। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহ প্রবর্তন করা হয়। উমাইয়া শাসনামলে ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এরপর থেকে মুসলমানরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি উন্নত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৬৩ সালে মিসরের অধিবাসী আল্লামা আহমেদ আল-নাগগারের প্রদত্ত রূপরেখার ওপর ভিত্তি করে মিসরের মিটগামারে সেভিংস ব্যাংক নামে বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (OIC) দ্বিতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী নীতিমালার আলোকে একটি পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত OIC'র অর্থমন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলনে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০ অক্টোবর ১৯৭৫ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IsDB)-এর উদ্বোধন করা হয়। IsDB'র প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম দেশগুলোর মাঝে জোরালো অর্থনৈতিক বন্ধন সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত OIC'র দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ সংস্থাটির সদস্য পদ লাভ করে এবং ১২ আগস্ট ১৯৭৪ IsDB'র চার্টারে স্বাক্ষর করে দেশের অর্থ ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ১৯৮০ সালের নভেম্বরে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' দেশের বাইরের কয়েকটি দেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ৩০ মার্চ ১৯৮৩ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১২ আগস্ট ১৯৮৩ আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে ১০টি ইসলামী ধারার ব্যাংক চালু হলেও বর্তমানে ব্যাংকের সংখ্যা ৬টি। এছাড়া দেশে ১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৩০টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও ১৬টি ব্যাংকের ৬২৪টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো রয়েছে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইন প্রণয়ন করে। যার আওতায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নিয়মনীতি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করে। তবে এখনো ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিষয়ে আলাদা কোনো আইন নেই।

রাষ্ট্রায়ত্ত ইসলামী ব্যাংক

দেশের ব্যাংকিং খাতে সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ সামগ্রিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ব্যাংকিং সেক্টর সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ৯ মে ২০২৫ 'ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করে। এর আওতায় এক্সিম ব্যাংক পিএলসি, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি-এই পাঁচটি সংকটাপন্ন শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংককে রেজল্যুশনের আওতায় আনা হয়। ৯ অক্টোবর ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই সংকটাপন্ন শরিয়াহভিত্তিক ৫টি ইসলামী ব্যাংক নিয়ে 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি' নামে নতুন একটি রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৯ নভেম্বর ২০২৫ প্রস্তাবিত 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককর্তৃক অনাপত্তি পত্রসহ Letter of Intent (LOI) বা প্রাথমিক অনুমোদন ইস্যু করা হয়। LOI'র শর্ত মোতাবেক 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি' Registrar of Joint Stock Companies and Firms এ নিবন্ধিত হয়। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ সভায় 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি'-এর লাইসেন্স অনুমোদন করা হয়। চূড়ান্ত লাইসেন্স পাওয়ার পর নবগঠিত ব্যাংকের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন সাবেক সচিব ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া। ১ ডিসেম্বর ২০২৫ বাংলাদেশ ব্যাংক সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসিকে তফসিলি ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করে। নতুন ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৪০ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে পরিশোধিত মূলধন ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা দেয় সরকার। মূলধন বিবেচনায় এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র মালিকানাধীন এবং শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত ধরনভিত্তিক ব্যাংকের তালিকা

ধরন	তফসিলভুক্ত	তফসিল বহির্ভূত	মোট
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক	৭	–	৭
রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত	৩	৩	৬
বেসরকারি	৪৮*	২	৫০
মোট	৫৮	৫	৬৩

* এর মধ্যে ৯টি বিদেশি তফসিলভুক্ত ব্যাংক।

ক্লিওপেট্রা মিসরের রানি ছিলেন

অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

৯ ডিসেম্বর ২০২৫ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী 'টাঙ্গাইল শাড়ি বুনন শিল্প'কে অপরিমেয় বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ৮-১২ ডিসেম্বর ২০২৫ ভারতের নয়াদিল্লিতে UNESCO'র স্পর্শাতীত বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় কমিটির ২০তম অধিবেশনে UNESCO'র Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২৫ সালের এপ্রিলে প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাস ইউনেস্কো সদর দপ্তরে টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পকে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে।

অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

বিশ্বের নানান দেশে ছড়িয়ে রয়েছে স্পর্শাতীত বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage)-এর অসংখ্য উপাদান। এ সকল উপাদানকে টিকিয়ে রাখতে স্থানীয় সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৮ মে ২০০১ UNESCO প্রথম বিভিন্ন দেশের ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নাম প্রকাশ করে। যার নামকরণ করা হয় Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity। এরপর ৭ নভেম্বর ২০০৩ দ্বিতীয় তালিকায় ২৮টি ও ২৫ নভেম্বর ২০০৫ তৃতীয় তালিকায় আরও ৪৩টি ঐতিহ্যসহ তিন পর্বে মোট ৯০টি ঐতিহ্যের নাম প্রকাশ করা হয়। তৃতীয় তালিকায় বাংলাদেশের বাউল সংগীতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে UNESCO ১৭ অক্টোবর ২০০৩ স্পর্শাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কনভেনশন স্বাক্ষর করে, যা কার্যকর হয় ২০ এপ্রিল ২০০৬। এ পর্যন্ত ১৮৫টি রাষ্ট্র এ কনভেনশন স্বাক্ষর করে। কনভেনশন স্বাক্ষর করা সকল দেশ প্রতি বছর নিজেদের যেকোনো একটি উপাদানের স্বীকৃতি চেয়ে UNESCO-তে আবেদন করতে পারে। ৪-৮ নভেম্বর ২০০৮ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় কমিটি তুরস্কের ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত। তৃতীয় অধিবেশনে পূর্বের তিনধাপের ৯০টিকে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঘোষণা করে।

ঐতিহ্যের প্রকারভেদ

ইউনেস্কো থেকে প্রতিবছর ৫টি ক্যাটাগরিতে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর ওপর বিশ্বে ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহন হিসেবে ভাষাসহ মৌখিক ঐতিহ্য এবং অভিব্যক্তি, পরিবেশনা শিল্প বা পারফরমিং আর্টস, সামাজিক অনুশীলন, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব অনুষ্ঠান, প্রকৃতি এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞান ও অনুশীলন এবং ঐতিহ্যগত কারুশিল্প উৎপাদন করার জ্ঞান ও দক্ষতা।

সাল ওয়ারি ঐতিহ্য

সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা
২০০৮	৯০	২০১৪	৩৬	২০২০	৩২
২০০৯	৮২	২০১৫	২৭	২০২১	৪৭
২০১০	৪৭	২০১৬	৩৯	২০২২	৪৭
২০১১	৩১	২০১৭	৪২	২০২৩	৫৫
২০১২	৩১	২০১৮	৩৮	২০২৪	৬৬
২০১৩	৩০	২০১৯	৪০	২০২৫	৬৯

মোট ঐতিহ্য : ৮৪৯টি • ঐতিহ্য রয়েছে : ১৫৭টি দেশে • সর্বাধিক ঐতিহ্য : চীনের; ৪৫টি • বাংলাদেশের ঐতিহ্য : ৬টি।

বাংলাদেশের ৬ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

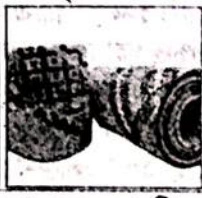

ঐতিহ্য	স্বীকৃতি	অধিবেশন		
		তম	সময়কাল	স্থান
বাউল সঙ্গীত	নভেম্বর ২০০৮	তৃতীয়	৪-৮ নভেম্বর ২০০৮	ইস্তানবুল, তুরস্ক
জামদানি বুনন শিল্প	৪ ডিসেম্বর ২০১৩	অষ্টম	২-৭ ডিসেম্বর ২০১৩	বাকু, আজারবাইজান
মঙ্গল শোভাযাত্রা	৩০ নভেম্বর ২০১৬	১১তম	২৮ নভে.-২ ডিসে. ২০১৬	আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া
শীতলপাটির বুনন পদ্ধতি	৬ ডিসেম্বর ২০১৭	১২তম	৪-৯ ডিসেম্বর ২০১৭	জেজু দ্বীপ, দক্ষিণ কোরিয়া
ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র	৬ ডিসেম্বর ২০২৩	১৮তম	৫-৮ ডিসেম্বর ২০২৩	কাসান, বতসোয়ানা
টাঙ্গাইল শাড়ি বুনন শিল্প	৯ ডিসেম্বর ২০২৫	২০তম	৮-১৩ ডিসেম্বর ২০২৫	নয়াদিল্লি, ভারত

টাঙ্গাইল শাড়ির ইতিহাস

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প বাংলাদেশের অন্যতম পুরোনো কুটিরশিল্প। টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ UNESCO বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী 'টাঙ্গাইল শাড়ি বুনন শিল্প'কে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একইভাবে টাঙ্গাইলের জেলা ব্র্যান্ডিং-এ স্থান লাভ করে টাঙ্গাইল শাড়ি।

টাঙ্গাইল শাড়ি

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ ও দেশের বাহিরে জনপ্রিয় টাঙ্গাইল শাড়ি। টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলার তাঁতিদের দ্বারা তৈরি হয় এই শাড়ি। অতীতে টাঙ্গাইলের যেসব স্থানে তুলা চাষ হতো তা দিয়ে সুতা উৎপাদন করতো তাঁতিরা। এর মধ্যে মিহি মসলিন ও সুতি সুতা তৈরি হতো। সুতি সুতা থেকে তৈরি শাড়ি সুতি বা কটন শাড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়াও রেশম বা সিল্ক সুতা দিয়ে তৈরি হয় টাঙ্গাইল সফট সিল্ক, কাতান, মসলিন শাড়ি। সনাতন ধর্মের বসাক সম্প্রদায়কে টাঙ্গাইল শাড়ির মূল কারিগর বলা হয়। জানা যায় একসময় টাঙ্গাইলের তাঁতিরা মসলিন তৈরি করতেন। পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে তাঁতবস্ত্র রপ্তানি পণ্য হিসেবে প্রাধান্য পায়। টাঙ্গাইলের তাঁতিরা মসলিনের উত্তরসুরী হিসেবে আজও তৈরি করছে মসলিন জামদানি, পিওর সিল্ক, সফট সিল্ক, কাতান, দোতারা সিল্ক, তসর সিল্ক, টিস্যু সিল্ক ইত্যাদি শাড়ি।

যেভাবে বিকাশ

মুঘল আমলে যখন বিশ্বজুড়ে আমাদের মসলিনের জয়জয়কার ঠিক তখন টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলে বসাক তাঁতিদের মাধ্যমে টাঙ্গাইল শাড়ির বিকাশ ঘটে। টাঙ্গাইল শাড়ির তাঁতিরা মূলত ঐতিহ্যবাহী মসলিন তাঁতশিল্পীদের বংশধর। এই তাঁতিগোষ্ঠীর একটি দল সিন্ধু অববাহিকা হয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে প্রবেশ করে। সেখানকার আবহাওয়া ততটা কার্যকরী না থাকার কারণে কিছু অংশ চলে আসে ঢাকার ধামরাইয়ে। ধামরাই এবং চৌহাট্টা থেকে কিছু তাঁতি আরো ভাল ও উপযুক্ত স্থান খুঁজতে খুঁজতে চলে আসেন টাঙ্গাইল। পরবর্তীতে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আনুকুল্যে তাঁতশিল্পের বিকাশ ঘটে। সনাতন ধর্মের তাঁতিরা বসাক, পাল, নন্দী, বারাস, প্রামাণিক, সাধু, শীল, সরদার বিভিন্ন গোত্রের নামে পরিচিত। টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলায় মুসলিম তাঁতিদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

কারুকাজ

মূলত সূক্ষ্ম বুনন পদ্ধতি এবং মিহি হওয়ার কারণে টাঙ্গাইল শাড়ি খ্যাতি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দির শুরুতে এমন মিহি সুতার কাজ হতো, যা ১৯২৯ সালের বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের কুটিরশিল্প বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। ট্র্যাডিশনাল টাঙ্গাইল শাড়িতে বর্ডার থাকে, বডিটা প্লেইন হয়। আট, দশ বা পনেরো ইঞ্চি চওড়া আঁচলে নানা রকমের স্ট্রাইপ থাকে। বিধবা, সধবা এবং কুমারী এই তিন শ্রেণির নারীদের জন্য আলাদা আলাদা শাড়ির প্রচলন আছে। শুরুতে টাঙ্গাইল শাড়ি ছিল ১০ হাত, পরবর্তীতে ১২/১৩/১৪ হাত শাড়ি তৈরির প্রচলন হয়।

নকশার প্রচলন

শুরুতে তারা নকশাবিহীন কাপড় তৈরি করতেন। ১৯২৩-২৪ সালে কাপড়ে নকশার প্রচলন শুরু হয়। ১৯৩১-৩২ সালে নকশার জন্য জ্যাকার্ড পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর শাড়ির পাড় ও জমিনের নকশায় অনেক বেশি বৈচিত্র্য আসে। মূলত পাড়ের নকশা আগে তোলা হয় এবং এর সাথে মিল রেখে জমিনের নকশা তোলা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বিশেষ করে আশির দশকে টাঙ্গাইল শাড়িতে নতুনত্ব আনয়নে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দেশের ৩১তম GI পণ্য

২ জানুয়ারি ২০২৪ টাঙ্গাইল শাড়িকে নিজেদের ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্কস বিভাগ। তাতে টাঙ্গাইল শাড়িকে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমানের পণ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। টাঙ্গাইল শাড়ি ভারতের GI হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পর ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন টাঙ্গাইল শাড়িকে GI পণ্য হিসেবে স্বীকৃতির আবেদন করে। ৯ এপ্রিল ২০২৪ টাঙ্গাইল শাড়িকে বাংলাদেশের ৩১তম GI পণ্য হিসেবে সনদ ইস্যু করা হয়। উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল শাড়ি বাংলাদেশের একমাত্র পণ্য যেটি GI ও অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

জেলা ব্র্যান্ডিং

টাঙ্গাইল জেলা ব্র্যান্ডিং লোগোটিতে পাটের দু'গুচ্ছ সবুজ পাতা ব্যবহার করা হয়। যার মাধ্যমে সবুজে ঘেরা টাঙ্গাইলকে নির্দেশ করে। আর মূল উপজীব্য টাঙ্গাইল শাড়ি ও চরকা পরিচয় করিয়ে দেয় টাঙ্গাইলের বিখ্যাত শাড়ি শিল্পের সাথে। 'আমার ঘর আমার বাড়ি, গর্বের ধন টাঙ্গাইল শাড়ি' এ স্লোগানটিই টাঙ্গাইল শাড়ির প্রতি এ জেলার মানুষের দরদ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

নদী চর খাল বিল গজারির বন; টাঙ্গাইল শাড়ি তার গর্বের ধন

সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়

১১ ডিসেম্বর ২০২৫ সুপ্রীম কোর্টের প্রশাসনিক ভবন-৪-এর দ্বিতীয় তলার দুটি কক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের উদ্বোধন করা হয়। ২০ নভেম্বর ২০২৫ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

সচিবালয়ের ইতিকথা

১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা ছিল সুপ্রীম কোর্টের কাছে। বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি এবং ছুটি মঞ্জুরের ক্ষমতা ছিল প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টের হাতে। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়, যা আইন মন্ত্রণালয় বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হতো। পরে ১৯৮৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১১৬ অনুচ্ছেদের বিধানে আবার পরিবর্তন আনা হয়। সংবিধানের চতুর্থ ও পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তিত ১১৬ অনুচ্ছেদ ও এই অনুচ্ছেদের অধীনে ২০১৭ সালে প্রণীত জুডিশিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২৫ আগস্ট ২০২৪ সুপ্রীম কোর্টের সাত আইনজীবী রিট করেন। রিটে সুপ্রীম কোর্টের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা চাওয়া হয়। প্রাথমিক শুনানির পর ২৭ অক্টোবর ২০২৪ হাইকোর্ট রুল জারি করেন। এই রুলে চূড়ান্ত শুনানির পর ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রায় দেন উচ্চ আদালত।

রায়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ বর্তমান সংবিধানে পুনর্বহালের পাশাপাশি তিন মাসের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের জন্য 'স্বতন্ত্র সচিবালয়' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। এমন প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় গঠন করা হয়।

পৃথক সচিবালয়ের প্রয়োজনীয়তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সংবিধানের ১০৯ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধস্তন আদালতের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধান সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাযথরূপে পালনের জন্য এবং বিচার বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা পালনের জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক এবং এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপিলের রায় বাস্তবায়নের জন্য নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বাস্তবায়নকল্পে বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি ৩০ নভেম্বর ২০২৫ 'সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করেন।

কার্যাবলি

- দেশের বিচার প্রশাসন পরিচালনায় সুপ্রীম কোর্টকে সহায়তা প্রদান করার নিমিত্ত অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন।
- অধস্তন আদালতের প্রতিষ্ঠা বা বিলোপ, সংখ্যা, গঠন ও এখতিয়ার নির্ধারণ।
- অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের বিচারক বা ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ ও নিয়োগ।
- সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সৃজন, বিলোপ, বিন্যাস, নিয়োগ, কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ, পদায়ন, বদলি, শৃঙ্খলা, ছুটি, প্রশাসন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়।
- সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের পদ সৃজন, বিলোপ ও বিন্যাস।
- প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্ট, অধস্তন আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও উক্ত আদালতসমূহের বিচারকগণের নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান।

কমিশন

৫ জন সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় কমিশন থাকবে। এরা হলেন— প্রধান বিচারপতি (তিনি এর চেয়ারপার্সন হবেন) • আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা উপদেষ্টা • প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের এক জন বিচারক • জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল। কমিশন দেশের বিচার প্রশাসনের উন্নয়ন এবং বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবে। এছাড়া কমিশনের নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

টাইম ম্যাগাজিনের পারসন অব দ্য ইয়ার

যুক্তরাষ্ট্রের যেসব প্রযুক্তিবিদের উদ্ভাবনী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) মানব সভ্যতাকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে, সেই 'আর্কিটেক্টস অব এআই'কে ২০২৫ সালের পারসন অব দ্য ইয়ার ঘোষণা করে বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন। এই প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে রয়েছেন এনভিডিয়ার জেনসেন হুয়াং, ওপেন এআইয়ের স্যাম অল্টম্যান এবং এক্সএআই-এর ইলন মাস্ক। ম্যাগাজিনের কভারের একটিতে রয়েছে ১৯৩২ সালের বিখ্যাত নিউইয়র্ক সিটির উঁচু বিমে বসে খাওয়া শ্রমিকদের ছবির প্রতি শ্রদ্ধা। টাইমের তৈরি সেই চিত্রে শহরকে ছাপিয়ে বসে আছেন মেটার মার্ক জাকারবার্গ, এএমডি প্রধান লিসাসু, মাস্ক, হুয়াং, অল্টম্যান, গুগলের এআইপ্রধান ডেমিস হাসাবিস, অ্যানথ্রপিকের ডারিও আমোডেই এবং স্ট্যানফোর্ড অধ্যাপক ফেই-ফেই লি।

পাকিস্তানের নতুন সুলতান

ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির আহমেদ শাহ পাকিস্তানে বর্তমানে সবচেয়ে বড় VIP'র নাম। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তিনি আরও ক্ষমতাধর হয়ে উঠেন। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি তিনি এখন দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীরও (CDF) প্রধান। এখন তিনি পাকিস্তানের সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যত আইনের উর্ধ্বে থাকা একজন ব্যক্তি। কোরআনে হাফেজ এই সেনা কর্মকর্তা চার তারকা জেনারেল থেকে পাঁচ তারকা ফিল্ড মার্শাল, সেনাপ্রধান থেকে Chief of Defence Forces (CDF) বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হয়েছেন।

শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ

১০ ডিসেম্বর ২০২৫ অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করে। ফলে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে দেশটিতে শিশুদের জন্য টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ হয়। ২০২৪ সালে দেশটির পার্লামেন্টে এ নিষেধাজ্ঞা অনুমোদিত হয়। এই নিষেধাজ্ঞা নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বিবেচনায় এনে এক বছরের বিতর্কের পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ট্রাম্পকে নজরে রাখতে 'নাইট ওয়াচ' চালু

২০২৫ সালে ডেনমার্ক সরকার তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 'নাইট ওয়াচ' নামে বিশেষ একটি দল গঠন করে। ডেনমার্কের মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প কী করছেন বা কী বলছেন—তা পর্যবেক্ষণ করা। এরপর ওই প্রতিবেদন ডেনমার্ক সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, নাইট ওয়াচ নামের এ ব্যবস্থা চালু করা হয় গ্রিনল্যান্ড নিয়ে কোপেনহেগেন ও ওয়াশিংটনের মধ্যে কূটনৈতিক বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে।

গিনেস বুকে রিয়াদ মেট্রো

২৭ নভেম্বর ২০২৫ গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়াদ মেট্রোকে পৃথিবীর দীর্ঘতম ট্রেন নেটওয়ার্কের স্বীকৃতি দেয়। রেললাইনটি ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ গিনেসের নির্ধারিত মানদণ্ডে পৌঁছে। এর দৈর্ঘ্য ১৭৬ কিমি (১০৯ মাইল)। রিয়াদ মেট্রো শুধু দীর্ঘ নয়, অত্যাধুনিকও। ছয়টি সমন্বিত লাইন ও ৮৫টি স্টেশন নিয়ে নির্মিত এ মেট্রো। উল্লেখ্য, ২৭ নভেম্বর ২০২৪ রিয়াদ মেট্রো আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

উজবেকিস্তানে বৃহৎ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

২০২৬ সালের মার্চে উজবেকিস্তানের তাসখন্দে সেন্টার ফর ইসলামিক সিভিলাইজেশন (CISC) নামের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্মুক্ত হবে। তিন তলাবিশিষ্ট আংশিক জাদুঘর ও আংশিক শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র ৮ বছর ধরে নির্মাণকাজ চলেছে। ভবনের শীর্ষে ৬৫ মিটার লম্বা একটি নীল রঙের গম্বুজ বসানো হয়েছে। ৯-১২ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মধ্য এশিয়া— বিশেষ করে বর্তমান উজবেকিস্তান বিজ্ঞান, সাহিত্য ও স্থাপত্যকলায় এক উজ্জ্বল স্বর্ণযুগ পার করে। আন্তমহাদেশীয় বাণিজ্যপথ সিল্ক রোড ব্যবহার করে উজবেকিস্তানের বুখারা ও সমরখন্দের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে যাওয়া যেত। এটি ১,৫০০ বছর ধরে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০ থেকে খ্রিষ্টাব্দ ১৪৫৩ পর্যন্ত) গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৫ ও ১৬ শতকে তিমুরিদ সাম্রাজ্য শিল্প, বিজ্ঞান ও কূটনীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রেনেসাঁ যুগের সাক্ষী হয়, যার কেন্দ্র ছিল সমরখন্দ। আর সে যুগের অনুপ্রেরণাতেই CISC সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়।

সাগরতলে দীর্ঘ ও গভীর রাস্তা

ইউরোপের দেশ নরওয়েতে নির্মাণ করা হচ্ছে ২৭ কিমি দীর্ঘ একটি সড়ক। তবে এটি মাটির ওপরে নয়, সাগরতলে। এর সর্বোচ্চ গভীরতা হবে ১,২৮৬ ফুট বা ৩৯২ মিটার। নির্মাণকাজ শেষ হলে এটিই হবে সাগরতলে থাকা বিশ্বের সবচেয়ে গভীর ও দীর্ঘ সড়কপথ। সড়কটি নির্মাণ করা হবে একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে। এর নাম দেওয়া হয়েছে Rogfast। ৪ জানুয়ারি ২০১৮ সড়কটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। সব ঠিকঠাক থাকলে কাজ শেষ হবে ২০৩৩ সালে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সুড়ঙ্গটি রয়েছে জাপানের উত্তরাঞ্চলে। সেইকান টানেল নামের ওই সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য ৫৩.৮৫ কিমি।

এক ডোজের ডেঙ্গুর টিকা

২৬ নভেম্বর ২০২৫ ব্রাজিল বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এক ডোজের ডেঙ্গুর টিকা অনুমোদন দেয়। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য খাত নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা Brazilian Health Regulatory Authority (Anvisa) ১২-৫৯ বছর বয়সি ব্যক্তিদের শরীরে Butantan-DV নামের টিকাটি ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। ব্রাজিল জুড়ে ৮ মাস ধরে পরীক্ষা চালানোর পর এক ডোজের এই টিকার অনুমোদন দেওয়া হয়। এই টিকা তৈরি করে ব্রাজিলের সাও পাওলোতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান বুটানটান ইনস্টিটিউট। ব্রাজিল এই টিকা উৎপাদনের জন্য চীনের কোম্পানি WuXi Biologics-এর সঙ্গে চুক্তি করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে শুধু টিএকে-০০৩ নামে ডেঙ্গুর একটি টিকা রয়েছে। এডিস এজিপ্টি মশার মাধ্যমে মানুষের দেহে ডেঙ্গুর জীবাণু সংক্রমণ ঘটে।

তুরস্কের মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান

২০ নভেম্বর ২০২৫ তুরস্ক প্রথমবারের মতো মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান থেকে পরীক্ষামূলকভাবে আকাশ থেকে আকাশে ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালায়। পরীক্ষার সময় এটি আকাশ থেকে আকাশে নিখুঁত নিশানায় ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকা একটি জেট ইঞ্জিনচালিত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। তুরস্কের এই মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমানের নাম Bayraktar Kızılelma। দেশটির শীর্ষ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি কোম্পানি বাইকার সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে অত্যাধুনিক এই সমরাস্ত্র তৈরি করে। বাইরাকতার কিজেলেলমা তুরস্কের প্রতিরক্ষা কোম্পানি এসেলসানের তৈরি মুরাদ Active Electronically Scanned Array (AESA) রাডার ব্যবহার করা হয়। এই রাডার দিয়ে সেটি প্রথমে লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করে, তারপর সেটি অনুসরণ করে নিজের ডান ও বাঁ পাখার নিচ থেকে নিখুঁত নিশানায় ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে।

বিশ্বে প্রথম উড়ন্ত গাড়ির উৎপাদন

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বে প্রথমবারের মতো ফ্লায়িং কার বা উড়ন্ত গাড়ির উৎপাদন শুরু হয়। ইলেকট্রিক এই উড়ন্ত গাড়ির দাম ২,৩৫,০০০ পাউন্ড। গাড়ির নাম হবে 'মডেল এ'। উৎপাদন করবে সিলিকন ভ্যালির কোম্পানি অ্যালেফ এরোনটিকস। গাড়িটিতে শুধু পাইলট ও যাত্রী উঠতে পারবে। মাটিতে এর রেঞ্জ হবে ৩২১ কিমি। আকাশপথে এটি একবারে ১৭৭ কিমি যেতে পারবে। অন্যান্য ফ্লায়িং ট্যাক্সির জন্য এয়ারপোর্ট বা ভার্টিপোর্টের প্রয়োজন হয়। এ গাড়িটির জন্য এগুলো প্রয়োজন হবে না।

বর্ষসেরা শব্দ ২০২৫

ডিকশনারি	শব্দ	অর্থ
Cambridge Dictionary	parasocial	একতরফা মানসিক সম্পর্ক
Collins English Dictionary	vibe coding	AI ব্যবহারে সফটওয়্যার বানানো
Dictionary.com	67	অর্থহীন এবং সর্বব্যাপী
Macquarie Dictionary	AI slop	AI নির্মিত খারাপ মানের কাজ
Oxford	rage bait	রাগ জাগানো টোপ

কঙ্গো ও রুয়ান্ডা শান্তি চুক্তি

৪ ডিসেম্বর ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেদি ও রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তবে রুয়ান্ডার সমর্থিত এম২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠী সেখানে উপস্থিত ছিল না। এর আগে ২৭ জুন ২০২৫ আফ্রিকার দুই প্রতিবেশী দেশ রুয়ান্ডা ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটাতে এ শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। জাতিগত তুতসিদের সমন্বয়ে গঠিত এম২৩ গোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে। অন্যদিকে ডিআর কঙ্গোর সরকার বলছে, রুয়ান্ডা-সমর্থিত বিদ্রোহীরা পূর্ব অঞ্চলের বিশাল খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য এ লড়াই শুরু করে।

গিনি-বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান

২৬ নভেম্বর ২০২৫ গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। প্রেসিডেন্ট উমারো সিসোকো এমবালোকে গ্রেফতার করে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নেয় সেনাবাহিনী। ২৩ নভেম্বর ২০২৫ গিনি বিসাউয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ওই নির্বাচনে দুই শীর্ষস্থানীয় প্রার্থীর প্রত্যেকেই নিজেকে বিজয়ী বলে ঘোষণা দেন। নির্বাচন কমিশনের ২৭ নভেম্বর ২০২৫ ফলাফল ঘোষণার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ক্ষমতা দখল করল সেনাবাহিনী। ২৭ নভেম্বর ২০২৫ গিনি বিসাউয়ের সেনাবাহিনীর জেনারেল হোর্তা এনটা'ম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। দেশটির সেনাবাহিনী ১৯৭৪ সালে পর্তুগালের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বেশ প্রভাবশালী।

মিসর বিশ্বে খেজুর উৎপাদনে শীর্ষ দেশ

ভারত

নেপালের নোটে ভারতের ৩ অঞ্চল

২৭ নভেম্বর ২০২৫ নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'নেপাল রাষ্ট্রীয় ব্যাংক' (NRB) নতুন ১০০ রুপির নোট চালু করে। এই নতুন নোটে দেশটির সংশোধিত মানচিত্র দেখা যায়, যাতে কালাপানি, লিপুলেখ ও লিম্পিয়াধুরা অঞ্চলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই তিনটি অঞ্চলই ভারত নিয়ন্ত্রণ করে। নেপালে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কেপি শর্মা অলি সরকারের পতনের পর নতুন ১০০ রুপির নোট প্রকাশ করা হলো। ২০২০ সালের মে মাসে কে পি শর্মা অলির নেতৃত্বাধীন সরকার একটি নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করে, যেখানে লিপুলেখ, কালাপানি এবং লিম্পিয়াধুরা অঞ্চলকে নেপালের ভূখণ্ড হিসেবে দেখানো হয়।

নতুন বাবরি মসজিদ

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ ভারতের উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙাকে ঘিরে উত্তাল হয় গোটা ভারত। ৩৩ বছর পর ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ভরতপুরের বিধায়ক ও তৃণমূল থেকে সাময়িক বহিষ্কৃত নেতা হুমায়ুন কবীর। উল্লেখ্য, এর আগে ২৬ জানুয়ারি ২০২১ অযোধ্যায় 'নতুন বাবরি' মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে তেরঙ্গা (পতাকা) উড়িয়ে ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (IICF)-এর সদস্যরা এ নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ঐতিহাসিক শহিদ বাবরি মসজিদের স্থান (রাম জন্মভূমি) থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার ধান্নিপুর গ্রামে ৫ একর জমির উপর নির্মিত হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন এ মসজিদ।

শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন জাদুঘর

৩০ নভেম্বর ২০২৫ ভারতীয় শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের জীবনের শেষ কয়েক বছরের চিত্রকর্ম নিয়ে কাতারের দোহায় জাদুঘর উদ্বোধন করা হয়। এ জাদুঘরের নাম 'লাওহ ওয়া কলম : এম.এফ. হুসেন মিউজিয়াম'। 'লাওহ ওয়া কলম'-এর অর্থ 'ক্যানভাস ও কলম'। কাতার ফাউন্ডেশনের এডুকেশন সিটিতে তিন হাজার বর্গমিটারের বেশি জায়গা জুড়ে তৈরি দৃষ্টিনন্দন এ জাদুঘরে মকবুল ফিদা হুসেনের জীবনের শেষ কয়েক বছরের ১৫০টির বেশি মূল চিত্রকর্ম ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ রয়েছে। আধুনিক চিত্রকলার এ শিল্পীকে নিয়ে বিশ্বে এটিই প্রথম জাদুঘর। মকবুল ফিদার একটি স্কেচের নকশা অনুযায়ী জাদুঘরটি তৈরি করা হয়। এই স্কেচ ধরে স্থপতি মারতান্দ খোসলা জাদুঘরটির চূড়ান্ত নকশা করেন।

সড়কের নাম ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভারতের তেলঙ্গানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ রেভান্থ রেড্ডি হায়দারাবাদ শহরের প্রধান একটি সড়কের নাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাখার প্রস্তাব করেন। রাজ্যের আসন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্ট 'তেলঙ্গানা রাইজিং গ্লোবাল সামিট' শীর্ষক সম্মেলনের আগে বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। রাজ্যের রাজধানী শহরে অবস্থিত ইউএস কনস্যুলেট জেনারেলের পাশ দিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির নাম 'ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাভিনিউ' রাখা হবে। এছাড়া আরও কিছু সড়কের নামকরণ করা হবে— গুগল স্ট্রিট, মাইক্রোসফট রোড, উইপ্রো জংশন, পদ্মভূষণ রতন টাটা।

আসামে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ

২৭ নভেম্বর ২০২৫ ভারতের আসাম রাজ্যের বিধানসভায় বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে 'আসাম প্রোহিবিশন অব পলিগ্যামি বিল ২০২৫' পাস করে। এতে একাধিক বিয়ে করলে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়। তবে তফসিলি উপজাতিভুক্ত এলাকায় বিলটি প্রযোজ্য হবে না। স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় তার সঙ্গে আইনিভাবে বিচ্ছেদ না করে আরেক নারীর সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হওয়াকে বহুবিবাহ বলে বিলে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ভারত সফর

৪-৫ ডিসেম্বর ২০২৫ দশমবারের মতো ভারত সফর করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি, কৃষি এবং ওষুধশিল্পসহ বিভিন্ন খাতে বাণিজ্য ও সহযোগিতা সম্প্রসারণ করতে সমঝোতা স্মারকও বিনিময় হয়। এসব সমঝোতা দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রকল্পের অধীন ২০৩০ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর এটিই ছিল পুতিনের প্রথম ভারত সফর। উল্লেখ্য, ২-৫ অক্টোবর ২০০০ ভ্লাদিমির পুতিন প্রথম ভারত সফর করেন।

বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন : ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ভারত-রাশিয়ার মধ্যে ২৩তম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০০ সাল থেকে রাশিয়া ও ভারত বার্ষিক দ্বি-পক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করছে, যেখানে এক বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া সফরে যান, পরবর্তী বছরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভারত সফরে আসেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ শুরুর পর এ নিয়মে ব্যত্যয় ঘটে।

ইউরোপ

দখলকৃত ইউক্রেনে নিজস্ব সংস্কৃতি চালু

দখলকৃত ইউক্রেনে পুরোপুরি নিজস্ব সংস্কৃতি চালু করতে ২৫ নভেম্বর ২০২৫ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নতুন এক ডিক্রি স্বাক্ষর করেন। ডিক্রিতে বলা হয় দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, খেরসন ও জাপোরিঝঝিয়াসহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোতে রুশ ভাষা ও পরিচয় সুসংহত করতে হবে। পাশাপাশি, ন্যাটোর পূর্বদিকে সম্প্রসারণ ঠেকানো এবং রুশ ভাষাভাষীদের সুরক্ষাকে তিনি ইউক্রেনে রাশিয়ার 'বিশেষ সামরিক অভিযান'র প্রধান কারণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। '২০৩৬ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার জাতীয় নীতির কৌশল' শিরোনামের নথিটিতে আরও বলা হয়, এসব অঞ্চলে রুশ জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা ও ভাষাগত উপস্থিতি দৃঢ় করতে সরকারকে অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে আক্রমণ শুরু করেন। ছয় মাসের মধ্যে দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, খেরসন এবং জাপোরিঝঝিয়া অঞ্চলগুলো রাশিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফিনল্যান্ডের ৩ দূতাবাস বন্ধ

২৯ নভেম্বর ২০২৫ ফিনল্যান্ড ঘোষণা করে দীর্ঘমেয়াদে বৈদেশিক মিশনের নেটওয়ার্ক পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও মিয়ানমারে অবস্থিত দূতাবাস ২০২৬ সালের মধ্যেই বন্ধ করে দেবে। এই সিদ্ধান্তগুলো দেশটির রাষ্ট্রপতির ডিক্রি দ্বারা কার্যকর হবে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সীমিত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দূতাবাস বন্ধের মূল কারণ।

EU'র প্রতিরক্ষা উদ্যোগে কানাডা

১ ডিসেম্বর ২০২৫ কানাডা ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়সংক্রান্ত উদ্যোগ Security Action for Europe (SAFE)-এ অংশ নিতে সম্মত হয় কানাডা। কানাডার নতুন সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে পুনর্গঠন, পুনঃসজ্জিত ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ঢেলে সাজাচ্ছে। এই লক্ষ্যের অংশ হিসেবে কানাডা ২৩ জুন ২০২৫ EU'র সাথে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং EU'র 'রেডিনেস ২০৩০' পরিকল্পনার অন্যতম স্তম্ভ SAFE-তে অংশগ্রহণের জন্য আলোচনা শুরু করে। ২০ মে ২০২৫ ইউরোপীয় ইউনিয়ন SAFE উদ্যোগটি গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগটি ইউরোপীয় কমিশনের 'রিআর্ম ইউরোপ প্ল্যান/ রেডিনেস ২০৩০'-এর একটি অংশ, যার লক্ষ্য ইইউ জুড়ে প্রতিরক্ষা খাতে ৮০০ বিলিয়ন ইউরোর (প্রায় ৯২৮ বিলিয়ন ডলার) বেশি বিনিয়োগ উন্মুক্ত করা।

নারী হত্যার শাস্তির স্বতন্ত্র বিধান

২৫ নভেম্বর ২০২৫ ইতালির পার্লামেন্টে ফেমিসাইড বা নারী হত্যার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র বিল পাস হয়। আইনে অপরাধের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়। ফেমিসাইড হলো নারী হওয়ার কারণে কাউকে বিদ্বেষমূলকভাবে নিশানা করে হত্যা করা। ২০২২ সালে জিউলিয়া চেকেত্তিন নামের এক নারী তার সাবেক প্রেমিকের হাতে হত্যার শিকার হওয়ার পর এ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। এর আগে সাইপ্রাস, মাল্টা ও ক্রোয়েশিয়া তাদের ফৌজদারি বিধিতে ফেমিসাইডের একটি আইনি সংজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ফ্রান্স-জার্মানির স্বেচ্ছাসেবী সেনাবাহিনী

দেশের তরুণ নাগরিকদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সেনাবাহিনী গঠন করবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) দুই পরাশক্তি ফ্রান্স-জার্মানি। ইউরোপের কয়েকটি দেশে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা রয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে-বাল্টিক রাষ্ট্র লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া এবং ডেনমার্ক। ফ্রান্সও এবার সেই দেশগুলোর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে।

■ **ফ্রান্স :** ২৭ নভেম্বর ২০২৫ ফ্রান্সের আল্পস পর্বতমালার ভার্সেস সামরিক ঘাঁটিতে স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহিনী গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ১৮-১৯ বছর বয়সি যুবকরা এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবেন। তবে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন, যেমন-ইঞ্জিনিয়ারিং বা চিকিৎসক স্বেচ্ছাসেবীদের বয়স ২৫ পর্যন্ত হতে পারে। প্রশিক্ষণের সময়কাল ১০ মাসের হবে এবং অংশগ্রহণকারীরা শুধু ফ্রান্সের ভেতরে মোতায়েন হবেন। স্বেচ্ছাসেবীরা মাসে ৮০০ ইউরো বেতন, খাবার ও বাসস্থান পাবেন এবং রেলভ্রমণে ৭৫% ছাড় থাকবে। ফ্রান্স পুনরায় বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা চালু করবে না। দেশটিতে এ কাজে ২০২৬ সালে ৩ হাজার, ২০৩০ সালে ১০ হাজার এবং ২০৩৬ সালের মধ্যে ৫০ হাজার যুবক অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

■ **জার্মানি :** ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ জার্মানির পার্লামেন্ট (বুন্ডেস্ট্যাগ) ১৮-১৯ বছর বয়সিদের ঐচ্ছিক সামরিক সেবা চালুর পক্ষে ভোটাভুটি হয়। এতে ৩২৩ জন পক্ষে এবং ২৭২ জন আইনপ্রণেতা বিপক্ষে ভোট দেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮ বছর বয়সি সব জার্মানকে একটি প্রশ্নপত্র পাঠানো হবে, যেখানে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী কিনা তা জানতে চাওয়া হবে। পুরুষদের জন্য ফরম পূরণ বাধ্যতামূলক হলেও নারীদের জন্য তা ঐচ্ছিক রাখা হয়। স্বেচ্ছাসেবীদের আকৃষ্ট করতে বেশ ভালো বেতনের প্রস্তাব দেয় জার্মানি। যেখানে ফ্রান্সে বেতন অন্তত ৮০০ ইউরো, সেখানে জার্মানিতে স্বেচ্ছাসেবীরা মাসে প্রায় ২৬০০ ইউরো পাবেন।

যুক্তরাষ্ট্র

DV লটারি স্থগিত

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটি ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (MIT) ভয়াবহ গুলি বর্ষণের ঘটনার পর Diversity Visa (DV) বা গ্রিন কার্ড লটারি কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার ভিসা দেওয়া হয়। যেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের হার কম, সেসব দেশের নাগরিকদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে এই ভিসা দেওয়া হয়। ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ফাইনাল পরীক্ষার সময় ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনে এক বন্দুকধারীর গুলিবর্ষণে দুই শিক্ষার্থী নিহত এবং আরও নয়জন আহত হন। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালের ইমিগ্রেশন আইনের মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে প্রথমবার ডিভি লটারি চালু করা হয়।

অটোপেনের নির্বাহী আদেশ বাতিল

২৮ নভেম্বর ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার পূর্বসূরি জো বাইডেনের জারি করা নির্বাহী আদেশের যেগুলো অটোপেন দিয়ে স্বাক্ষর করা হয়েছে, তা বাতিলের ঘোষণা দেন। বাইডেনের স্বাক্ষর করা মোট নথির আনুমানিক ৯২% এমন। এগুলোর আর কোনো প্রয়োগ বা কার্যকারিতা থাকবে না। অটোপেন হলো এমন এক ধরনের যন্ত্র যা কারও স্বাক্ষর হুবহু অনুকরণ করতে পারে। হোয়াইট হাউসে বহু বছর ধরে অটোপেন এবং এ ধরনের স্বাক্ষর যন্ত্রগুলোর ব্যবহার হয়ে আসছে। এমনকি ১৯ শতকের শুরুতে তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের সময় অটোপেনের ব্যবহার দেখা গেছে। ট্রাম্প নিজেও বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম মেয়াদে এ যন্ত্র ব্যবহার করেন।

৬ দেশের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র ছয় দেশের ওপর পূর্ণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। দেশগুলো হলো— ফিলিস্তিন, বুরকিনা ফাসো, মালি, নাইজার, দক্ষিণ সুদান ও সিরিয়া এবং পরবর্তীতে লাওস ও সিয়েরা লিওন সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া আরও ১৫ টি দেশে আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। দেশগুলো হলো— অ্যাঙ্গোলা, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, বেনিন, আইভরি কোস্ট, ডোমিনিকা, গ্যাবন, গাম্বিয়া, মালাবি, মৌরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তানজানিয়া, টোঙ্গা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে। ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এর আগে ২০২৫ সালের জুনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১২টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেন। এ ছাড়া সাতটি দেশের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন।

নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার নিয়ে শুনানি

৫ ডিসেম্বর ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট দেশটিতে জন্ম নেওয়া কিছু শিশুর জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার আছে কি না— সেই প্রশ্নে হওয়া একটি মামলার শুনানি করতে সম্মত হয়। ২০ জানুয়ারি ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নিয়েই অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী দম্পতিদের সন্তানদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়া বন্ধে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। ট্রাম্পের আদেশে বলা হয়, যদি কোনো শিশুর মা-বাবা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা (গ্রিন কার্ডধারী) না হন, তবে দেশটির সংস্থাগুলো সেই শিশুর মার্কিন নাগরিকত্ব স্বীকার করবে না। এটি ছিল মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ট্রাম্পের নীতির কারণে নাগরিকত্ব হারানোর হুমকিতে থাকা লোকজনের পক্ষে নিম্ন আদালতে মামলা করা হয়। মামলায় বাদীপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করছে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (ACLU) নামের সংগঠন।

অভিবাসীদের জন্য গোল্ড কার্ড ভিসা

১০ ডিসেম্বর ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে গোল্ড কার্ড ভিসা চালু করেন। তবে এর জন্য বড় অংকের অর্থ গুনতে হবে। ১০ লাখ মার্কিন ডলার পরিশোধ করলে ভিসা আবেদন দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া কোনো কোম্পানি যদি বিদেশি কর্মীকে যুক্তরাষ্ট্রে নিতে চায়, তাহলে ২০ লাখ ডলার দিয়ে স্পনসর করতে পারবে। ভিসা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইটও চালু করা হয়।

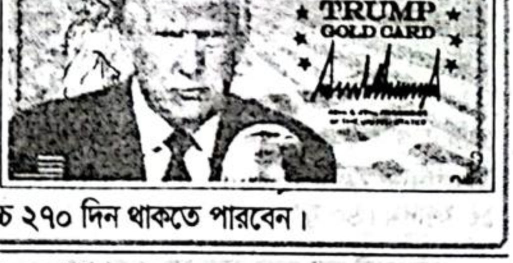

আবেদনকারীর ধরনের ওপর ভিত্তি করে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে অতিরিক্ত ফি দিতে হতে পারে। আবেদনকারীকে ভিসা সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে অতিরিক্ত নথিও জমা দিতে হবে। সফল আবেদনকারী ইবি-১ বা ইবি-২ ভিসাধারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ ও স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাবেন। এই দুই ধরনের কর্মভিত্তিক ভিসা তাদেরকে দেওয়া হয়, যাদের অসাধারণ বা ব্যতিক্রমী যোগ্যতা রয়েছে। এছাড়া ট্রাম্প প্লাটিনাম কার্ড শিগগিরই আসছে। ৫ মিলিয়ন বা ৫০ লাখ ডলার দিলে যোগ্য আবেদনকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে বছরে সর্বোচ্চ ২৭০ দিন থাকতে পারবেন।

'শারম-আল-শেখ' মিসরের অবকাশ কেন্দ্র

উন্মুক্ত সমুদ্র চুক্তি কার্যকর

১৭ জানুয়ারি ২০২৬ জাতিসংঘের উন্মুক্ত সমুদ্র চুক্তি কার্যকর হবে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশনসহ দুটি চুক্তি নিয়ে এই আয়োজন।

উন্মুক্ত সমুদ্র চুক্তি

মহাসাগরের যে বিশাল জলসীমা কোনো দেশেরই মালিকানার আওতায় পড়ে না সেখানকার জীববৈচিত্র্য ও সম্পদ রক্ষায় জাতিসংঘের গৃহীত চুক্তির নাম উন্মুক্ত সমুদ্র চুক্তি (High Seas Treaty)। ৪ মার্চ ২০২৩ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো High Seas Treaty-এর খসড়ায় স্বাক্ষরে সম্মত হয়। ১৯ জুন ২০২৩ নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে চুক্তিটি গৃহীত হয়। চুক্তিটি কার্যকরের শর্ত ছিল, যখন ৬০টি দেশ অনুসমর্থন করবে তার ১২০ দিন পর থেকে এটি কার্যকর হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মরক্কো ৬০তম দেশ হিসেবে অনুসমর্থন করে। ফলে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ উন্মুক্ত সমুদ্র চুক্তি কার্যকর হবে। বাংলাদেশ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ চুক্তিটি স্বাক্ষর করে আর অনুসমর্থন করে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪। চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার পর Conference of the Parties (COP) নামে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলে সমুদ্রের বিভিন্ন দিক দেখাশোনা করবে।

■ Conference of the Parties (COP)

উন্মুক্ত সমুদ্র চুক্তিতে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশগুলো যেন সহজে সামুদ্রিক গবেষণার প্রযুক্তি পায়, সে ব্যবস্থা করা হবে। তাদের গবেষণার সক্ষমতাও বাড়ানো হবে। পাশাপাশি, গবেষণার তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে কোন পদ্ধতিতে এই লাভের টাকা ভাগ হবে, তা ঠিক করবে চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার পর Conference of the Parties (COP) নামে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি। এই কমিটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলে সমুদ্রের বিভিন্ন দিক দেখাশোনা করবে। সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক মৎস্য সংস্থা ও 'আন্তর্জাতিক সমুদ্রতল কর্তৃপক্ষ'। এই চুক্তিটি মহাসাগরগুলোর আন্তর্জাতিক জলসীমাতেও এমন সুরক্ষিত এলাকা তৈরির সুযোগ করে দেবে। এই সুরক্ষিত এলাকা তৈরির বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত COP-এর সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেওয়া হবে। কিন্তু কোনো একটি দেশ যদি বিরোধিতা করে অচলাবস্থা তৈরি করতে চায়, তাহলে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটের মাধ্যমেও নতুন সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করা যাবে।

■ High Seas

উপকূলরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরের জলরাশি High Seas নামে পরিচিত। সহজ কথায় কোনো দেশের উপকূল থেকে ৩৭০.৪ কিমি (২০০ নটিক্যাল মাইল) দূরের বিশাল সমুদ্র এলাকাকে ঐ দেশের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, মাছ ধরা, খনিজ উত্তোলন, বাণিজ্যিক কাজ) বলা হয়। এই সীমার বাইরের বিশাল সমুদ্র অঞ্চলই এই চুক্তির আওতায় পড়বে। ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ সমুদ্র

আইন বিষয়ক কনভেনশন অনুযায়ী, যেকোনো দেশের তটরেখা বা উপকূল থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যে সমুদ্র, সেটির ওপর ওই দেশের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে। উল্লেখ্য, কনভেনশনে High Seas শিরোনামে বিশেষ এলাকা নির্ধারণ করা ছিল, যা আন্তর্জাতিক জলসীমা হিসেবে বিবেচিত হতো। এসব এলাকায় সব দেশের জাহাজ চলাচল, মাছ ধরা ও গবেষণার অধিকার সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু সেখানে মাত্র ১.২% অঞ্চল সংরক্ষিত ছিল, যা এবারের চুক্তিতে পরিবর্তন করা হয়। উন্মুক্ত সমুদ্র চুক্তি অনুযায়ী, ২০০ নটিক্যাল মাইলের পর ভাসমান সম্পদ, যা 'মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস' নামে পরিচিত, অন্য কোনো দেশ বা কোম্পানি তা আহরণ করলে সেটির একটি অংশ ওই অঞ্চলের মালিকানা যে দেশের, তাকে দিতে হবে।

সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ভিত্তিরেখা

ভিত্তি রেখা (Base Line)-হলো সেই রেখা যেখান থেকে একটি রাষ্ট্র তার সমুদ্র অঞ্চলের হিসাব শুরু করবে। একে নিম্ন তটরেখাও বলা হয় সাধারণত ভাটার সময় উপকূলের নিম্নতম জলরেখা কে ভিত্তি রেখা ধরা হয়। সন্নিকটে দ্বীপমালা থাকলে বা উপকূলীয় রেখা গভীর খাতযুক্ত থাকলে সমুদ্র সীমা পরিমাপে উপযুক্ত বিন্দুসমূহ সংযোগের মাধ্যমে একাধিক সরল রেখা অংকন করে ভিত্তি রেখা নির্ধারণ করতে হয়। ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মেরিটাইম অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ এবং সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে উপকূলীয় সমুদ্রের ১০ ফ্যাদম (৬০ ফুট) গভীরতা পর্যন্ত ভিত্তিরেখা হিসাবে গ্রহণ করে।

জাতিসংঘ সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশন আইন

জাতিসংঘ সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশন জাতিসংঘের সমুদ্রবিষয়ক তৃতীয় সম্মেলনের (UNCLOS III) ফসল, জাতিসংঘ সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশন বা United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) গৃহীত হয় জ্যামাইকার মন্তেগো বে-তে ১০ ডিসেম্বর ১৯৮২। ১৬ নভেম্বর ১৯৯৩ গায়ানা ৬০তম দেশ হিসেবে কনভেনশনটি অনুমোদনের এক বছর পর ১৬ নভেম্বর ১৯৯৪ তা কার্যকর হয়। বাংলাদেশ UNCLOS-এ স্বাক্ষর করে ১০ ডিসেম্বর ১৯৮২ এবং অনুসমর্থন করে ২৭ জুলাই ২০০১। এ কনভেনশনটিকে 'সমুদ্রের সংবিধান' বলে অভিহিত করা হয়। সমুদ্র আইন প্রণয়ন বিষয়ে এর আগে আরো দুটি জাতিসংঘ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, যা UNCLOS (১৯৫৮) ও UNCLOS II (১৯৬০) নামে পরিচিত।

UNCLOS-এর অধীনে গঠিত সংস্থা

UNCLOS-এর অধীনে সমুদ্র আইনের বিভিন্ন দিকের আলোকে তিনটি বিশেষ সংস্থা গঠিত হয়। যথা—

■ **আন্তর্জাতিক সমুদ্রতল বিষয়ক কর্তৃপক্ষ** ▸ ইংরেজি নাম : International Seabed Authority (ISA) • প্রতিষ্ঠা : ১৬ নভেম্বর ১৯৯৪ • সদর দপ্তর : কিংস্টন, জ্যামাইকা • বর্তমান সদস্য : ১৭১ ▸ বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ : ২৭ জুলাই ২০০১ • নির্বাহী প্রধান : মহাসচিব • মেয়াদ : ৪ বছর • প্রথম মহাসচিব: সত্য এন. নন্দন (ফিজি) • বর্তমান ও প্রথম নারী মহাসচিব: লেটিসিয়া কারভালহো (ব্রাজিল)।

■ **সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল** ▸ ইংরেজি নাম : International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) • প্রতিষ্ঠা : ১৬ নভেম্বর ১৯৯৪ • আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু : ১৮ অক্টোবর ১৯৯৬ • সদর দপ্তর : হামবুর্গ, জার্মানি • বিচারক সংখ্যা : ২১ জন • বর্তমান প্রেসিডেন্ট : টমাস হাইদার (আইসল্যান্ড)।

■ **মহীসোপান বিষয়ক কমিশন** ▸ ইংরেজি নাম : Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) • প্রতিষ্ঠা : ১৬ নভেম্বর ১৯৯৪ • সদর দপ্তর : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র • প্রথম অধিবেশন : ১৯৯৭ সালে • সদস্য : ২১ জন • কাজ : ২০০ নটিক্যাল মাইলের অধিক বিস্তৃত মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণ।

সমুদ্র অঞ্চল ও সমুদ্রসীমা

আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী, সমুদ্রকে সম্ভাব্য প্রাপ্য অঞ্চলের আলোকে ছয়টি জোনে ভাগ করা হয়। অভ্যন্তরীণ জল, রাষ্ট্রীয় সমুদ্র অঞ্চল, সংলগ্ন অঞ্চল, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহীসোপান ও রাষ্ট্রের এলাকা-বহির্ভূত বিশাল সমুদ্র।

■ **রাষ্ট্রীয় সমুদ্র অঞ্চল :** সমুদ্রের যে অংশটি তীরবর্তী দেশের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন UNCLOS অনুযায়ী, এ অঞ্চলের সীমা বেজলাইন বা উপকূলীয় তটরেখা থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত।

■ **সংলগ্ন অঞ্চল :** কনভেনশনের ৩৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভিত্তিরেখা হতে ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একটি রাষ্ট্রের সংলগ্ন অঞ্চল।

■ **একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল :** আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন UNCLOS III-এর ধারা ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ অনুযায়ী প্রতিটি দেশের সমুদ্র তটরেখা বা বেজলাইন থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ঐ দেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল।

■ **মহীসোপান :** UNCLOS III অনুযায়ী, ২০০ নটিক্যাল পরবর্তী ১৫০ নটিক্যাল মাইল মহীসোপান অঞ্চল। অর্থাৎ বেজলাইন থেকে এর শেষ সীমা ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত। কোনো দেশের মহীসোপানের সীমা ২৫০০ মিটার গভীরতা থেকে ১০০ নটিক্যাল মাইলের বেশি হতে পারবে না।

সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া

সমুদ্রসীমা বিষয়ক ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ কনভেনশনের ১৫তম অধ্যায়টির সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ মীমাংসার বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলা হয়। বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপক্ষগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব বিরোধের মীমাংসা করবে। একপক্ষ অপর পক্ষকে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আহ্বান করতে পারবে। সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে অন্য পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। কনভেনশনের ২৮৭নং ধারার ১ অনুচ্ছেদ বা উপধারা অনুযায়ী, সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিবদমান রাষ্ট্র নিচের চারটি উপায়ের মধ্যে এক বা একাধিক উপায়কে বেছে নিতে পারবে। যথা— ১. সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS), ২. আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ), ৩. সালিস ট্রাইব্যুনাল এবং ৪. বিশেষ সালিস ট্রাইব্যুনাল।

■ **আন্তর্জাতিক বিচার আদালত** ▸ ইংরেজি নাম : International Court of Justice (ICJ) • প্রতিষ্ঠা : ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ • কার্যক্রম শুরু : ১৮ এপ্রিল ১৯৪৬ • সদর দপ্তর : দ্য হেগ, নেদারল্যান্ডস • বিচারক সংখ্যায় : ১৫ জন • বর্তমান প্রেসিডেন্ট : ইউজি ইওয়াসাওয়া (জাপান)।

■ **স্থায়ী সালিস আদালত** ▸ ইংরেজি নাম : Permanent Court of Arbitration (PCA) • প্রতিষ্ঠা : ২৯ জুলাই ১৮৯৯ • সদর দপ্তর : দ্য হেগ, নেদারল্যান্ডস • সদস্য দেশ : ১২৬টি • বাংলাদেশ : ১১৫তম সদস্য দেশ; সদস্যপদ লাভ : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

■ **বিশেষ সালিস আদালত :** সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশনের পরিশিষ্ট ৮ অনুযায়ী এ বিশেষ ধরনের সালিস আদালত গঠিত হবে। ১. ফিশারিজ বা সাগরের মৎস্য এলাকা, ২. সমুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, ৩. সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ৪. নৌপরিবহনের সাথে সাথে নৌযান ও বর্জ্যের কারণে দূষণ প্রতিরোধ বিষয় নিয়ে এ বিশেষ আদালত গঠিত হবে। এ বিশেষ সালিস আদালত পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

মহাকাশ-বিজ্ঞান

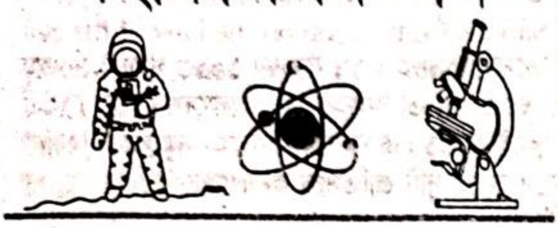

এক জীবনে ৫ ধাপে বয়স বাড়ে মস্তিষ্কের

২৫ নভেম্বর ২০২৫ যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে মানুষের মস্তিষ্কের বয়স নিয়ে এক গবেষণার ফল প্রকাশ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত পাঁচটি ভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায় মানুষের মস্তিষ্ক। পাঁচটি পর্ব হলো—

১. জন্ম থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত 'শৈশব'। এ সময়ে মস্তিষ্ক কম কর্মক্ষম থাকে। ২. বয়স ৯-৩২ বছর পর্যন্ত 'কৈশোর'। এই সময়েই মস্তিষ্ক তার কার্যকারিতার সর্বোচ্চ স্তরে থাকে। ৩. বয়স ৩২-৬৬ বছর পর্যন্ত 'প্রাপ্তবয়স্ক'। ৪. বয়স ৬৬-৮৩ বছর পর্যন্ত বার্ধক্যের প্রাথমিক পর্যায়। এ সময়ে মস্তিষ্ককে সুস্থ মনে হলেও এ পর্যায়ে ডিমেনশিয়া ও উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিতে শুরু করে। ৫. বয়স ৮৩ থেকে পরবর্তী যেকোনো সময় বার্ধক্যের শেষ পর্যায়।

মহাকাশে প্রথম হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী

২০ ডিসেম্বর ২০২৫ জার্মানির প্রকৌশলী নারী মিকায়েলা বেন্টহাউস বিশ্বের প্রথম হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে মহাকাশ ভ্রমণ করেন। ব্লু অরিজিনের 'নিউ শেপার্ড' রকেটে আরও পাঁচ আরোহীকে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি জমান মিকায়েলা। এ ভ্রমনে 'কারমান লাইন' অতিক্রম করেন তিনি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার ওপরে কারমান লাইনকে মহাকাশের সীমানা ধরা হয়।

মানুষ ধোয়ার মেশিন

২০২৫ সালের এপ্রিল-অক্টোবরে জাপানের ওসাকায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সপো নামের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে 'হিউম্যান ওয়াশার ফর ফিউচার' নামের একটি যন্ত্র প্রদর্শিত হয়। এ যন্ত্রের ভেতর ঢুকলে আস্ত মানুষের গোসল করা হয়ে যায়। এর জন্য শুরুতে ব্যবহারকারী একটি ২.৩ মিটার লম্বা বদ্ধ পডে শুয়ে পড়েন। তারপর মাইক্রোবাবল ও হালকা কুয়াশার স্প্রে ব্যবহার করে পুরো দেহকে কোমলভাবে পরিষ্কার করা হয়। ধোয়ার সময় ক্যাপসুলের ভেতরে শান্তিময় দৃশ্য ও সুরেলা সংগীত চালানো হয়। ধোয়ার পরে মেশিন ব্যবহারকারীকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুকায়। পুরো প্রক্রিয়া প্রায় ১৫ মিনিটে সম্পন্ন হয়। ওয়াশিং মেশিনটি তৈরি করেছে জাপানি প্রতিষ্ঠান সায়েন্স।

মঙ্গলগ্রহে প্রথমবার বজ্রপাত শনাক্ত

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার রোভার পারসিভারেন্স মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে সক্রিয় বৈদ্যুতিক চার্জের (বিদ্যুতের) প্রমাণ পায়। বিজ্ঞানীরা একে উল্লেখ করেন 'ছোট আকারের বজ্রপাত' হিসেবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে মঙ্গল এখন পৃথিবী, শনি ও বৃহস্পতির মতো বায়ুমণ্ডলে বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ আছে এমন গ্রহের তালিকায় যুক্ত হলো। উল্লেখ্য, ৩০ জুলাই ২০২০ নাসা তার পারসিভারেন্স রোভারটি মঙ্গলের উদ্দেশে পাঠায়।

স্টারলিংকের প্রতিদ্বন্দ্বী 'লিও আলট্রা'

২০২৫ সালের নভেম্বরে স্টারলিংক স্যাটেলাইট সেবার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'লিও আলট্রা' নামের দ্রুতগতির স্যাটেলাইট অ্যানটেনা উন্মোচন করে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন। অ্যামাজনের দাবি, লিও আলট্রা এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির স্যাটেলাইট অ্যানটেনা। ২০ বাই ৩০ ইঞ্চি আকারের অ্যানটেনাটির মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ১ গিগাবিট (১০০০ মেগাবিট) তথ্য ডাউনলোড ও ৪০০ মেগাবিট তথ্য আপলোড করা যাবে। বর্তমানে স্টারলিংকে ১ গিগাবিটের চেয়ে কম ডাউনলোড গতি পাওয়া যায়।

ভিনগ্রহের প্রাণীর সন্ধানে নতুন টেলিস্কোপ

পৃথিবীর অন্যতম বড় টেলিস্কোপ তৈরি করতে যাচ্ছে জাপান ও ভারত। থার্টি মিটার টেলিস্কোপ (TMT) নামের এ যন্ত্রটির আয়না হবে ৩০ মিটার লম্বা। টিএমটি প্রকল্পে ভারত ও জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে কাজ করছে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো— মহাকাশের অনেক গভীরে থাকা কৃষ্ণগহ্বর, দূরের ছায়াপথ নিয়ে গবেষণা এবং পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব খোঁজা। টেলিস্কোপটি তৈরি হবে হাওয়াইয়ের মাউনা কেয়া পাহাড়ে।

কাঠের নকশায় তৈরি প্রথম মাদারবোর্ড

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বের প্রথম কাঠের নকশার মাদারবোর্ড নিয়ে আসে তাইওয়ানিজ পিসি হার্ডওয়্যার ব্র্যান্ড গিগাবাইট। X870E AERO X3D WOOD তৈরি করা হয় AMD's সকেট AM5 প্ল্যাটফর্মের ওপর। এতে রাইজেন ৯ হাজার, ৮ হাজার ও ৭ হাজার সিরিজের প্রসেসর ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। X870E AORUS X3D মাদারবোর্ডটিতে DDR5 মেমোরি ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে, যা ৯ হাজার মেগাট্রান্সফার প্রতি সেকেন্ড পর্যন্ত গতিতে পরিচালনা করা যাবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বাজারে গিগাবাইটের একমাত্র পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস লিমিটেড।

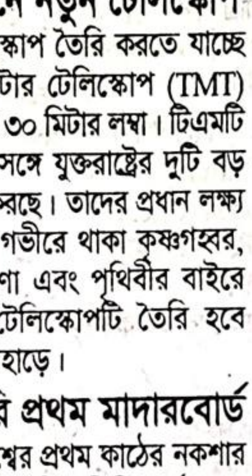

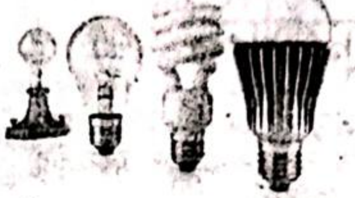

বৈদ্যুতিক বাতি

আবিষ্কারের বিস্ময়গাঁথা

আ বি ষ্কা র
পর্ব ১৪

আধুনিক সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো বৈদ্যুতিক বাতি। অন্ধকার দূর করে আলো ছড়ানো এই বাতি শুধু জীবনকেই আলোকিত করেনি বরং সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

পরিচিতি

বৈদ্যুতিক বাতি হলো এমন একটি বৈদ্যুতিক উপাদান যা বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। বৈদ্যুতিক বাতি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন: ভাস্কর বাতি, প্রতিপ্রভ বাতি বা সিএফএল, এলইডি বাতি, হ্যালোজেন, কার্বন আর্ক ইত্যাদি।

ইতিহাস

বৈদ্যুতিক বাতি সম্পূর্ণভাবে একক ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, বরং অনেক বিজ্ঞানীর যৌথ প্রচেষ্টার ফল। উনবিংশ শতাব্দীর আলোর এই বিপ্লবের আগে, মানবজাতি কৃত্রিম আলোর জন্য নির্ভর করত চিরায়ত উৎসগুলোর ওপর— যেমন: মোমবাতি, প্রদীপ, আগুন ইত্যাদি।

বিদ্যুতের প্রথম ঝলক : উনিশ শতকের সূচনা থেকেই বিজ্ঞানীরা বিদ্যুতের শক্তিতে আলো তৈরির রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হন।

হামফ্রে ডেভির আর্ক বাতি : ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি ১৮০২ সালে প্রথম বৈদ্যুতিক আর্ক বাতি প্রদর্শন করেন। দুটি কার্বন রডের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে এই আলো সৃষ্টি করা হতো, যা ব্যাটারির মাধ্যমে কাজ করত।

জোসেফ সোয়ানের ফিলামেন্টের পথে হাঁটা : ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জোসেফ সোয়ান কার্বন ফিলামেন্টের একটি বাতি তৈরি করেন এবং ১৮৭৮ সালে তুলার সুতার ফিলামেন্ট ব্যবহার করে আরও দীর্ঘস্থায়ী বাল্ব উদ্ভাবন করেন।

উডওয়ার্ড ও ইভানসের কার্বন দণ্ড : ১৮৭৪ সালে কানাডায় হেনরি উডওয়ার্ড ও ম্যাথিউ ইভানস নাইট্রোজেনে পূর্ণ কার্বন দণ্ড ব্যবহার করে একটি বিশেষ বাল্ব তৈরি করলেও তাদের উদ্যোগের বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব হয়নি। ১৮৭৯ সালে তারা এই আবিষ্কার টমাস আলভা এডিসনের কাছে বিক্রি করে দেন।

এডিসনের যুগান্তকারী উদ্ভাবন (আলোর নবদিগন্ত) : বাতির উন্নতি সাধনে সবচেয়ে বেশি যিনি ভূমিকা রাখেন, তিনি হলেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। তার নকশা করা বাতিই আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতির উদাহরণ বহন করে। ১৮৭৮ সালে এডিসন তার বাতি তৈরির কাজ শুরু করেন। ১৪ অক্টোবর ১৮৭৮ তিনি পেটেন্ট অফিসে তার বৈদ্যুতিক বাতির ধারণাপত্রের জন্য আবেদন করেন। ৪ নভেম্বর ১৮৭৯ এডিসন একটি কার্যকর বাতি যা ইনক্যানডেসেন্ট লাইট বাল্বের নকশা জমা দেন। এই বাতিতে একটি কার্বন ফিলামেন্ট একটি কাচের আবরণের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করে।

পরবর্তী উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার : এডিসনের তৈরি বাতির কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, যা বিংশ শতাব্দীতে দূর হয় আরও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে। ১৯০৬ সালে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি প্রথম বাল্বে ব্যবহারের জন্য টাংস্টেন ফিলামেন্ট তৈরির পদ্ধতি পেটেন্ট করে। এডিসন নিজেও জানতেন যে টাংস্টেনই ফিলামেন্টের জন্য সেরা কাজ করে। ১৯২০ সালে প্রথম ফ্রস্টেড লাইট বাল্ব তৈরি করা হয়। ফ্রস্টেড লাইট বাল্বের ভেতর গ্লাসে অ্যামোনিয়াম বাইফ্লুরাইডের মতো পদার্থের প্রলেপ থাকে। ১৯৪০ সালে প্রথম সফট লাইটের বাল্ব বাজারে আসে।

এলইডি বাতির যুগ : ফ্লুরোসেন্ট বাতি, হ্যালোজেন বাতি এবং পরবর্তীকালে এলইডি বাতির আবিষ্কার বৈদ্যুতিক আলোর প্রযুক্তিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এলইডি বাতি এখন সবচেয়ে শক্তি সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী আলোর উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক আলোর আগমন : ভারতবর্ষে ২৪ জুলাই ১৮৭৯ তখনকার ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় পি ডব্লিউ ফ্লিউরি অ্যান্ড কোং প্রথম লাইট বাল্ব প্রদর্শন করে। ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহর অর্থায়নে ৭ ডিসেম্বর ১৯০১ প্রথম ঢাকার আহসান মঞ্জিলে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে ওঠে।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলে ওঠে কীভাবে?

উত্তর : বাল্বের ভিতরে একটি পাতলা টাংস্টেন ফিলামেন্ট থাকে। যখন এতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন এটি প্রচণ্ড গরম হয় এবং জ্বলে ওঠে বা উজ্জ্বল হয়, এবং আমরা আলো দেখি। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত LED বাল্বের ভিতরে একটি সেমিকন্ডাক্টর উপাদান থাকে। যখন এতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন ইলেকট্রন ও হোল একত্রে মিলিত হয় এবং আলো সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : বাল্বের ভিতরে বাতাস থাকে না কেন?

উত্তর : ফিলামেন্ট বাল্বের ভেতরে সাধারণত বাতাস থাকে না, বরং নিষ্ক্রিয় গ্যাস (যেমন আর্গন) বা পুরোপুরি শূন্য (ভ্যাকুয়াম) থাকে। বাতাস থাকলে ফিলামেন্টের টাংস্টেন দ্রুত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জ্বলে যেত বা পুড়ে যেত, ফলে বাতিটি বেশিক্ষণ জ্বলত না।

আফ্রিকা মহাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা

বৈশ্বিক দাতব্য সংস্থা

রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহতদের সাহায্য, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার উপশম ও এর প্রতিরোধ করার ইচ্ছায় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের সৃষ্টি হয়। জীবন, স্বাস্থ্য ও মানব জীবনের সম্মান রক্ষা এর উদ্দেশ্য।

পটভূমি

২৪ জুন ১৮৫৯ ইতালির উত্তরাঞ্চলের সলফেরিনো নামক স্থানে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার মধ্যে মাত্র ১৬ ঘণ্টার যুদ্ধে ৪০ হাজার সৈন্য হতাহত হয়। সে সময় যুবক জিন হেনরি ডুনান্ট এ এলাকা দিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স যাচ্ছিলেন। তিনি যুদ্ধ-পরবর্তী মর্মান্তিক অবস্থা দেখে ব্যথিত হন এবং আশপাশের গ্রামের মানুষকে ডেকে চিকিৎসাবিহীন মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করেন। বলতে হয় এরাই ছিলেন রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের প্রথম স্বেচ্ছাসেবক। এরপর ডুনান্ট যুদ্ধের বিভীষিকাময় স্মৃতি ও তার প্রতিকারের জন্য ১৮৬২ সালে A Memory of Solferino নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ চার জন জেনেভাবাসীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন, যা Committee of Five নামে পরিচিত। কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল উইলিয়াম হেনরি দ্যুফর, ভাইস প্রেসিডেন্ট গুস্তাভময়নিয়র, সেক্রেটারি জিন হেনরি ডুনান্ট, সদস্য ড. লুইস আপ্পিয়া, সদস্য ড. থিওডর মাউনোইর। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ ডুনান্টের ধারণাকে সমর্থন করার জন্য কমিটির প্রথম সভা জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে রেড ক্রস জন্ম লাভ করে। ২৬-২৯ অক্টোবর ১৮৬৩ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ১৬টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে ডুনান্টের মহতি প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়। ১৮৭৬ সালে এ কমিটির নামই হয় International Committee of the Red Cross (ICRC)। ৫ মে ১৯১৯ বিভিন্ন দেশের রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসমূহের সমন্বয়ে 'লিগ অব রেড ক্রস সোসাইটিজ' (LRCS) প্রতিষ্ঠিত হয়। নভেম্বর ১৯৯১ LRCS'র নাম পরিবর্তন করে International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies (IFRC) করা হয়। বর্তমানে ICRC এবং IFRC ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস অ্যান্ড রেডক্রিসেন্ট মুভমেন্ট' (ICRM)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

মূলনীতি

১৯৬৫ সালের অক্টোবরে ২০তম আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সম্মেলনে ৭টি মূলনীতি গৃহীত হয়। এগুলো হলো— মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছামূলক সেবা, একতা ও সর্বজনীনতা।

প্রতীক

১৮৬৪ সালের আগস্টে রেড ক্রস প্রতীক গৃহীত হয়। ১৮৭৬ সালে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়। এ সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রেড ক্রস প্রতীক সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। রেড ক্রস চিহ্নকে খ্রিস্ট ধর্মের ক্রুস চিহ্ন হিসেবে বিভ্রান্তিমূলক ধারণার অবতারণা করা হয় যার প্রেক্ষিতে তুরস্ক তাদের জাতীয় পতাকার আদলে 'রেড ক্রিসেন্ট' চিহ্নিত পতাকা ব্যবহার করে। ১৯২৯ সাল থেকেই মুসলিম দেশগুলোতে রেড ক্রসের পরিবর্তে রেড ক্রিসেন্ট নাম এবং প্রতীক ব্যবহার শুরু করে। অন্যদিকে ২০০৫ সাল থেকে ইসরায়েলে ব্যবহৃত হয় রেড ক্রিস্টাল নামে।

এরপর ১৯২৯ সালের কনভেনশনে এসব প্রতীক লিখিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৯ সালে সেবা মেডিকেল সার্ভিসের সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে সাদা জমিনে রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্ট এবং লাল সিংহ ও সূর্য ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। ১৯৮২ সালে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিগুলোর আন্তর্জাতিক ফেডারেশন তাদের প্রতীক হিসেবে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট একত্রে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

ব্রিটিশ ভারতের ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি এ্যাক্ট, ১৯২০ এর অধীনে রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির অধীনে পূর্ব পাকিস্তান রেড ক্রস ব্রাঞ্চ হিসেবে গঠিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির পূর্ব পাকিস্তান ব্রাঞ্চ বাংলাদেশের জাতীয় সোসাইটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকারের নিকট স্বীকৃতি লাভের জন্য আবেদন করে। ৩১ মার্চ ১৯৭৩ রাষ্ট্রপতি The Bangladesh Red Crescent Society Order, 1973 জারি করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের তেহরান সম্মেলনে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ২ নভেম্বর ১৯৭৩ বাংলাদেশ রেড ক্রসের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৪ এপ্রিল ১৯৮৮ রাষ্ট্রপতি আদেশের সংশোধনী বলে 'বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি'র নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট' করা হয় এবং রেড ক্রিসেন্টের প্রতীকেরও ব্যবহার শুরু হয়।

স্যার জ্যা হেনরি ডুনান্ট

(৮ মে ১৮২৮-৩০ অক্টোবর ১৯১০)

সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন হেনরি ডুনান্ট। পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী। ১৮৫৯ সালের সলফেরিনো যুদ্ধের বিভীষিকাময় স্মৃতি ও তার প্রতিকারের জন্য A Memory of Solferino নামক গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান, 'আমরা কি পারি না প্রতিটি দেশে এমন একটি সেবামূলক সংস্থা গঠন করতে, যারা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে আহতদের সেবা করবে'। তার আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া দেয় Geneva Public Welfare Society নামের একটি সংগঠন। তিনি ১৮৬৩ সালে বিশ্ব মানবতার সেবার লক্ষ্যে রেড ক্রস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তার জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে ৮ মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট দিবস'।

FACT FILE

প্রতিষ্ঠা : ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ • প্রতিষ্ঠাতা : স্যার জ্যা হেনরি ডুনান্ট (সুইজারল্যান্ড) • সদর দপ্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড • বর্তমান সদস্য : ১৯১টি • বর্তমান প্রেসিডেন্ট : মিরজানা স্পোলজারিক এগার; দায়িত্বগ্রহণ, অক্টোবর ২০২২ • বর্তমান মহাসচিব : পিয়েরে ক্রেহেনবুল; দায়িত্বগ্রহণ, এপ্রিল ২০২৪ • বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস : ৮ মে • শান্তিতে নোবেল পুরস্কার : ৩ বার— ১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ সালে • বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে : ২৯ নভেম্বর ১৯৭৩।

পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

১. কবে রেড ক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়? [৩০তম বিসিএস]
ক) ১৮৬৪ সালে খ) ১৮৬৮ সালে
গ) ১৮৬৬ সালে ঘ) ১৮৬১ সালে
[Note : ১৮৬৩ সালে রেড ক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়।]

২. রেডক্রসের প্রতিষ্ঠাতা কে? [বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০১৯]
ক) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস খ) হেনরি ডুনান্ট√
গ) লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ঘ) ফ্রেডারিক প্যাসে

৩. রেড ক্রসের সদর দপ্তর : [৩৬তম; ৩২তম বিসিএস]
ক) ভিয়েনা খ) জেনেভা√ গ) প্যারিস ঘ) লন্ডন

৪. যে প্রতিষ্ঠান ৩ বার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে— [ঢাবি খ ইউনিট ২০২২-২৩]
ক) আইসিআরসি√ খ) ইউএনএইচসিআর
গ) ইউনিসেফ ঘ) আইওএম

৫. Each year World Red Cross and Red Crescent Day is celebrated on— [Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 2017]
ক) June 8 খ) May 8√ গ) June 18 ঘ) May 18

৬. যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন বিষয়ে ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহ অভিহিত— [২৪তম বিসিএস]
ক) 'দুটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে
খ) 'তিনটি রেডক্রস কনভনশন' নামে
গ) 'চারটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে√
ঘ) 'পাঁচটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে

৭. যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণবিধি কোনটি? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের জুনিয়র শিক্ষক (১১তম গ্রেড) ২০২৩]
ক) জেনেভা কনভেনশন√ খ) Conduct of war
গ) বার্লিন কনভেনশন ঘ) নুরেমবার্গ কনভেনশন

জেনেভা কনভেনশন

যুদ্ধবন্দি, যুদ্ধাহত ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে মানবিক আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি জেনেভা কনভেনশন। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৪টি চুক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক এ আইন। ১৯৪৯ সালে পূর্বের তিনটি জেনেভা কনভেনশনের (১৮৬৪, ১৯০৬ ও ১৯২৯) পরিমার্জন ও সম্প্রসারণ করা হয় এবং চতুর্থ কনভেনশনটি যোগ করা হয়। এ কনভেনশনসমূহ 'চারটি রেডক্রস কনভেনশন' নামেও পরিচিত। কনভেনশনের সিদ্ধান্তসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে দুটি এবং ২০০৫ সালে একটি প্রটোকল গ্রহণ করা হয়।

৪ জেনেভা কনভেনশন

তম	স্বাক্ষর	কার্যকর	লক্ষ্য
১ম	২২ আগস্ট ১৮৬৪	২২ জুন ১৮৬৫	যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের জীবনের নিরাপত্তা এবং শারীরিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে
২য়	৬ জুলাই ১৯০৬	৯ আগস্ট ১৯০৭	সমুদ্রস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, অসুস্থ সৈন্যদের জীবনের নিরাপত্তা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে
৩য়	২৭ জুলাই ১৯২৯	১৯ জুন ১৯৩১	যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ ও তাদের নিরাপত্তা এবং চিকিৎসা নিশ্চিতের লক্ষ্যে
৪র্থ	১২ আগস্ট ১৯৪৯	২১ অক্টোবর ১৯৫০	যুদ্ধকালীন বেসামরিক জনগণকে রক্ষার জন্য

৩ প্রটোকল

তম	স্বাক্ষর	কার্যকর	লক্ষ্য
১ম	৬ জুন ১৯৭৭	৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮	আন্তর্জাতিক সামরিক সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষার্থে
২য়	৮ জুন ১৯৭৭	৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮	অ-আন্তর্জাতিক সামরিক সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে রক্ষার্থে
৩য়	৮ ডিসেম্বর ২০০৫	১৪ জানুয়ারি ২০০৭	অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীক পরিগ্রহ করা সংক্রান্ত বিষয়ক

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি নাম Republic of South Africa

প্রবন্ধ

মানবসম্পদ বিনিয়োগে শিক্ষার অবদান

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদগুলোর মধ্যে মানবসম্পদ অন্যতম। মানবসম্পদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান। শিক্ষা মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটি শুধু জ্ঞানার্জনের মাধ্যম নয়, বরং একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি।

মানবসম্পদ (Human Resource) বলতে এমন একটি সম্পদকে বোঝানো হয় যা মানুষের দক্ষতা, জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) মানবসম্পদ বলতে 'ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করার সম্ভবনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকে'। অর্থনীতিবিদগণ তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ব্যাখ্যা করেছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল জে মায়ার, 'মানব সম্পদকে একটি দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে অভিহিত করেছেন'।

মানবসম্পদ বিনিয়োগে শিক্ষা

আধুনিক বিশ্বে শিক্ষা একটি স্বীকৃত বিষয়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া। যদিও শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ভর করে সমাজের বহুমাত্রিক ভাবাদর্শের উপর। Psacharopoulos এবং Woodhall এর মতে মানবসম্পদ মূলত একটি জাতির প্রকৃত সম্পদ। উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ হচ্ছে প্রত্যক্ষ উপাদান (Direct Component), দ্বিতীয়ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পুঁজি হচ্ছে পরোক্ষ উপাদান (Passive Factors)। মানবসম্পদে পুঁজি বিনিয়োগ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে তৈরি হয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং তা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নে অগ্রসর হওয়া। শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতার ফলেই চীন তার বিশাল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে রূপান্তর করে ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে। যেমন শিক্ষায় প্রচুর বিনিয়োগ করে হংকং, দ. কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

■ **বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা :** বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক, সাত বছর মেয়াদি মাধ্যমিক এবং পাঁচ বছর মেয়াদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়। এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষা, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা নামক আলাদা শিক্ষা খাত রয়েছে। বিভিন্ন রকম শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সথে সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না। কারণ আমাদের এ বিশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যমও এক নয়। বাংলা ভাষা শুধু মূলধারার শিক্ষা মাধ্যমেরই মূল বাহন। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষায় ইংরেজি আর মাদ্রাসা শিক্ষায় আরবি, উর্দু, ফারসিতে জোর দেওয়া হয়। এসব কারণে পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা মানবসম্পদে পরিণত হতে পারছে না।

■ **শিক্ষা কমিশন :** বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৫টি জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও ৩টি শিক্ষানীতি গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রথমটি ছিল ১৯৭২ সালের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। এই কমিশনগুলোর মধ্যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কমিশনগুলো হলো— মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন (১৯৮৭), শামসুল হক শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭), এম.এ বারী কমিশন (২০০২), মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন (২০০৩) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি হলো— জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি (১৯৭৮), মজিদ খান শিক্ষা সংস্কার কমিটি (১৯৮৩) ও জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (২০০৯)।

■ **জাতীয় শিক্ষানীতি :** শিক্ষানীতিকে যুগোপযুগী করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরিকে প্রধান করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কিমিটি গঠন করে। যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি চালুর নামে ২০০৮ সালে দেশে মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১০ সালে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে এ পদ্ধতিতে প্রথম এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এরপর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে দু-একটি বিষয় ছাড়া বেশির ভাগ বিষয় সৃজনশীল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সালে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১' শিক্ষাক্রমে আবারও পরিবর্তন আনা হয়। বিগত সরকার সর্বশেষ ২০২২ সালে পাইলট প্রকল্পের পর ২০২৩ সালে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। ৫ আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২১ সালের শিক্ষাক্রম বাতিল করে পূর্বের ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়।

মানবসম্পদ বিকাশে শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য

যে কোনো লক্ষ্য পূরণ টেকসই হতে হলে মানসম্পন্ন শিক্ষা একটা পূর্বশর্ত। এই তাগিদের পেছনে এসডিজি পূরণের বাধ্যবাধকতা ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকার শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু অভীষ্ট অর্জিত হয়নি। বদলানো যায়নি পরীক্ষানির্ভর মুখস্থবিদ্যার কাঠামো। এটি আসলে মৌলিক সংস্কারের বিষয়। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক এবং যুগোপযোগী হওয়ার দরকার।

দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী ৩টি— প্রিটোরিয়া (প্রশাসনিক), কেপটাউন (আইনসভা) ও ব্লুমফনটেন (বিচার বিভাগীয়)

মানবসম্পদ বিকাশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য নিম্নে আলোচনা করা হলো—

■ **বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্বারোপ :** বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তির উন্নত শিখরে পৌঁছেছে। তাই গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে হবে। একমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো বিভাগ থাকবে না দশম শ্রেণি পর্যন্ত। পরবর্তীতে বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্যিক বিভাগ তারা নিজেরা পছন্দ করবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এতে বিজ্ঞানের উপর কম জোর দেওয়া হবে। মানবসম্পদকে গুরত্বপূর্ণ বিনিয়োগে সম্পদে করতে বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে।

■ **কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ :** আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষাকে তেমন মূল্যায়ন করা হয় না। কিন্তু কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। যেসব শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় যেতে পারবে না তাদের কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করতে পারলে দেশে এবং বিদেশে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে কাজ করানো যাবে। প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে গবেষণা ও শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে কারিগরি শিক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা নিলে মানবসম্পদকে কাজে লাগানো যাবে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ সিঙ্গাপুর, কোরিয়া ও মালয়েশিয়াকে বলা যেতে পারে।

■ **উচ্চশিক্ষার গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ :** আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা তার প্রাচীন পদ্ধতিতেই রয়ে গেছে। শুধু মুখস্থবিদ্যার ওপর ভর করে চলছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাকে আধুনিক করতে হবে এবং একজন গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। মানসম্মত গবেষণার জন্য উন্নত গবেষক নিয়োগ করতে হবে এবং একজন পর্যবেক্ষক থাকবে যিনি গবেষণা তদারকি করে শিক্ষাকে আধুনিকরণ ও বহুমুখীকরণ করতে সহায়তা করবে।

■ **নারী শিক্ষায় গুরুত্বারোপ :** দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক প্রায় নারী। তাই নারীদের সুশিক্ষিত করতে সরকারের বিভিন্ন অবৈতনিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং তা দীর্ঘদিন পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। তাছাড়া তাদের সুশিক্ষিত করে বসিয়ে রাখলে চলবে না, কাজ করার সুযোগ এবং পরিবেশ দিতে হবে। আমাদের দেশে নারীদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। এতে তারা সব কিছুতে পিছিয়ে পড়ে। তাই নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সচেতনতা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। যাতে নারীরাও মানবসম্পদ বিনিয়োগে যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

■ **শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এখনো অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত। অথচ যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে যে ধস নেমে আসছে তাকে রোধ করতে না পারলে জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই সমস্যা হয়ে দেখা দিবে।

■ **মানব সম্পদ উন্নয়নের উপযোগী শিক্ষা :** সব ধরনের শিক্ষাই যে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপযোগী, তা কখনই নয়। মৌলিক শিক্ষা পেশা পরিবর্তনের যথেষ্ট সহায়তা করে। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দেশ ও সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর যোগান দিতে পারে না। অথচ বিপুল সংখ্যক মানুষ বেকার থাকলেও উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য প্রয়োজন যথাযথ দক্ষতা সম্পন্ন যোগ্য কর্মী তৈরির উপযোগী মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং পর্যাপ্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ।

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা

মানুষকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনায় আনলে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে মানব সম্পদ প্রসঙ্গটি প্রধান হিসেবে দেখা দেয়। আর দেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নে যেভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে তার মধ্যে প্রধান হলো—

- শিক্ষা পরিবর্তনের সূচনা করে এবং আত্মসচেতনতা বাড়িয়ে দেয়।
- শিক্ষা মানুষকে তাদের অভ্যাস, রীতিনীতি এবং সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা জানতে সহায়তা করে।
- শিক্ষা জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করে সমাজ সচেতনতা ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করে এবং মানুষের চেতনা ও বিবেকের পরিবর্তন ঘটায়।
- শিক্ষা নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটায় এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- একজন সাক্ষর শ্রমিক নিরক্ষর শ্রমিকের চেয়ে বেশি দক্ষ। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়তা করে শিক্ষা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটায়।

শিক্ষায় বিনিয়োগের কারণে ব্যক্তি, সমাজ ও সমগ্র বিশ্ব লাভবান হয়। মোটকথা শিক্ষা হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণ ও হাতিয়ার। একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই হলো সেই মানবসম্পদ, যারা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করে। তাই শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ মানে ভবিষ্যতের উন্নত, দক্ষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে বিনিয়োগ। যেমন বলা হয়— If you educate a man, you educate an individual; but if you educate a nation, you build a future. অতএব, মানবসম্পদ বিনিয়োগে শিক্ষার অবদান অপরিসীম— এটি হলো একটি রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়নের সর্বাধিক কার্যকর হাতিয়ার।

Feature

Digital Currency The Future of Finance

Digital money is any means of payment that exists in a purely electronic form. Digital money is not physically tangible, like a dollar bill or a coin. It is accounted for and transferred using online systems.

Derivation of the term

'Digital currency' comes from two words: 'Digital' from the Latin digitus, meaning 'finger,' but in modern use, it refers to numbers or data represented in binary form (0s and 1s). 'Currency' from the Latin 'currere', meaning 'to run' or 'to flow,' referring to money that circulates or flows through an economy. So, 'digital currency' literally means 'money that flows in digital form.'

Commencement of its journey

DigiCash was one of the first forms of digital currency, developed in 1989 by Dr. David Chaum, an American cryptographer and computer scientist. It was designed to enable secure, private and electronic payments — long before Bitcoin or modern cryptocurrencies existed. Chaum believed that traditional online transactions exposed too much personal data, so he developed a system that used cryptographic algorithms to allow payments without revealing the buyer's identity to the seller or bank — an idea known as 'anonymous digital money.' But its failure paved the way for Bitcoin.

The first person (or group) to use and create digital currency was Satoshi Nakamoto, the mysterious inventor of Bitcoin on 3 January 2009. The true identity and location of Satoshi Nakamoto remain unknown — no one knows for sure whether Nakamoto was an individual or a group, or where they were based. Some clues (like timestamps in the code) suggest Satoshi may have been in the United Kingdom or possibly Japan or the U.S., but this has never been proven. Here's how it began: In January 2009, Satoshi released the Bitcoin software and created the first block of the Bitcoin block chain, called the 'Genesis Block.' Satoshi sent the first-ever Bitcoin transaction to a developer named Hal Finney, an American computer scientist on 12 January 2009, an amount of 10 Bitcoins (BTC). That transaction between Satoshi Nakamoto and Hal Finney is recognized as the first use of digital currency in history. Before 2009, some digital money projects tried but failed to become mainstream.

Types of Digital Money

Digital coins (or digital currencies) come in several types, depending on who issues them and how they're used. Apart from being a digital representation of fiat currency, there are other forms of digital money, such as central bank digital currencies and stablecoins.

- Cryptocurrencies (Decentralized Digital Coins) These are not controlled by any government or bank. They run on block chain technology, which records every transaction transparently. Like: Bitcoin, Ethereum, BNB, TRON, XRP, Solana.
- Stablecoins : These are cryptocurrencies with stable value, because they're tied (pegged) to something like the US dollar, euro, or gold.
- Central Bank Digital Currencies (CBDCs) : These are digital versions of official government money, issued by a central bank. They are regulated, stable and often backed by a nation's economy. Like as: eNaira (of Nigeria), Digital Yuan (China), Sand Dollar (Bahamas), e-Krona (Sweden), JAM-DEX (Jamaica).
- Virtual Currencies (Private or Platform Coins) : Used within a specific platform, game, or app — not in the real-world economy. Like: Robux (Roblox Platform), V-Bucks (Fortnite Platform).

Difference Between Digital Money and Cryptocurrency

Cryptocurrency is a form of digital money that is built on block chain networks that rely on cryptography. There are other forms of digital money aside from cryptocurrency. In essence: Traditional currency flows physically (coins, notes). Digital currency flows electronically — as data in computer networks.

Concept of Blockchain

Blockchain means a 'chain of digital blocks of information.' It is the technology that records and secures all transactions made with a digital currency like Bitcoin or Ethereum. A blockchain is like a digital public ledger (a record book) that: Stores information about every transaction (who sent money, who received it, and how much). Links each new record ('block') to the previous one — forming a continuous 'chain.' Is stored across many computers (nodes) instead of one central server. That's why it's called block + chain = Blockchain.

Pros and Cons of Digital Currencies

Pros	Cons
Faster transaction times	Can be difficult to store and use
No physical manufacturing required	Prone to hacking
Lower transaction costs	Volatile prices that result in lost value
Make it easier to implement monetary and fiscal policy	May not allow for irrevocability of transactions
Greater privacy than other forms of currency	Limited acceptability

The Future of Money : Speed, Security and Infrastructure

Digital currency is transforming the future of money by making financial systems faster, safer, and smarter. In the past, sending money across borders could take days and involve multiple banks and fees. Today, digital currencies and blockchain technology enable transactions to happen within seconds, anytime and anywhere.

In terms of security, blockchain acts as a public digital ledger that records every transaction transparently and prevents tampering or fraud. This gives users greater trust in the system while reducing the risks of counterfeit or unauthorized transactions. On the infrastructure side, many governments and central banks are developing Central Bank Digital Currencies (CBDCs) to modernize national payment systems. These digital versions of official money can improve efficiency in trade, tax collection and social payments while promoting financial inclusion for those without access to banks. As technology continues to evolve, digital currency represents a new financial infrastructure—one that combines speed, security and accessibility, shaping the foundation of a more connected and inclusive global economy.

Central Bank Digital Currencies (CBDCs)

Represent a major milestone in the evolution of digital money. Unlike private cryptocurrencies such as Bitcoin, CBDCs are issued and regulated by a country's central bank, making them a digital form of national currency. They combine the security and trust of traditional money with the speed and efficiency of modern digital technology. The idea behind CBDCs is to provide a safe, government-backed alternative to volatile cryptocurrencies while improving payment systems, financial inclusion and transparency. Many countries are now exploring or piloting their own CBDCs — such as China's Digital Yuan, India's e-Rupee, and Nigeria's e-Naira — to modernize their economies and reduce reliance on cash.

The Future of Physical Money

As digital currencies and cashless payments grow rapidly, the future of physical money appears to be fading. More people now use mobile wallets, online banking and digital currencies instead of coins and notes for daily transactions. While physical money may still exist for accessibility and backup, the global trend clearly points toward a digital-first economy, where money moves faster, safer, and more efficiently through technology.

To wrap things up, Digital currency marks a revolution in the world of finance, blending technology with money to create a faster, safer, and more inclusive system. It reduces the need for cash, lowers transaction costs and connects people globally through instant payments. While challenges like security risks and regulation remain, the growth of cryptocurrencies and Central Bank Digital Currencies (CBDCs) shows that the future of money is increasingly digital. As innovation continues, digital currency is set to play a key role in shaping a modern, transparent and connected global economy.

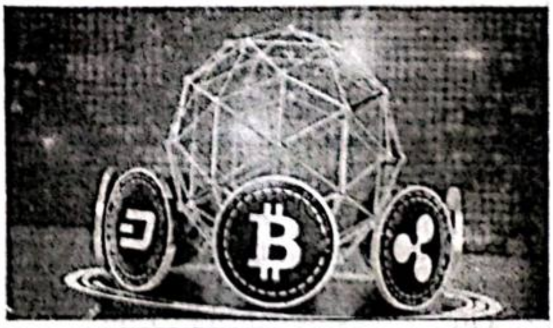

Short Notes

Climate Sukuk

Climate Sukuk is a financial instrument that combines the principles of Islamic finance with climate-focused investments. A Sukuk is similar to a bond but compliant with Shariah law, which prohibits interest; instead, returns are generated from profits of an underlying asset or project. In the case of a Climate Sukuk, the funds raised are specifically allocated to projects that have positive environmental or climate impacts, such as renewable energy, energy efficiency, sustainable infrastructure or climate adaptation initiatives. The term 'Sukuk' is derived from the Arabic word (sakk), which literally means certificate or legal instrument. Climate Refers to projects that address climate change—such as renewable energy, flood protection, reforestation or other environmentally sustainable initiatives. Recently, Malaysia launched a Climate Sukuk combined with carbon credits, Pakistan issued its first sovereign Green Sukuk for energy projects and the Islamic Development Bank raised EUR 500 million through a Green Sukuk for climate-resilient projects. Successful models from Malaysia, Indonesia and Pakistan show that with the right regulatory framework and transparent reporting, a country could benefit significantly from this instrument.

Critical Minerals

Critical minerals are natural resources or compounds that are essential for modern technology, industry and national security but are at risk of supply disruption due to scarcity, geopolitical concentration or difficult extraction processes. The term 'critical minerals' comes from economic, strategic and industrial contexts rather than geology or chemistry. They play a crucial role in producing electronics, renewable energy technologies, electric vehicles, aerospace components, defense systems and advanced manufacturing. Globally, production of critical minerals is concentrated in a few countries: China dominates rare earth elements, Congo supplies most cobalt and Australia and the U.S. produce lithium and other important minerals. In Bangladesh, critical minerals are increasingly important for industrial growth, electronics manufacturing, renewable energy, battery storage and green technology projects, although the country currently depends on imports for most of these resources. Developing domestic capabilities or securing reliable supply chains could help Bangladesh enhance technological capacity, strengthen economic resilience and support climate-friendly energy. As global demand for clean energy and advanced technologies grows, access to critical minerals will be vital for both international competitiveness and national development.

Organic Food

Organic food is produced using natural farming methods without synthetic chemicals, pesticides, herbicides, artificial fertilizers or genetically modified organisms (GMOs). Organic food literally refers to food produced in harmony with natural processes, sustainability and ecological balance. The word 'organic,' which originates from the Greek word 'organikos,' meaning 'relating to living organisms.' In English, it came to signify anything produced by or derived from living matter. Applied to food, it emphasizes that the products are grown naturally, from living soil, plants and animals, rather than being artificially manufactured or chemically treated. The global organic food market, valued at around $230 billion in 2024, is projected to more than double in the coming decade. People prefer organic food because it is considered safer, more nutritious and free from harmful chemical residues. In Bangladesh, organic food is gaining popularity, especially among urban consumers seeking healthier and chemical-free alternatives. Major organic products in the country include tea, shrimp, fruits (such as mangoes, bananas and papayas), vegetables (tomatoes, cucumbers, eggplants), rice, oilseeds, spices (ginger, turmeric, garlic), honey and dairy products from indigenous cows and poultry. Additionally, Organic farming supports public health, sustainable agriculture and economic development in the country.

খেলা ধুলা

Bangladesh Premier League (BPL)

আয়োজন : দ্বাদশ • আয়োজক : Bangladesh Cricket Board (BCB) • সময়কাল : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫-২৩ জানুয়ারি ২০২৬ • স্বাগতিক : বাংলাদেশ • ভেন্যু : চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট • অংশগ্রহণকারী দল : ৬টি • মোট ম্যাচ : ৩৪টি • ফরম্যাট : টি-২০।

দল	মালিক
চট্টগ্রাম রয়্যালস	ট্রায়াঙ্গেল স্পোর্টস
ঢাকা ক্যাপিটালস	চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স	নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
রংপুর রাইডার্স	টগি স্পোর্টস
সিলেট টাইটান্স	ক্রিকেট উইথ সামি
নোয়াখালী এক্সপ্রেস	দেশ ট্রাভেলস

National Cricket League (NCL)

আয়োজন : তৃতীয় • আয়োজক : Bangladesh Cricket Board (BCB) • সময়কাল : ১৪ সেপ্টেম্বর-১২ অক্টোবর ২০২৫ • ফরম্যাট : টি-২০ • স্বাগতিক : বাংলাদেশ • ভেন্যু : তিনটি-রাজশাহী, বগুড়া ও সিলেট • অংশগ্রহণকারী দল : ৮টি • মোট ম্যাচ : ৩২টি • চ্যাম্পিয়ন : রংপুর বিভাগ (দ্বিতীয়বার) • রানার্সআপ : খুলনা বিভাগ • সেরা খেলোয়াড় : আকবর আলি (রংপুর বিভাগ) • সর্বোচ্চ রান : মাহমুদুল হাসান জয় (চট্টগ্রাম বিভাগ); ৩২৩ রান • সর্বোচ্চ উইকেট : হাসান মুরাদ (চট্টগ্রাম বিভাগ); ১৪টি।

রোল অব অনার (সর্বশেষ ৫ মৌসুম)

সেশন	চ্যাম্পিয়ন (বিভাগ)	রানার্সআপ (বিভাগ)
২০২১-২২	ঢাকা	রংপুর
২০২২-২৩	রংপুর	সিলেট
২০২৩-২৪	ঢাকা	সিলেট
২০২৪-২৫	সিলেট	ঢাকা মহানগর
২০২৫-২৬	রংপুর	সিলেট

কে কতবার চ্যাম্পিয়ন ≻ খুলনা : ৭ • ঢাকা বিভাগ : ৭ • রাজশাহী : ৬ • রংপুর : ৩ • চট্টগ্রাম : ১ • বিমান : ১ • সিলেট : ১।

পুরুষ হকি জুনিয়র বিশ্বকাপ

আয়োজন : চতুর্দশ • আয়োজক : International Hockey Federation (FIH) • সময়কাল : ২৮ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর ২০২৫ • স্বাগতিক : ভারত • ভেন্যু : ২টি- চেন্নাই ও মাদুরাই • অংশগ্রহণকারী দল : ২৪টি • মোট ম্যাচ : ৭২টি • চ্যাম্পিয়ন : জার্মানি (অষ্টম বার) • রানার্সআপ : স্পেন • সেরা খেলোয়াড় : ক্যাসপার ভ্যান দার ভিন (নেদারল্যান্ডস)। সর্বোচ্চ গোল : আমিরুল ইসলাম (বাংলাদেশ); ১৮টি • সেরা গোলরক্ষক : জাসপর দিজার (জার্মানি)।

চ্যালেঞ্জার চ্যাম্পিয়ন : ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ভারতের মাদুরাইয়ে অস্ট্রিয়াকে ৫-২ গোলে হারিয়ে যুব হকি বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জার বিভাগে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়। যুব বিশ্বকাপ হকিতে গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ হয়ে যাওয়া আট দলের মধ্যে হওয়া স্থান নির্ধারণী পর্বকে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা এবার আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যালেঞ্জার ট্রফি নাম দেয়।

2025 Asia Cup Rising Stars

আয়োজন : প্রথম • আয়োজক : এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC) • সময়কাল : ১৪-২৩ নভেম্বর ২০২৫ • স্বাগতিক : কাতার • অংশগ্রহণকারী দল : ৮টি— আফগানিস্তান এ, বাংলাদেশ এ, হংকং, শ্রীলংকা এ, ভারত এ, ওমান, পাকিস্তান শাহিনস ও আরব আমিরাত • মোট ম্যাচ : ১৫টি • চ্যাম্পিয়ন : পাকিস্তান শাহিনস • রানার্সআপ : বাংলাদেশ • সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ রান (২৫৮ রান) : মাজ সাদাকাত (পাকিস্তান শাহিনস) • সর্বোচ্চ উইকেট : রিপন মন্ডল (বাংলাদেশ); ১১ উইকেট।

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬

আয়োজন : দশম • আয়োজক : International Cricket Council (ICC) • সময়কাল : ৭ ফেব্রুয়ারি-৮ মার্চ ২০২৬ • স্বাগতিক : ভারত এবং শ্রীলংকা • ভেন্যু : ৮টি (ভারতের ৫টি ও শ্রীলংকার ৩টি) • অংশগ্রহণকারী দল : ২০টি • মোট ম্যাচ : ৫৫টি • উদ্বোধনী ম্যাচ : নেদারল্যান্ডস-পাকিস্তান।

গ্রুপসমূহ ≻ গ্রুপ এ : ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া • গ্রুপ বি : শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, ওমান • গ্রুপ সি : ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, নেপাল, ইতালি • গ্রুপ ডি : নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

বাংলাদেশের ম্যাচের সূচি ≻ ৭ ফেব্রুয়ারি : ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কলকাতা ইডেন গার্ডেন্স • ৯ ফেব্রুয়ারি : ইতালি, কলকাতা ইডেন গার্ডেন্স • ১৪ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ড, কলকাতার ইডেন গার্ডেনস • ১৭ ফেব্রুয়ারি : নেপাল, মুম্বাই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম।

ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ

আয়োজন : ২০তম ● আয়োজক : Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ● সময়কাল : ৩-২৭ নভেম্বর ২০২৫ ● স্বাগতিক : কাতার ● ভেন্যু : একটি— Khalifa International Stadium ● অংশগ্রহণকারী দল : ৪৮টি ● মোট ম্যাচ : ১০৪টি ● চ্যাম্পিয়ন : পর্তুগাল (প্রথমবার) ● রানার্সআপ : অস্ট্রিয়া ● সেরা খেলোয়াড় : মাতিয়স মাইদ (পর্তুগাল) ● সর্বোচ্চ গোলদাতা : জোহাননেস মোসের (অস্ট্রিয়া) ● সেরা গোলরক্ষক : রোমারিও কুনহা (পর্তুগাল) ● ফেয়ার প্লে ট্রফি : চেক প্রজাতন্ত্র।

নারী ফুটসাল বিশ্বকাপ

আয়োজন : প্রথম ● আয়োজক : Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ● সময়কাল : ২১ নভেম্বর-৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ● স্বাগতিক : ফিলিপাইনস ● ভেন্যু : PhilSports Arena in Pasig, Metro Manila ● অংশগ্রহণকারী দল : ১৬টি ● মোট ম্যাচ : ৩২টি ● চ্যাম্পিয়ন : ব্রাজিল ● রানার্সআপ : পর্তুগাল ● সেরা খেলোয়াড় : এমিলি মিসেলাস মার্কোন্দিস (ব্রাজিল) ● সর্বোচ্চ গোলদাতা : এমিলি মিসেলাস মার্কোন্দিস (ব্রাজিল) ও ইরিনি করডোভা (স্পেন); ৭ গোল করে ● সেরা গোলরক্ষক : আনা ক্যাটারিনা (পর্তুগাল)।

বিবিধ তথ্য

■ **দুই আদিবাসী ক্রিকেটার :** ২১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হওয়া অ্যাশেজ টেস্টে ইতিহাস গড়ে অস্ট্রেলিয়া। ১৫০ বছরের টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার তাদের একাদশে জায়গা পায় দুই আদিবাসী ক্রিকেটার। জেসন গিলেস্পি ও ব্রেন্ডন ডগেট।

■ **বিকেএসপির থিম সং :** ১ ডিসেম্বর ২০২৫ প্রথমবরের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) থিম সং। 'এসো স্বদেশের পতাকা উড়াই' শিরোনামে সদ্য নির্মিত থিম সং-এ তুলে ধরা হয় বিকেএসপির গৌরবময় ইতিহাস, ক্রীড়া চেতনা ও ভবিষ্যৎ দর্শনকে।

■ **মোটর রেসিংয়ে চ্যাম্পিয়ন অভিক :** ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে 'এন্ডিউরেন্স' মোটর রেসিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশের মোটর রেসার অভিক আনোয়ার।

মেসির যত রেকর্ড

নাম	দেশ	অ্যাসিস্ট
লিওনেল মেসি	আর্জেন্টিনা	৪০৫+
ফেরেঙ্ক পুসকাস	হাঙ্গেরি	৪০৪
পেলে	ব্রাজিল	৩৬৯
ইয়োহান ক্রুইফ	নেদারল্যান্ডস	৩৫৮
টমাস মুলার	জার্মানি	৩৫২

■ ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ফুটবল বিশ্বের মহানায়ক লিওনেল মেসির ৭০ ফুট উঁচু একটি বিশাল মূর্তি কলকাতার শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে উন্মোচিত হয়। উন্মোচিত মূর্তিটিতে মেসিকে ফিফা বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে তুলে ধরতে দেখা যায়।

■ **মেসির শোকেসে ৪৮ ট্রফি**

➤ ফিফা বিশ্বকাপ : ১ ● ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ : ১ ● অলিম্পিক পদক : ১ ● কোপা আমেরিকা : ২ ● ক্লাব বিশ্বকাপ : ৩ ● স্পেনের লা লিগা : ১০ ● স্প্যানিশ সুপার কাপ : ৮ ● স্পেনের কোপা দেল রে : ৭ ● উয়েফা চ্যাম্পিয়ন লিগ : ৪ ● উয়েফা সুপার কাপ : ৩ ● ফ্রান্সের লিগ ওয়ান : ২ ● ফিনালিসিমা : ১ ● ফ্রান্সের ট্রফি দি চ্যাম্পিয়ন্স : ১ ● যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএস কাপ : ১ ● লিগস কাপ : ১ ● এমএলএস সাপোর্টার্স শিল্ড : ১ ● ইস্টার্ন কনফারেন্স : ১। উল্লেখ্য, FIFA 'ইস্টার্ন কনফারেন্স কাপ'-কে বড় ট্রফি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।

FIFA THE BEST

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ কাতারের দোহায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয় এক বছরের সেরা পারফর্মারদের। কারা কোন পুরস্কার জিতলেন এক নজরে—

- ◆ বর্ষসেরা নারী ফুটবলার- আইতানা বোনমাতি
- ◆ বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার- উসমান দেম্বেলে
- ◆ বর্ষসেরা নারী গোলকিপার- হান্না হ্যাম্পটন
- ◆ বর্ষসেরা পুরুষ গোলকিপার- জিয়ানলুইজি দোনারুমা
- ◆ বর্ষসেরা নারী কোচ- সারিনা ভিয়েগমান
- ◆ বর্ষসেরা পুরুষ কোচ- লুইস এনরিকে
- ◆ মার্তা অ্যাওয়ার্ড (বর্ষসেরা গোল, নারী)- লিজবেথ ওভালে
- ◆ পুসকাস অ্যাওয়ার্ড (বর্ষসেরা গোল, পুরুষ)- সান্তিয়াগো মন্তিয়েল
- ◆ ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড- জাখো এসসির ভক্তরা
- ◆ ফিফা ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড- ড. হারলাস নিউকিং, এসএসভি জান রেগেনসবার্গ
- ◆ বর্ষসেরা পুরুষ দল : গোলরক্ষক- জিয়ানলুইজি দোনারুমা, ডিফেন্ডার- আশরাফ হাকিমি, উইলিয়ান পাচো, ভার্জিল ফন ডাইক, নুনো মেন্ডেস, মিডফিল্ডার- কোল পালমার, ভিতিনহা, পেদ্রি, জুড বেলিংহাম, ফরোয়ার্ড: উসমান দেম্বেলে, লামিনে ইয়ামাল।
- ◆ বর্ষসেরা নারী দল : গোলকিপার-হান্না হ্যাম্পটন, ডিফেন্ডার- ওনা বাতলে, আইরিন পারেদেস, লিয়া উইলিয়ামসন, লুসি ব্রোঞ্জ, মিডফিল্ডার- ক্লাউদিয়া পিনা, পাত্রি গুইজারো, আইতানা বোনমাতি, ফরোয়ার্ড- অ্যালেক্সিয়া পুতেলাস, আলেসিয়া রুসো, মারিওনা কালদেনতি।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ

আয়োজন : ২৩তম • আয়োজক : Fédération Internationale de Football Association (FIFA) • সময়কাল : ১১ জুন-১৯ জুলাই ২০২৬ • স্বাগতিক : যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। ভেন্যু : ১৬টি • অংশগ্রহণকারী দল : ৪৮টি • মোট ম্যাচ : ১০৪টি • মাসকট : Maple the Moose, Zayu the Jaguar and Clutch the Bald Eagle • অফিসিয়াল বল : Adidas Trionda • উদ্বোধনী ম্যাচ : মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা; মেক্সিকো সিটি • ফাইনাল ম্যাচ : নিউইয়র্ক-নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

বিশ্বকাপে ৪৮ দল

♦ গ্রুপ 'এ'

মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, (ইউরোপিয়ান প্লে-অব 'ডি' জয়ী- ডেনমার্ক/চেক রিপাবলিক/আয়ারল্যান্ড/নর্থ মেসিডোনিয়া)

♦ গ্রুপ 'বি'

কানাডা, কাতার, সুইজারল্যান্ড, (ইউরোপিয়ান প্লে-অব 'এ' জয়ী- ইতালি/ওয়েলস/বসনিয়া-হার্জেগোভিনা/নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড)

♦ গ্রুপ 'সি'

ব্রাজিল, মরক্কো, স্কটল্যান্ড, হাইতি

♦ গ্রুপ 'ডি'

যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, প্যারাগুয়ে, (ইউরোপিয়ান প্লে-অব 'সি' জয়ী-তুরস্ক/স্লোভাকিয়া/কসোভো/রোমানিয়া)

♦ গ্রুপ 'ই'

জার্মানি, ইকুয়েডর, আইভরি কোস্ট, কুরাসাও

♦ গ্রুপ 'এফ'

নেদারল্যান্ডস, জাপান, তিউনিসিয়া, (ইউরোপিয়ান প্লে-অব 'বি' জয়ী-ইউক্রেন/পোল্যান্ড/আলবেনিয়া/সুইডেন)

♦ গ্রুপ 'জি'

বেলজিয়াম, ইরান, মিসর, নিউজিল্যান্ড

♦ গ্রুপ 'এইচ'

স্পেন, উরুগুয়ে, সৌদি আরব, কেপ ভার্দে

♦ গ্রুপ 'আই'

ফ্রান্স, সেনেগাল, নরওয়ে (ফিফা প্লে-অব ২ জয়ী- ইরাক/বলিভিয়া/সুরিনাম)

♦ গ্রুপ 'জে'

আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া, জর্ডান

♦ গ্রুপ 'কে'

পর্তুগাল, কলম্বিয়া, উজবেকিস্তান (ফিফা প্লে-অব ১ জয়ী- কঙ্গো/জ্যামাইকা/নিউ ক্যালেডোনিয়া)

♦ গ্রুপ 'এল'

ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, পানামা, ঘানা।

প্রাইজমানি (মার্কিন মিলিয়ন ডলারে)

স্থান	দল	দল প্রতি	মোট
চ্যাম্পিয়ন	১	৫০	৫০
রানার্স আপ	১	৩৩	৩৩
তৃতীয় স্থান	১	২৯	২৯
চতুর্থ স্থান	১	২৭	২৭
৫ম-৮ম স্থান (কোয়ার্টার ফাইনাল)	৪	১৯	৭৬
৯ম-১৬তম স্থান (১৬তম রাউন্ড)	৮	১৫	১২০
১৭তম-৩২তম স্থান (৩২তম রাউন্ড)	১৬	১১	১৭৬
৩৩তম-৪৮তম স্থান (গ্রুপ পর্ব)	১৬	৯	১৪৪
মোট	৪৮		৬৫৫

নতুন নিয়ম

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচের প্রতি অর্ধে তিন মিনিটের 'হাইড্রেশন ব্রেক (পানি পানের বিরতি)' রাখার ঘোষণা দেয় ফিফা। 'খেলোয়াড়দের কল্যাণকে অগ্রাধিকার' দিয়ে নতুন এ ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিটি ম্যাচের দুই অর্ধেই ২২ মিনিটে খেলা সাময়িকভাবে ৩ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। যা কার্যত ম্যাচগুলোকে চার ভাগে ভাগ করবে।

কুরাসাওয়ের ইতিহাস

১৮ নভেম্বর ২০২৫ জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ইতিহাস গড়ে কুরাসাও। ২০১৮ বিশ্বকাপে ৩,৯৮,২৬৬ জনসংখ্যার দেশ আইসল্যান্ড সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ খেলে। ওয়ার্ল্ডোমিটারের জরিপে জনসংখ্যায় পৃথিবীতে ১৮৯তম এবং ১,৮৫,৪৮৭ জন অধিবাসীর দেশ কুরাসাও।

শান্তি পুরস্কার পেলেন ট্রাম্প

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ ও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি শান্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে প্রথম ফিফা শান্তি পুরস্কার পান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ওয়াশিংটন ডিসির বিখ্যাত জন এফ কেনেডি সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস ভেন্যুতে ফিফা বিশ্বকাপ-২০২৬ এর ড্র অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার আইনসভার নাম পার্লামেন্ট

নতুন বছরে চাকরির প্রস্তুতি

কী করবেন, কী পড়বেন

নাজমুল হুদা

বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে লাখো তরুণ চাকরি নামক 'সোনার হরিণ'-এর পিছে ছুটছে। আবার 'চাকরির চাবি' হাতের মুঠোই পেয়েও অনেকে এখনো নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেনি। বর্তমান কর্মস্থলে অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তির কারণে কিংবা কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যে নতুন পরিকল্পনা করছেন কেউ কেউ। নতুন বছরে নতুন চাকরি খুঁজে নিতে বা বর্তমান চাকরি পাল্টাতে শুরু থেকেই প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনা, ধারাবাহিক প্রস্তুতি।

■ বছরের শুরুর দিন থেকেই প্রতিদিন একটু একটু করে নিজের অবস্থান উন্নত করার চেষ্টা করুন। কালকের চেয়ে আজকে একটু বেশি; আরেকটু গুছিয়ে। অন্যকোনো চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে সময় বের করে পড়াশোনাটা চালিয়ে নিন; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদন করে রাখুন। অপেক্ষায় থাকুন ডাক পাবেন। ছাত্রাবস্থায় হাতে কিছুটা বেশি সময় থাকে। এসময় মন-মস্তিষ্ক বেশি সতেজ ও সক্রিয় থাকে। সময় ও সামর্থ্যনুযায়ী দক্ষতা বাড়াতে থাকুন। পুরানো খোলস থেকে বের হয়ে নতুন বছরে নিজেকে মেলে ধরতে পারলে আপনি নিশ্চিতভাবেই আগামীর জন্য এগিয়ে থাকবেন।

■ নিয়ম করে প্রতিদিনের কয়েকটা পত্রিকা, মাসিক সাময়িকী বা বিবিধ প্রকাশনা পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। নৈমিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বিশ্লেষণে চোখ রাখুন। প্রয়োজনীয় তথ্য টুকে রাখতে পারেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিদেশ ও কূটনীতি, উন্নয়ন ও অর্থনীতি এবং সাহিত্য পাতা নিয়মিত পড়তে পারলে নিজের চিন্তার জগৎ প্রসারিত হবে; প্রতিযোগিতামূলক যেকোনো পরীক্ষায় বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এগুলো কাজে দেবে। এছাড়াও বিভিন্ন দিবস, উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র সংগ্রহে রেখে সময় করে চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

■ সামাজিক মাধ্যমগুলোতে সৃজনশীল উদ্যোগ, পড়াশোনা, চাকরি প্রস্তুতি সংক্রান্ত অনেক 'গ্রুপ' আছে সেগুলোতে যুক্ত থেকে সদস্যদের প্রস্তুতিমূলক পোস্ট, প্রশ্নোত্তর বা প্রয়োজনীয় লিংক ঘেটে ঝালিয়ে নিতে পারেন নিজের প্রস্তুতি-পরিধি। যেসব তথ্য-সংবাদ চোখে পড়ে তা অনুশীলন করার মাধ্যমে নিজেকে শানিত করার সুযোগ এখানে। ভার্চুয়াল 'গ্রুপ স্টাডি' বা অনলাইনে পড়াশোনা চাকরির প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। তবে নেতিবাচক, বিভ্রান্তিমূলক ভুল তথ্যের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন, না হলে হীতে বিপরীত হতে পারে।

■ চলতি পথেও প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। আপনি যে যানেই পথ চড়েন না কেন শহরের রাস্তায় ছোটখাট যানজটে পড়তেই হবে। মোবাইলে চোখ না ঘষে জানালায় চোখ রাখুন, অনেক কিছুই দেখা ও শেখা হয়ে যাবে। যেমন বিজ্ঞাপনী বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, ব্যানার এমনকি প্রতিষ্ঠানের নামফলক পড়ে অনেক কিছু জানা যায়। কোনো বিলবোর্ড ব্যানারে হয়তো বিনিয়োগ, নতুন শিল্প স্থাপন, ভর্তুকি, উৎপাদনসহ নানা তথ্যের হালনাগাদ পাবেন আবার কোনোটিতে সিমেন্টের উপাদান, টুথপেস্টের উপকরণ বা শ্যাম্পুর কার্যকারিতা চোখে পড়বে। দেখে শেখার অভ্যাসটা রপ্ত করে ফেলুন, চাকরির পরীক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক যেকোনো পরীক্ষায় তাৎক্ষণিকভাবে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া বা লিখিত অংশের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো সহায়ক হবে।

■ বেসিক কম্পিউটার দক্ষতা যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল জানা না থাকলে নতুন বছরে রপ্ত করে নিন। সম্ভব হলে আরও বেশি কিছু যেমন ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ভিডিও সম্পাদনা, অ্যানিমেশন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হতে পারলে ভালো। এরসাথে AI ব্যবহার করে কীভাবে পড়াশোনা বা পেশাগত ক্ষেত্রে আরও ভালো করা যায় সেটাও শিখে নেওয়ার এখনই সময়।

■ চাকরির প্রস্তুতি কিংবা পেশাগত কর্মসম্পাদনে ইংরেজি ভাষা দক্ষতা আপনাকে অনেক এগিয়ে রাখবে, বাড়তি সুবিধা দেবে। ভালো বই, তা সে ব্যাকরণ বা ভোকাবুলারি হোক পড়ে ফেলুন। ইংরেজি পত্রিকা, সাময়িকী পড়ে বা ইংরেজি খবর, সিনেমা দেখেও শব্দ সঞ্চয় বাড়াতে পারেন। ইংরেজি কথোপকথনের ক্ষেত্রে ইউটিউব থেকে ছোট ছোট ভিডিও দেখতে পারেন। বন্ধু বা সহকর্মী কয়েকজন মিলে গ্রুপ করে কথোপকথন চালিয়ে গেলেও উপকার পাবেন। আর কিছুটা সময় মানুষের উপকারে, পরিবেশ ও প্রকৃতির উন্নয়নে ব্যয় করুন। এজন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে যুক্ত হতে পারেন। এতে উন্নত জীবনবোধ ও বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে এবং চিন্তার জগৎ প্রসারিত হবে যা ভবিষ্যতে পেশা-পরিকল্পনা ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হবে।

লেখক, প্রশিক্ষক ও যুগ্মপরিচালক,
বাংলাদেশ ব্যাংক

দক্ষিণ আফ্রিকা পৃথিবীর একমাত্র দেশ যে স্বেচ্ছায় পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি পরিত্যাগ করে

রাখাইন

সমুদ্রপথের সন্তান

বাংলাদেশ বহুবর্ণ ও বহুজাতিগোষ্ঠীর এক অসাধারণ মিলনস্থল। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থানরত একটি স্বতন্ত্র ও প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায়। রাখাইনরা মূলত পার্বত্য অঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী একটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জাতিগোষ্ঠী, যাদের রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনাচার।

আত্মপরিচয়ের আঙিনা

আদি ব্রাহ্মীলিপিতে প্রথম লিখিত আকারে পালি ভাষায় 'আরাখা' অর্থাৎ রক্ষ বা রক্ষিতা শব্দ থেকে রাখাইন শব্দটির উৎপত্তি। কেউ কেউ বলেন, রাখাইন শব্দের উদ্ভব ঘটেছে রক্ষা ও রক্ষাইন শব্দ থেকে। এ দুটি পালি শব্দ এবং এর সম্মিলিত অর্থ রক্ষণশীল জাতি। রাখাইনরা ধর্ম, কৃষি, ঐতিহ্য রক্ষা করে চলার কারণে তাদের নামকরণ করা হয়েছে রাখাইন। রাখাইনদের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক প্রশস্ত এবং চ্যাপ্টা, চুলের রং কালো, পুরুষের মুখে দাড়ি কম। তারা মাঝারি আকৃতির এবং বেশ শক্তিশালী ও কর্মঠ। গায়ের রং উজ্জ্বল ফরসা। প্রায় তিন হাজার বছর আগে আরাকানে 'আসসাং নাগিদ্ধা' নামক ঋষি আদি শিলালিপিতে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, জাতি ও শীল এই দুইটিকে স্মৃতিসৌধের মত যিনি সার্বক্ষণিক রক্ষা করতে সক্ষম হবেন তিনিই রাখাইন। রাখাইনরা প্রাচীন যুগে মগধ রাজ্যে বসবাস করত। পরবর্তীতে তারা আরাকানে এসে বসবাস শুরু করলে মগধী বা মগ রূপে পরিচিতি লাভ করে। তবে বাংলাদেশে মগ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পাহাড়ি এলাকায় পরিচিত মারমা নামে এবং সমতলে পরিচিত রাখাইন নামে।

পরিচয়ের সন্ধানে রাখাইন আলেখ্য

রাখাইন জাতির আদি নিবাস মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য, যার পুরাতন নাম ছিল আরাকান। খ্রিস্টপূর্ব ৫-৬ হাজার বছর আগে এই অঞ্চলে নিগ্রিতা ও দ্রাবিড়িয়ান জনগোষ্ঠী বাস করত। পরে আর্য ও মঙ্গোলীয়রা এখানে বসবাস শুরু করে। এক সময় এ অঞ্চলে টিকে থাকা সভ্য আর্য জনগোষ্ঠী ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় রাখাইন জাতির। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত আরাকান ছিল স্বাধীন রাজ্য। ১৭৮৪ সালে বার্মার বৌদ্ধ রাজা বোডাপায়া রাখাইন রাজ্য আক্রমণ করে স্বাধীন আরাকান দখল করে নেয়। বার্মার অধীন করদ রাজ্যে পরিণত করে। তাদের বর্বরতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১৭৯৪ সালে আরাকানের বেমব্রে (মং অং সেনডোয়ে, কাউফ্র অঞ্চল থেকে তেমেনগ্রী জেনারেল) পোঅউ গোষ্ঠী ও উসংক্যো চৌধুরীর নেতৃত্বে দেড়শো রাখাইন পরিবার গলাচিপার রাঙ্গাবালি, মৌডুবি, কলাপাড়ার বালিয়াতলী ও কুয়াকাটায় এবং তালতলীর জন মানবহীন দ্বীপাঞ্চলে এসে পৌঁছায় এবং আস্তে আস্তে জনবসতি শুরু করে। এভাবে এদেশের মাটিতে রাখাইনদের বসতির বিস্তৃতি ঘটে। ধীরে ধীরে রাখাইনরা ছড়িয়ে পড়ে পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজারসহ পার্বত্য অঞ্চলে।

রাখাইন বসবাসে শীর্ষ ৫ জেলা ও উপজেলা

ক্রম	জেলা	জনসংখ্যা	উপজেলা	জনসংখ্যা
১ম	কক্সবাজার	৭২৭৩	কক্সবাজার সদর (কক্সবাজার)	৩৪৯৪
২য়	বরগুনা	১০১৭	মহেশখালি (কক্সবাজার)	১২৩০
৩য়	পটুয়াখালী	৮৯১	টেকনাফ (কক্সবাজার)	৯৯২
৪র্থ	রাঙ্গামাটি	৫৬৮	তালতলি (বরগুনা)	৯৩২
৫ম	খাগড়াছড়ি	৪৭৫	চকরিয়া (কক্সবাজার)	৮৩৩

এথিন রাখাইন : এথিন রাখাইন (জন্ম: ১৬ জুলাই ১৯৬২) একজন বিশিষ্ট রাখাইন ব্যক্তিত্ব। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করতেন। এছাড়া, তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৯৬ ও ২০০৯ সালে সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন।

FACT FILE

ইংরেজি নাম : Rakhain • বংশধর : ইন্দো-আর্য • আদিনিবাস : মিয়ানমার • পরিবার : পিতৃতান্ত্রিক • জনসংখ্যা : ১১,১৯৭ • ভাষা : মারমা/বর্মি • ধর্ম : বৌদ্ধ • উল্লেখযোগ্য উৎসব : সাংগ্রাই, বুদ্ধপূর্ণিমা, ছামাদা ইত্যাদি • বসবাস : বাংলাদেশের ৫৪টি জেলায়।

পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বাস— [রাবি ইউনিট এ (গ্রুপ-৩) ২০২২-২৩]
ক হুদি খ কুকি গ তুরি ঘ রাখাইন✓

২. নিচের কোন ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনগণ 'মগধী' ও 'মগ' নামে পরিচিত ছিল? [NSI'র জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ২০১৯]
ক চাকমা খ মারমা গ খিয়াং ঘ রাখাইন
ঙ কোনোটিই নয়
[Note : খ ও ঘ উভয়ই সঠিক।]

৩. বাংলাদেশের কোন জেলায় রাখাইন জনগোষ্ঠির বসবাস বেশি? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2017]
ক কক্সবাজার✓ খ নেত্রকোনা
গ বান্দরবন ঘ কুষ্টিয়া

৪. রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে? [GST অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট বি ২০২২-২৩]
ক ককেশয়েড খ মঙ্গোলয়েড✓
গ নিগ্রোয়েড ঘ দ্রাবিড়ীয়

East London দক্ষিণ আফ্রিকার বাফেলো নদীর তীরবর্তী একটি শহর

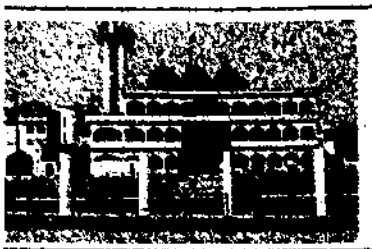

হাওর-বাঁওড় মাছে ভরা,
কিশোরগঞ্জের পনির সেরা

কিশোরগঞ্জ

পটভূমি

প্রাচীনকালে কিশোরগঞ্জ এলাকা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১ মে ১৭৮৭ ময়মনসিংহ জেলা সৃষ্টি হয়। এসময় কিশোরগঞ্জ জেলার ভৌগোলিক অঞ্চল ময়মনসিংহ জেলার জোয়ার হোসেনপুর পরগনার অন্তর্গত ও প্রশাসনিকভাবে অধিনস্ত অঞ্চল ছিল। ১৮৬০ সালে নিকলী, বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চল নিয়ে কিশোরগঞ্জ মহকুমা গঠন হয়। ১ এপ্রিল ১৮৬৯ কিশোরগঞ্জ পৌরসভা গঠিত হয়। ১ মার্চ ১৯৮৪ জেলা ঘোষণা করা হয়।

নামকরণ

৬ষ্ঠ শতকে বত্রিশের বাসিন্দা শ্রী কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের ছেলে নন্দকিশোর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটি গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন; এ গঞ্জ থেকেই কালক্রমে 'কিশোরগঞ্জ' নামের উৎপত্তি হয়। জেলা গেজেটিয়ার অনুসারে, কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের সাত সন্তানের একজনের নাম ছিল ব্রজকিশোর। ব্রজকিশোর এই এলাকায় বসবাস করতেন এবং তার নামানুসারে এলাকার নাম হয় কিশোরগঞ্জ। অন্যদিকে, কিছু লোক মনে করেন কিশোরগঞ্জ নামটি কিশোর নামক একটি ফুলের নাম থেকে এসেছে, কেউ কেউ মনে করেন কিশোরগঞ্জ নামটি কিশোর নামক একটি পাখির নাম থেকে এসেছে।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ১ মার্চ ১৯৮৪
- সীমানা : উত্তরে নেত্রকোণা ও উত্তর-পশ্চিমে ময়মনসিংহ, দক্ষিণে নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পূর্বে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ, পশ্চিমে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলা রয়েছে।
- আয়তন : ২,৬৮৮.৫৯ বর্গ কিমি
- জনসংখ্যা : ৩২,৬৭,৬২৬ জন
- সাক্ষরতা (৭ বছর ঊর্ধ্ব) : ৭২.৬ (SVRS ২০২৩)
- ঘনত্ব : ১,২১৫ (জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২)

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ১৩টি— কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, কটিয়াদী, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, নিকলী, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, ভৈরব।
- থানা : ১৩টি
- পৌরসভা : ৮টি
- ইউনিয়ন : ১০৮টি
- সংসদীয় আসন : ৬টি

- প্রধান নদনদী ➤ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, মেঘনা, কালনী, সুতী, নরসুন্দা, ঘোড়াউত্রা, ধনু, বৌলাই, আড়িয়াল খাঁ, মগরা, চিনাই, সিংগুয়া, ফুলেশ্বরী, সোয়াইজানী, নালী, কুলা নদী প্রভৃতি।

জানেন কি : কিশোরগঞ্জ জেলা

- আয়তনে : দেশের ২২তম
  ঢাকা বিভাগে : দ্বিতীয়
- জনসংখ্যায় : দেশের ১৪তম
  ঢাকা বিভাগে : পঞ্চম

মুক্তিযুদ্ধে কিশোরগঞ্জ

- সেক্টর ➤ ৩নং ও ১১নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস
  - ১৯ অক্টোবর : নিকলী
  - ২৩ অক্টোবর : কুলিয়ারচর
  - ২৭ অক্টোবর : বাজিতপুর
  - ১৫ নভেম্বর : মিঠামইন ও ইটনা
  - ২৯ নভেম্বর : হোসেনপুর
  - ০১ ডিসেম্বর : অষ্টগ্রাম
  - ০৩ ডিসেম্বর : পাকুন্দিয়া
  - ১৪ ডিসেম্বর : করিমগঞ্জ, কটিয়াদী ও তাড়াইল
  - ১৭ ডিসেম্বর : কিশোরগঞ্জ সদর
  - ১৯ ডিসেম্বর : ভৈরব

ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা

- সদর : মানষা বিল • দুয়াসুরা বিল।
- তাড়াইল : হুলিয়ার হাওড় • হযরত শাহ সেকান্দর (রা.) মাজার • ভাস্কর্য 'স্বাধীনতা ৭১'।
- ভৈরব : স্মৃতিস্তম্ভ 'দুর্জয়' • বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য মৈত্রী সেতু • রাজা ষষ্ঠ জর্জ সেতু (ভৈরব রেল সেতু)।
- অষ্টগ্রাম : বিস্তৃত হাওড় • কুতুব শাহ মসজিদ • সোমাই হাওড়।
- নিকলী : নিকলী হাওড় • মাহমুদপুর ও সুরমা বাউলার হাওড় • তেগুলিয়া বিল • বড় বিল • নেওরা বিল।
- বাজিতপুর : হুমাইপুর হাওড়।
- মিঠামইন : বাড়ির হাওড় • বড়গোপ বিল • গজারিয়া বিল • দেওদরি বিল।
- করিমগঞ্জ : জঙ্গলবাড়ি দুর্গ (ঈশা খাঁর দ্বিতীয় রাজধানী)।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

মো. জিল্লুর রহমান (সাবেক রাষ্ট্রপতি), মো. আবদুল হামিদ (সাবেক রাষ্ট্রপতি), কবি দ্বিজ বংশীদাস (কবি মনসা মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা), চন্দ্রাবতী (বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি), উপেন্দ্র কিশোর রায় ও সুকুমার রায় (শিশু সাহিত্যিক), মনির উদ্দীন ইউসুফ (বিখ্যাত ফার্সীগ্রন্থ শাহনামা অনুবাদক), কেদারনাথ মজুমদার (লেখক ও গবেষক), হামি উদ্দিন আহমেদ (পূর্ব-পাকিস্থানের প্রথম কৃষিমন্ত্রী), ডা. আব্দুল আলীম চৌধুরী (শহীদ বুদ্ধিজীবী), ইলিয়াস কাঞ্চন (চলচ্চিত্রের নায়ক), স্বর্গীয় বিপুল ভট্টাচার্য (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীতশিল্পী), রিজিয়া পারভীন (সঙ্গীত শিল্পী), মো. মোজাম্মেল হোসেন (সাবেক প্রধান বিচারপতি)।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম
জন্ম : ১৯২৫। মৃত্যু : ৩ নভেম্বর ১৯৭৫। জন্মস্থান ➤ গ্রাম : বীরদামপাড়া, উপজেলা : সদর, জেলা : কিশোরগঞ্জ। শিক্ষা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে ইতিহাসে এমএ এবং ১৯৫৩ সালে এলএলবি ডিগ্রি। রাষ্ট্রপতি: দ্বিতীয় (অস্থায়ী): ১৭ এপ্রিল ১৯৭১-১০ জানুয়ারি ১৯৭২। শিল্পমন্ত্রী : জানুয়ারি ১৯৭২-জানুয়ারি ১৯৭৫।

বিশ্বের বিখ্যাত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগার Kruger National Park দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত

পাগলা মসজিদ

পাগলা মসজিদটি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার হারুয়া নামক স্থানে নরসুন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। জনশ্রুতি রয়েছে, মহাবীর ঈসা খাঁ'র বংশধর দেওয়ান জিল কদর খান ওরফে জিল কদর পাগলা দুনিয়াদারি ছেড়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় একাকী জীবনযাপন করতেন। ফলে তিনি মানুষের কাছে 'পাগলা সাহেব' বলে পরিচিত ছিলেন। এ আধ্যাত্মিক পুরুষ খরস্রোতা নরসুন্দা নদীর মধ্যস্থলে মাদুর পেতে ভেসে এসে বর্তমান মসজিদের কাছে স্থিত হন। পাগলা সাহেবের মৃত্যুর পর তার সমাধির পাশে পরবর্তীতে স্থানটিতে মসজিদটি নির্মিত হয়। জিল কদর পাগলার নামানুসারে মসজিদটি 'পাগলা মসজিদ' হিসেবে পরিচিতি পায়। এই মসজিদে মানত কিংবা দান খয়রাত করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়- এমন বিশ্বাস থেকে বিভিন্ন বয়সি হিন্দু-মুসলিমসহ নানা ধর্ম-বর্ণের নারী-পুরুষ মানত নিয়ে এখানে আসেন। তারা নগদ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ ও রুপার অলংকারের পাশাপাশি গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি দান করেন।

ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলায়। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে লেফটেন্যান্ট হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। এছাড়া তার বড় ভাই এ টি এম হায়দার ২নং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন।

কিশোরগঞ্জের দুই GI পণ্য

ক্রম	আবেদন	পণ্যের নাম
৪৭	২১.৫.২০২৪	কিশোরগঞ্জের রাতা বোরো ধান
৪৮	২১.৫.২০২৪	অষ্টগ্রামের পনির

হাওরের বিস্ময় আভুরা সড়ক

'বর্ষায় নাও, শুকনায় পাও' কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলের মানুষের সেই সব কষ্টের দিন বদলে গেছে। হাওরের অথৈ জলরাশি ভেদ করে দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া আভুরা সড়ক বা অলওয়েদার রোড দেখলে মনে হতে পারে সমুদ্রের বুকে ভাসমান এক পথ। ৮ অক্টোবর ২০২০ সড়কটির উদ্বোধন করা হয়। এ সড়কের মাধ্যমে স্থলপথে সরাসরি যুক্ত হয়েছে কিশোরগঞ্জের হাওর বেষ্টিত তিন উপজেলা ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম। ২৯.৭৩ কিমি দীর্ঘ এ অলওয়েদার সড়কটি নির্মাণ করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। বর্ষায় হাওরের যে সড়ক পানিতে তলিয়ে যায়, আর শুষ্ক মৌসুমে চলাচল উপযোগী থাকে, তাকে স্থানীয় ভাষায় বলে ডুবা সড়ক। অন্যদিকে বর্ষায় যে সড়ক ডুবে যায় না, তাকে বলে আভুরা সড়ক।

শোলাকিয়া ঈদগাহ

শোলাকিয়া ঈদগাহ কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহ ১৮২৮ সালে শোলাকিয়ায় প্রথম ঈদের জামাত হয়। ১৮২৮ সালে প্রথম জামাতে এই মাঠে একসঙ্গে ১,২৫,০০০ অর্থাৎ সোয়া লাখ মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করেন। এই সোয়া লাখ থেকে এ মাঠের নাম হয় 'সোয়া লাখিয়া', যা উচ্চারণ বিবর্তনে হয় শোলাকিয়া। বর্তমানে এ মাঠের মোট আয়তন প্রায় ৭ একর।

এগারসিন্ধুর দুর্গ

ঈসা খানের নাম বিজড়িত মধ্যযুগীয় একটি দুর্গ। এটি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলা সদর থেকে ৮ কিমি দূরে এগারসিন্ধুর গ্রামে অবস্থিত। 'এগারসিন্ধু' শব্দটি এখানে 'এগারটি নদী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দুর্গ এ নামে পরিচিত হওয়ার কারণ হলো, এক সময় এটি অনেকগুলি নদীর (বানার, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, গিয়র সুন্দা ইত্যাদি) সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বেবুধ নামে একজন কোচ নৃ-গোষ্ঠী প্রধান দুর্গটি নির্মাণ করে এটিকে তার রাজধানীতে পরিণত করেন। ঈসা খান দুর্গটি দখল করে সংস্কার করে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে উন্নীত করেন। ১৫৯৮ সালে মানসিংহ দুর্গটি আক্রমণ করেন, কিন্তু ঈসা খানের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে তিনি ফিরে যান। সতেরো শতকের শুরুর দিকে 'অহম'রা এ দুর্গটি দখল করে নেয়। ইসলাম খান তাদের পরাজিত করে দুর্গটিকে ধ্বংস করে দেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন (২৯ ডিসেম্বর ১৯১৪-২৮ মে ১৯৭৬)

আধুনিক শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ। শিল্পকলায় অবদানের জন্য তার জীবদ্দশায় তিনি পেয়েছেন শিল্পাচার্য খেতাব। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা, মই টানা, ম্যাডোনা ৪৩, সংগ্রাম, দ্যা স্ট্রাগল, সাঁওতাল রমণী, ঝড়, কাক, বিদ্রোহী ইত্যাদি। ১৯৭০ সালে গ্রামবাংলার উৎসব নিয়ে আঁকেন তার বিখ্যাত ৬৫ ফুট দীর্ঘ ছবি নবান্ন। তিনি ১৯৪৮ সালে এদেশের প্রথম আর্ট স্কুল 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৬ সালে আধুনিক শিল্পকলা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তীতে এটি বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তারপর মহাবিদ্যালয়টি সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তান্তরিত হয় এবং বর্তমানে এটি 'চারুকলা অনুষদ' নামে পরিচয় লাভ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ২০১০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজন করে

পুষ্টিবিদ হিসেবে ক্যারিয়ার

পৃথিবীর সব চাহিদার মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা সবার আগে। খাদ্য ও পুষ্টি ছাড়া মানুষের জীবন কল্পনাও করা যায় না। খাদ্য সম্পর্কিত সব ব্যবস্থাপনা ও প্রায়োগিক শিক্ষাই হলো খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান। ক্লায়েন্টদের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা তৈরি করাই মূলত একজন পুষ্টিবিদের কাজ। এটি একটি সেবামূলক পেশা। সারা পৃথিবীতে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে পুষ্টিবিদের।

পুষ্টিবিদের কাজ

শরীরটাকে ভালো রাখতে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হলো শরীরে পুষ্টিমান বজায় রাখা। আর এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পাশাপাশি রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে একজন পুষ্টিবিদেরও ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহে স্থূলতা, মেদ বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়। এখন বাংলাদেশেও স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে কিংবা নিজেকে সুস্থ রাখতে অনেকেই দ্বারস্থ হন পুষ্টিবিদের। পুষ্টি ও খাদ্য বিষয়টি এখন আর শুধু রান্নাবান্নার বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিকর জীবনযাপনের চাহিদা অনুযায়ী নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞানশক্তি কাজে লাগিয়ে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি, পরিমিত উপায়ে খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর চলে বিভিন্ন রকমের বিশ্লেষণ। বিভাগটি শুধু নারী শিক্ষার্থীদের জন্য। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভুল ধারণা ভেঙে গেছে। মেয়েদের পাশাপাশি এখন অনেক ছেলেও এ ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এ কারণেই এ পেশার প্রতি তরুণ প্রজন্মের দারুণ আগ্রহ রয়েছে।

পড়াশোনা

উচ্চশিক্ষার বিষয় হিসেবে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান আমাদের দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এছাড়াও দেশের বাইরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে উচ্চতর পড়ালেখা ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হলো ফুড সায়েন্স, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন, ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, নিউট্রিশন ইন ইমার্জেন্সি, ডেভেলপমেন্ট ফুড কেমিস্ট্রি, হিউম্যান মাইক্রোবায়োলজি, ইন্ট্রোডাকশন টু নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স, মাইক্রো ইকোনমিকস, হিউম্যান এনাটমি, হিউম্যান ফিজিওলজি, সোশ্যাল নিউট্রিশন, বায়োকেমিস্ট্রি, ম্যাটার্নাল অ্যান্ড চাইল্ড নিউট্রিশন, নিউট্রিশনাল প্রবলেম, নিউট্রিশনাল প্ল্যানিংসহ দরকারি বিভিন্ন বিষয়।

ভর্তি প্রক্রিয়া

শুধু বিজ্ঞান বিভাগে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়তে চাইলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসিতে শুধু নির্দিষ্ট পয়েন্ট প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

কাজের ক্ষেত্র

খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পড়ালেখা করে বিএসসি ও এমএসসি পাসের পর দেশে এবং দেশের বাইরে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে।

- আমাদের দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটসহ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যাবিষয়ক অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে পারেন খুব সহজেই।
- বড় বড় ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি, ন্যাশনাল, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি, পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট, ফিটনেস সেন্টার, এক্সারসাইজ ফিজিওলজিস্ট, ফুড সায়েন্স রিসার্চার, হোম ইকোনমিস্ট, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বড় বড় রেস্তোরাঁ, ক্যাটারিং সংস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও ও সংস্থাগুলোতেও কাজের সুযোগ রয়েছে। এসব এনজিও ও সংস্থার মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, আশা, TMSS, নেসলে, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (icddr,b), ইউনিসেফ (UNICEF), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ইত্যাদি।
- এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর রিসার্চার বা গবেষক হিসেবে ক্যারিয়ারের জন্য বাংলাদেশেও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

একজন চাকরিজীবীর চেয়ে একজন গবেষকের চাহিদা সব জায়গাতেই বেশি। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের সব দেশেই একজন গবেষকের কদর একটু বেশিই। তাই গবেষক হওয়ার ইচ্ছা থাকলে তা ক্যারিয়ারের জন্যেও ভালো। তবে গবেষক হতে চাইলে উচ্চশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

আয়-রোজগার

আমাদের দেশে এমনকি সারা পৃথিবীতে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ডিগ্রিধারীদের চাহিদা রয়েছে। বর্তমান সময়ে ডায়েটিশিয়ান এবং নিউট্রিশনিস্টের চাহিদা অনেক। এছাড়া পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে চাকরির বাজারে বেশ ভালো অঙ্কের বেতন পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদক দেশ

২,২৫৩ শব্দের নাম!

বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে মানুষের দীর্ঘ নামের একটি আলাদা গুরুত্ব আছে। দক্ষিণ ভারতে সাধারণত নামের সঙ্গে গ্রামের নাম, বাবার নাম এবং প্রদত্ত নাম যুক্ত থাকে। অন্যদিকে আরববিশ্বে বংশগতি ও ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে একজনের নাম তার বাবা, দাদা এবং কখনও কখনও গোত্রের নাম পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়। ১৯৯০ সালের মার্চে নিউজিল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী লরেন্স ওয়াটকিন্স তার নামের সঙ্গে ২ হাজারটির বেশি মধ্যনাম যুক্ত করেন। তার পুরো নামে বর্তমানে মোট ২২৫৩টি অনন্য শব্দ রয়েছে। তার প্রিয় নাম হলো— AZ 2000, যার অর্থ আমার নামের আদ্যাক্ষর A থেকে Z পর্যন্ত আছে এবং আমার মোট ২ হাজারটি নাম আছে।

বেসবলে ৬,৭৫০ স্বাক্ষরের রেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ বেসবলের একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নতুন এক বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে। একটি ৮ ফুট ব্যাসের বিশালাকৃতির বেসবলে ৬,৭৫০টি স্বাক্ষর নিয়ে তারা একক ক্রীড়া স্মারকে সবচেয়ে বেশি স্বাক্ষরের রেকর্ড গড়ে। এর আগের রেকর্ডটি ছিল যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের, যা একটি বিশাল জার্সিতে ২,১৪৬টি স্বাক্ষর নেওয়া হয়। ২৫ জুলাই ২০২৫ গিনেস রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে বলটির এ বিশ্ব রেকর্ড গড়ার স্বীকৃতি দেয়।

গোঁফ দিয়ে বানানো স্যুট

অস্ট্রেলিয়ায় ২০২১ সালের নভেম্বরে একটি অভিনব স্যুট বানানো হয়। এটি পুরোটাই বানানো হয় পুরুষদের গোঁফ দিয়ে। পুরুষদের স্বাস্থ্যসচেতনতার মাস 'মোভেম্বর' (নভেম্বর) উপলক্ষে এই ব্যতিক্রমী স্যুট বানিয়ে আলোচনায় আসে দেশটির একটি সৃজনশীল দল। ব্যতিক্রমী স্যুটটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ২০২৬ সালের সংস্করণে নথিভুক্ত করা হবে। স্যুটটির নকশা করেন অস্ট্রেলীয় শিল্পী পামেলা ক্রেম্যান-পাসি। তার সঙ্গে কাজ করেছে বুলফ্রগ ক্রিয়েটিভ এজেন্সি ও ফ্যাশন ব্র্যান্ড পলিটিকস।

চার হাত-পায়ে দৌড়ে রেকর্ড

বিশ্বের খুব জনপ্রিয় খেলার একটি দৌড়। ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ম্যারাথন, হার্ডল, রিলে-রেস, আরও কত-কী...। ২০২৫ সালে তিনি চার হাত-পায়ে মাত্র ১৪.৫৫ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখান ২২ বছর বয়সি জাপানের রিউসেই ইয়োনি। এর আগে ২০২২ সালে ১৫.৬৬ সেকেন্ডে চার হাত-পায়ে ১০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড করেন যুক্তরাষ্ট্রের কলিন ম্যাকক্লু।

যে দেশে বিড়ালের সংখ্যা বেশি

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব কোণের ছোট্ট দ্বীপদেশ সাইপ্রাস। দেশটির মোট জনসংখ্যা ১০ লাখের কিছু বেশি। সাইপ্রাসের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তির একটি পর্যটন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশটিতে বিড়ালের সংখ্যা এতটাই বেড়েছে যে সেখানে এখন মানুষপ্রতি একটি বিড়াল। আদতে বিড়ালের সংখ্যা মানুষের চেয়েও বেশি। মধুর এ উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে সাইপ্রাসে সরকারিভাবে বিড়ালের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালু আছে।

অন্য রকম এক প্রতিযোগিতা

যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন রাজ্যের ইউজিন শহরের শ্যানন নাইম্যানের পোষা কুকুরটি 'পেটুনিয়া' ২০২৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সোনোমা কাউন্টি মেলায় অনুষ্ঠিত সবচেয়ে কুৎসিত কুকুর প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। পুরস্কার হিসেবে পায় ৫ হাজার ডলার। ১৯৭১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার পেটালুমার বাসিন্দা রস স্মিথ স্থানীয় সমাজসেবার তহবিল সংগ্রহের জন্য প্রথম এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ১৯৮৮ সাল থেকে সোনোমা-ম্যারিন মেলা কর্তৃপক্ষ এটি আয়োজন করে আসছে।

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নারী লেখক

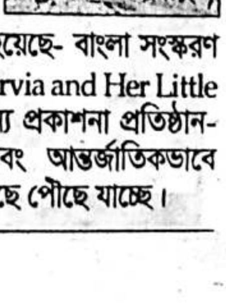

মাত্র তিন বছর বয়সে নিজের লেখা ও আঁকা বই প্রকাশ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন শিশু সার্ভিয়া হাসান। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নারী লেখক হিসেবে বই প্রকাশ করে সে নাম লিখিয়েছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। Youngest Person to Publish a Book (Female) ক্যাটাগরিতে এই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করে। সার্ভিয়ার গল্পের বইটি দুটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে- বাংলা সংস্করণ 'সার্ভিয়ার ছোট্ট পৃথিবী' এবং ইংরেজি সংস্করণ Sarvia and Her Little World। সার্ভিয়ার বইটি বাংলাদেশে স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান- প্রতিভা প্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে Amazon-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।